অভিরাম গোস্বামী

শ্রীবিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য।

অভিরাম গোস্বামী



শ্রীবিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত

মুল্য ১॥০ দেড় টাকা

১৮৯৪



হাওড়া,

৪নং তেলকলঘাট রোড,

+ "কর্ম্মযোগ প্রেস" +

হইতে

শ্রীযুগলকিশোর সিংহ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



উৎসর্গ পত্র।

স্বদেশবৎসল, দেবদ্বিজভক্ত, পরমভাগবত
শ্রীল শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ পাল
মহোদয় শ্রীকরকমলেষু—

মহাত্মন্ !

আপনি একজন পরমবৈষ্ণব ও স্বনামধন্য পুরুষ। শ্রীচৈতন্য-গুণানুকীর্ত্তন শ্রবণ করিতে আপনার ধর্ম্মপ্রবণ হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠে। আপনি বৈষ্ণবাচার্য্যগণের কার্য্যকলাপ সাধারণ জনগণের নিকট প্রচার করিবার জন্য বহু অর্থব্যয় ও উৎসাহদান কবিয়া থাকেন। আপনাবই উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া শ্রীচৈতন্যের প্রধান সখা অভিরাম গোস্বামীর ধর্ম্মপ্রচার-কার্য্য লিপিবদ্ধ করতঃ আপনার পবিত্র নামে উৎসর্গ করিলাম।

হাওড়া। } মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—
শ্রীবিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য



অভিরাম গোস্বামী।

সাঙ্গোপাঙ্গ সহিত শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব।

ভারতে হিন্দুরাজ্যের অবসান হইয়াছে। মুসলমানের গৌরব-নিশান সদম্ভে সমস্ত ভারতগগনে উড্ডীয়মান হইতেছে। মুসলমানগণের একধর্ম্মপ্রাণতার প্রবলবন্যায় নানাশাখাপল্লববিশিষ্ট হিন্দুধর্ম্মরূপ প্রকাণ্ড মহীরুহ শিথিলমূল হইয়া পড়িয়াছে। মহম্মদীয় ধর্ম্মযাজকগণ হিন্দু-সমাজের হেয় ও ঘৃণিত জাতিগণের নিকট ইস্‌লাম ধর্ম্মের উদারতা ঘোষণা করিয়া তাহাদিগকে উক্ত ধর্ম্মগ্রহণে প্রলুব্ধ করিতেছে। নীচ-

জাতীয় হিন্দুগণ ব্রাহ্মণাদি উচ্চবংশীয় জনগণের দ্বারা অবজ্ঞাত হইয়া দলে দলে মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেছে। মুসলমান নরপতিগণ দেবমন্দির চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া সেই স্থানে মসজিদ উত্তোলন করিতেছে।

ভারতের এই মহা দুর্দ্দিনে, এই ঘোর ধর্ম্মবিপ্লবকালে ত্রিকালদর্শী-অমিততেজা-আর্য্যঋষিবংশধর ব্রাহ্মণগণ দূরদর্শিতাহীন হইয়া হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজরক্ষাবিধানে আস্থাশূন্য হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা বিষম জাত্যভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া নিকৃষ্টজাতীয় ব্যক্তিগণকে শৃগালকুক্কুরের ন্যায় অস্পৃশ্য জ্ঞান করিতেছেন। নীচ ও পাপাচাররত জনগণকে সুশিক্ষাদানে উন্নত করা দূরে থাক্, ব্রাহ্মণগণ তাহাদের ছায়া পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে কুণ্ঠাবোধ করিতেছেন।

যে উদারধর্ম্মবন্ধনে হিন্দুসমাজ যুগযুগান্তর ধরিয়া অচল অটল ছিল, সেই হিন্দুসমাজ আজ ধর্ম্মশিক্ষার অভাবে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া ধ্বংসের পথে দণ্ডায়মান হইয়াছে। একেই ত সাধারণ লোকগণ ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য, তাহাতে আবার আচারের কঠোর শাসনে ব্যতিব্যস্ত। এরূপ অবস্থায় তাহারা যে একটু সুবিধা পাইলেই ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি!

সমাজরক্ষক ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ সমাজের এবংবিধ শোচনীয় দুর্দ্দশা দেখিয়াও ইহার সংস্কারের দিকে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। তাঁহারা ন্যায় শাস্ত্র, পাতঞ্জল প্রভৃতি দুর্ব্বোধ্য দর্শনশাস্ত্রের আলোচনায় নিযুক্ত রহিলেন। তাঁহারা এই সকল শুষ্ক তর্কশাস্ত্রের সাহায্যে ঈশ্বরনিরূপণ

করিতে প্রয়াসী হইয়া ক্রমশঃ ভগবানে ভক্তিপ্রেমশূন্য হইয়া পড়িলেন। যে অনন্ত প্রেমময়ের প্রেমবলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত হইতেছে; চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রাদি স্ব স্ব কক্ষমার্গে অনবরত বিচরণ করিতেছে; যে অসীম প্রেমসাগরের বিন্দুমাত্র প্রেম জীবনকে অমৃতময় করিয়া দেয়—হিন্দুগণ সেই প্রেমের আস্বাদ একরূপ ভুলিয়া যাইতে বসিল, তাহাদের হৃদয় প্রেমরসে সিক্ত না হওয়ায় প্রচণ্ডসূর্য্যকরদগ্ধমরুভূমিতে পরিণত হইল। তাহারা সর্ব্বত্র সর্ব্বজীবে প্রেমময়ের মধুরমূর্ত্তি অবলোকন করিতে না পারিয়া মহাস্বার্থপর হইয়া উঠিল। দুষ্পূর কাম প্রেমকে দূরীভূত করিয়া সদলবলে তাহাদের হৃদয়াসন অধিকার করিল।

প্রেমময়ের লীলানিকেতন ভারতবর্ষের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া অদ্বৈতাচার্য্যপ্রমুখ জন কয়েক মহাত্মার অন্তর প্রবলদুঃখানলে বিদগ্ধ হইতে লাগিল,—তাঁহারা সকাতরে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—"হে লীলাময়! তোমার অতিপ্রিয় লীলাস্থল, যে ভারতে ভক্তকুলচূড়ামণি প্রেমাবতার ধ্রুব, প্রহ্লাদ জন্মগ্রহণ করিয়া অতি বাল্যকালেই তোমার অতলস্পর্শ প্রেমসাগর মন্থন করিয়া সচ্চিদানন্দরূপ কৌস্তুভমণি হৃদয়ে ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, সেই পরমপবিত্র চিরানন্দপূর্ণ ভারত আজ এমন প্রেমভক্তিশূন্য স্বার্থপর নরনারীর নিরানন্দময় কলুষপূর্ণ আবাসস্থানে পরিণত হইল কেন?

হে নারায়ণ! তোমার চিরানুগৃহীত যে ভারত একদিন শুকনারদাদি ঋষিগণের অপারপ্রেমভক্তিবলে স্বর্গসম সুখালয়ে পরিণত

হইয়াছিল, সেই দেবভূমি ভারত আজ কি পাপে এই ভ্রাতৃদ্রোহী নরপিশাচগণের রঙ্গালয় হইয়া উঠিল!

এমন কি, তোমার যে প্রিয় স্থানে ধর্ম্মের কোনরূপ গ্লানি উপস্থিত হইলেই তুমি স্বয়ং শরীরপরিগ্রহ করতঃ ধর্ম্মরক্ষা করিয়া অধর্ম্মাসক্ত নরনারীকে বারংবার ধর্ম্মপথে আনয়ন করিয়া উদ্ধার করিয়াছ, তোমার সেই প্রিয়স্থান আজ ঘোর ধর্ম্মবিপ্লবে উচ্ছিন্ন হইতে বসিয়াছে—হে অধমতারণ! তুমি আজ তাহা দেখিয়াও দেখিতেছনা কেন?

হে রসময়! কংস, জরাসন্ধ প্রভৃতি অসুরগণের অত্যাচারে যখন ভারত প্রেমভক্তিবিহীন হইয়া মহাবিভীষিকাময় অশান্তিরাজ্যে পরিণত হইয়াছিল, যখন ভগবদ্ভক্ত প্রেমপ্রবণহৃদয় ধার্ম্মিকগণ ধর্ম্মদ্রোহী পাষণ্ডগণের ভীষণ উৎপীড়নে ব্যাকুল হইয়া "দয়াময় মধুসূদন হরি! রক্ষা কর" বলিয়া তোমাকে সকাতরে ডাকিয়াছিল, তখন ত তুমি তাহাদের কাতর আহ্বান অগ্রাহ্য করিয়া স্থির থাকিতে পার নাই। তখনই তুমি দুষ্টকে দমন করিয়া শিষ্টকে রক্ষা করিবার জন্য, অধর্ম্মের ধ্বংসসাধন করিয়া ধর্ম্মসংস্থাপন করিবার জন্য, হিংসা দ্বেষ দূর করিয়া প্রেমের বন্যায় দেশ ভাসাইবার জন্য, অশান্তি নাশ করিয়া শান্তিরাজ্য স্থাপনের জন্য ভারতে অবতীর্ণ হইয়াছিলে!

হে নাথ! এখন অসুরগণের অত্যাচারে মহাভীত হইয়া হৃদয়কবাট উন্মোচন করতঃ অতি ব্যাকুলতার সহিত তোমাকে অবিরত ডাকিতেছি! কই প্রভো! শুনিতেছ না কেন? কই, হৃদয়বল্লভ! আসিতেছ

না কেন? এস, নাথ! প্রেমময় মধুরমূর্ত্তি ধারণ করিয়া—ঢাল, রসরাজ! অবিশ্রান্তধারে তোমার সুধাময় প্রেমধারা—প্রেমবন্যায় দেশ প্লাবিত হইয়া যা'ক, অসারগর্ব্বশুষ্কতর্কপূর্ণ ভক্তিরসশূন্য মরুদেশ—সেই প্রেমামৃতরসে সিক্ত হইয়া প্রাণাভিরাম স্নিগ্ধ নবভাবপ্রফুল্ল শান্তিলতাকুঞ্জে সুশোভিত হ'ক।"

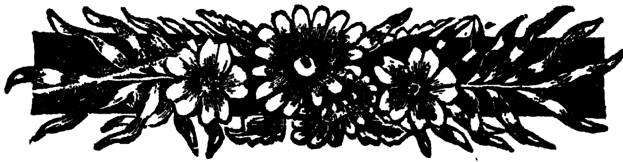
ভক্তের কাতর প্রার্থনা বুঝি বৈকুণ্ঠে পৌঁছিল। নারায়ণের আসন টলিল। ভক্তপ্রাণ ভগবান আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ভারতের দুর্দ্দশা দেখিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তাঁহার প্রিয় লীলানিকেতন ভারতভূমিতে যখনই ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে, তখনই তিনি মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভারতের নানা স্থানে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভক্তাভীষ্টসাধনের জন্য এবং ভারতের নরনারীকে প্রেমভক্তি শিক্ষা দিবার জন্য আবার এই পুণ্যভূমি ভারতে অবতীর্ণ হইতে অভিলাষী হইলেন।

ভগবান দ্বাপরযুগের অবসানকালে যমুনাজলবিধৌত বৃন্দাবনে অবতীর্ণ হইয়া গোপাল ও গোপবালাগণের সহিত যে প্রেমের খেলা খেলিয়াছিলেন, যে উন্নত প্রেমভাব কেবল গোপবালক ও গোপবালিকাগণই সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছিল—যে প্রেমমদিরা গোপীগণের হৃদয়গ্রন্থি ভিন্ন করিয়াছিল—যে অনন্তপ্রেমসাগরের উত্তাল-তরঙ্গমালা গোপীগণের সর্ব্বসংশয় অতলতলে তলাইয়া দিয়াছিল, যে মধুর প্রেমপাশে বিজড়িত হওয়ায় তাহাদের সংসারবন্ধন ছিন্ন হইয়াছিল,

অভিরাম

যে প্রেমের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণৈকপ্রাণা বৃকভানুনন্দিনী রাধা জগৎসংসার কৃষ্ণময় সন্দর্শন করিয়াছিল—প্রেমোন্মত্তা রাধার সেই মধুর প্রেম স্বীয় জীবনে সাধনা করিয়া মানবকে প্রেমের অনন্ত শক্তি দেখাইবার জন্য, পাপতাপদগ্ধ মানবের দুঃখময় জীবনে আনন্দের অমিয়ধারা ঢালিবার জন্য, গোপীজনবল্লভ পাপতাপনাশন নারায়ণ জাহ্নবীতটনিকটবর্ত্তী নবদ্বীপধামে পবিত্রব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিলেন।





শ্রীচৈতন্যদেব, বৃন্দাবন হইতে শ্রীদামকে নবদ্বীপে আনয়ন করিতে নিত্যানন্দকে প্রেরণ করিলেন।

নারায়ণ নবদ্বীপে প্রাদুর্ভূত হইয়া নিমাই নামে পরিচিত হইলেন। নিমাইএর অলোকসামান্য মনোহর রূপ, অসাধারণ বিদ্যা ও অতি প্রফুল্ল চিত্তমুগ্ধকর ভাবভঙ্গীদর্শনে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিত না। মহামহোপাধ্যায় অশেষ-শাস্ত্রাধ্যাপক পণ্ডিতগণ বিদ্যায় নিমাইএর নিকট পরাস্ত হইয়াও কখনও তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইতেন না। নিমাই সকলের প্রাণের প্রাণ, নয়নের মণি ছিলেন।

পূর্ণযৌবনাবস্থায় নিমাই পণ্ডিত সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিলেন। এই সময় হইতেই তিনি শ্রীচৈতন্য নামে অভিহিত হন। তিনি কৃষ্ণগত প্রাণা শ্রীমতী রাধার ন্যায় ভগবৎপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া

উঠিলেন। তিনি জনে জনে এই প্রেমামৃত বিলাইবার জন্য অতিশয় উৎসুক হইলেন। এই কার্য্যে তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য ভগবান নিত্যানন্দ, পরমভক্ত অদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতি মহাপুরুষগণ তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। প্রভু নিত্যানন্দ চৈতন্যদেবের দক্ষিণহস্তস্বরূপ হইয়া এই কার্য্যে তাঁহার যথেষ্ট সহায়তা করিতে লাগিলেন। এমন কি সাধারণজনগণ নিত্যানন্দ প্রভুর উপর এত দূর ভক্তিমান্ হইয়া উঠিল যে তিনি যখনই যাহাকে পাপক্ষয়কারী পবিত্র হরিনাম গ্রহণ করিতে বলিতেন, সে যত বড়ই পাষণ্ড হউক না কেন, নিতাইএর অনুরোধে ঐ নাম গ্রহণ করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিত না।

লীলার প্রধান সহায় সহোদরপ্রতিম নিত্যানন্দকে প্রাপ্ত হইয়াও চৈতন্যদেব স্থির থাকিতে পারিলেন না, তাঁহার মনে হইল দ্বাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলার প্রধান সহায় শ্রীদামকে প্রাপ্ত না হইলে তাঁহার এই কৃষ্ণপ্রেম বিলাইবার কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে না। মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া শ্রীচৈতন্যদেব নিত্যানন্দকে ডাকিয়া বলিলেন, "ভাই! যদিও তুমি অকাতরে প্রফুল্লঅন্তরে জনে জনে কৃষ্ণপ্রেম অপণ করিতেছ, তথাপি আমি ইচ্ছা করি, তুমি একবার বৃন্দাবনে গমন করিয়া গোবর্দ্ধন-পর্ব্বত-গুহাশায়ী কৃষ্ণপ্রেমবিহ্বল শ্রীদামকে নবদ্বীপে লইয়া আইস। আমার ধারণা, তাঁহার সাহায্য ভিন্ন আমরা কিছুতেই এই কার্য্য সুচারু-রূপে সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইব না।

প্রভু নিত্যানন্দ চৈতন্যদেবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণগত-প্রাণ

শ্রীদামকে বৃন্দাবন হইতে নবদ্বীপে আনয়ন করিবার জন্য মহোল্লাসে যাত্রা করিলেন।

অধুনা অনেকে সন্দেহ করিতে পারেন শ্রীদাম কি সত্য সত্যই দ্বাপর যুগ হইতে চৈতন্যদেবের সময় পর্য্যন্ত এই চার পাঁচ হাজার বৎসর জীবিত ছিলেন? দ্বাপরের এই শ্রীদামই কি কলিযুগে অভিরাম নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন? এই সংশয় দূরীকরণের জন্য তাঁহারা নিজে নিজে বিবেচনা করিয়া দেখুন—তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবেন এই সংসারে ঐশীশক্তিসম্পন্ন, ঈশ্বরতুল্য মহাপুরুষগণের অসাধ্য কার্য্য কিছুই থাকিতে পারে না। যুগে যুগে এই ধরাধামে যে সকল অবতার অবতীর্ণ হইয়া সত্যের দিব্যালোকে জগৎ উদ্ভাসিত করিয়া গিয়াছেন, প্রায় তাঁহাদের সকলের সম্বন্ধেই কোন না কোন অসম্ভব, অলৌকিক কার্য্যের কথা শ্রুতিগোচর হয়। সুতরাং সাধারণবুদ্ধির অতীত মহাপুরুষগণের এই সকল অলৌকিক কার্য্য সত্য কি মিথ্যা তৎসম্বন্ধে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তাঁহারা মানবসমাজের যে মহোপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিলে মস্তক তাঁহাদের পবিত্র চরণতলে স্বতঃই লুণ্ঠিত হইয়া পড়ে। অতএব ভক্তকবিগণ অভিরামসম্বন্ধে যাহা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা স্বীকার করিলে বোধ হয় এই মহাপুরুষের চরিতাখ্যানের কিছু মাত্র ব্যত্যয় হইবে না, বরং ভক্তগণের হৃদয় ভক্তিভরে অধিকতর আনম্র হইয়া পড়িবে।



বৃন্দাবনে শ্রীদামের সহিত নিত্যানন্দের মিলন।

নিত্যানন্দ বৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যমুনাপুলিনে বসিয়া বিশ্রাম করিতে করিতে দ্বাপরের ব্রজলীলা তাঁহার স্মরণপথে আরূঢ় হইল। তিনি বলরামরূপে বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীদামাদি গোপালগণের সহিত যে সকল লীলা করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিল। অনন্তর তিনি ত্বরান্বিত হইয়া শ্রীদামের উদ্দেশে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতাভিমুখে সানন্দে যাত্রা করিলেন।

পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী হইয়া নিত্যানন্দ মহাভাবসাগরে নিমগ্ন হইলেন। তাঁহার মনে হইল যেন তিনি দ্বাপর যুগেই বলরামরূপে বৃন্দাবনে অবস্থিতি করিতেছেন। যেন শ্রীকৃষ্ণ দেবরাজ ইন্দ্রের কোপানল হইতে ব্রজপুরী রক্ষা করিবার জন্য অবলীলাক্রমে গোবর্দ্ধন ধারণ

করিয়াছেন। অবিশ্রান্তবৃষ্টি ব্রজের কোন অনিষ্ট সাধনই করিতে পারিতেছে না।

নিত্যানন্দ তদ্গতচিত্তে পর্ব্বতের চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিতে করিতে শ্রীদামের নাম ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। তাঁহার ঐকান্তিকতাপূর্ণ সানুরাগ আহ্বানে পর্ব্বতগুহাশায়ী শ্রীদামের যোগনিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি বাহিরে আসিয়া দেখিতে পাইলেন এক দিব্যজ্যোতি-মণ্ডিত স্বল্পকায় সুন্দর পুরুষ গুহাদ্বারে দণ্ডায়মান।

নিত্যানন্দকে দর্শনমাত্র শ্রীদামের প্রাণ পরমাত্মীয়বোধে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। তাঁহার হৃদয় মহানন্দরসে আপ্লুত হইল। তিনি অতিপ্রেমভরে নিত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে? তোমাকে দর্শন করিয়া অবধি আমার প্রাণে যেরূপ আনন্দরসের সঞ্চার হইতেছে সেরূপ আনন্দ বহুকাল বিচ্ছেদের পর প্রিয়তম বন্ধুর সহিত পুনর্ম্মিলনেই কেবল উৎপন্ন হয়। বল, শীঘ্র বল তুমি কে? আমি আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিতেছিনা।"

শ্রীদামের এইরূপ প্রিয় সম্ভাষণ শ্রবণ করিয়া নিত্যানন্দ উত্তর করিলেন, "প্রিয় সখা শ্রীদাম! তুমি আমায় চিনিতে পারিতেছ না? আমি তোমার প্রাণের বলাই।" এই কথা শ্রবণ মাত্র শ্রীদাম বিস্ময়-বিস্ফারিতনেত্রে নিত্যানন্দের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। অনন্তর তাঁহাকে আর কোন প্রশ্ন না করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"যদি তুমি বলাই—আমি দৌড়িতে আরম্ভ করিলাম—আমায় ধর দেখি"। এই কথা

বলিয়াই শ্রীদাম প্রাণপণে ছুটিলেন। নিত্যানন্দ তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিলেন। শ্রীদাম ছুটিতে ছুটিতে চারিবার গোবর্দ্ধন পর্ব্বত প্রদক্ষিণ করিয়া যেমন পশ্চাদ্দিকে চাহিলেন অমনি দেখিতে পাইলেন সেই আনন্দমূর্ত্তি আগুন্তক তাঁহার পশ্চাদ্দেশেই অবস্থান করিতেছেন।

অনন্তর শ্রীদাম নিত্যানন্দকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "ভাই! তুমি আমার প্রাণাধিক বলাইই বট। অন্যকেহ হইলে কিছুতেই আমার সহিত চারিবার গোবর্দ্ধন পর্ব্বত পরিবেষ্টন করিতে পারিত না। তোমার আর সে বেশ নাই, সে রূপও নাই। সেই জন্য প্রথমে আমি তোমায় চিনিতে পারি নাই। ভাই! তোমার অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে, এক্ষণে কিছুক্ষণ বিশ্রাম কর।"

অনন্তর নানাপ্রকার কথাবার্ত্তার পর শ্রীদাম নিত্যানন্দকে বৃন্দাবনে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

নিত্যানন্দ বলিতে লাগিলেন—"কলিকালের জীব ঈশ্বরভক্তিশূন্য হইয়া ভগবৎসম্বন্ধীয় নানাপ্রকার শুষ্ক তর্কবিতর্ক করিয়া সাধনভজন-হীন হইয়া পড়িতেছে। দেশমধ্যে ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, অল্পবুদ্ধিজনগণ আর্য্যধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতেছে—সনাতন আর্য্যধর্ম্মের এই গ্লানি দূর করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ বঙ্গদেশের অন্তর্গত ভাগীরথীতীরবর্ত্তী নবদ্বীপ নগরে ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া নিমাই নামে পরিচিত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্য—স্বীয় জীবনে প্রেমসাধনা করিয়া প্রেমের বন্যায় দেশ ভাসাইয়া দিবেন। সমস্ত

নরনারীর হৃদয় প্রেমে পূর্ণ করিয়া ঈশ্বর-লাভের সহজ পন্থা দেখাইয়া দিবেন। কৃষ্ণের ব্রজলীলার সহায় আমরা সকলেই তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছি। কেবল তোমার অভাবেই এই কার্য্য সম্পূর্ণ হইতেছেনা। সেই জন্য নিমাই অত্যন্ত কাতর হইয়া বৃন্দাবন হইতে তোমাকে নবদ্বীপে লইয়া যাইবার জন্য আমাকে পাঠাইয়াছেন। অতএব তুমি শীঘ্র আমার সহিত নবদ্বীপে চল।"

নিত্যানন্দের বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীদাম বলিলেন, "ভাই! আমি এই ঘোর কলিকালে আর নবদ্বীপ যাইতে ইচ্ছুক নহি। আমি যোগাবলম্বন করিয়া এই পর্ব্বতগুহামধ্যেই অবস্থান করিব। নিত্য-নিরঞ্জনভগবৎশক্তিতে নিজশক্তি মিলিত করিয়া ব্রহ্মানন্দসাগরে নিমগ্ন থাকিব। দেহান্তে মুক্তিলাভ করিয়া গর্ভযন্ত্রনার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিব। দ্বাপরের এই দেহ ত্যাগ করিয়া পুনরায় গর্ভবাস-ক্লেশ সহ্য করিতে আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নাই। তোমরা সকলেই রূপ ও বেশ পরিবর্ত্তন করিয়াছ। তোমাদের সহিত মিলিত হইতে হইলে আমাকেও পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়া রূপ পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। অতএব তুমি ফিরিয়া যাও। কৃষ্ণকে বলিও আমি আর তাঁহার লীলার সহায় হইতে পারিব না।

নিত্যানন্দ শ্রীদামের বাক্যের উত্তরে বলিলেন, 'ভাই শ্রীদাম! তুমি এই দেহ লইয়াই আমার সহিত নবদ্বীপ চল। কৃষ্ণাবতার শ্রীচৈতন্য যদি তোমায় এই দেহ ত্যাগ করিতে না বলেন, তাহা হইলে তুমি এই-

রূপ ও এই বেশ ধারণ করিয়াই তাহার লীলাকার্য্যের সহায় হইবে। অতএব আর কাল বিলম্ব না করিয়া তুমি আমার সহিত গমন করিতে প্রস্তুত হও।"

অনন্তর শ্রীদাম দ্বাপরের রূপ ধারণ করিয়াই শ্রীচৈতন্যের সহিত মিলিত হইবার জন্য নিত্যানন্দের সহিত নবদ্বীপাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কলি-যুগের নানা পরিবর্ত্তন দর্শনে শ্রীদাম অত্যন্ত কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া নিত্যা-নন্দকে নানা প্রশ্ন করিতে করিতে গঙ্গাতীর ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন।





শ্রীদামের নবদ্বীপ আগমন এবং শ্রীচৈতন্যের সহিত মিলন।

অবশেষে শ্রীদাম নবদ্বীপে উপনীত হইলে শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ভাই শ্রীদাম! তুমি এত কাল কি সুখে আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া একাকী গোবর্দ্ধনপর্ব্বতগুহায় অবস্থান করিতেছিলে? তুমি কি জান না যে আমি সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া ধর্ম্মরক্ষা করিবার জন্য যুগে যুগে এই পুণ্যভারতক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই! তুমি আমার লীলাকার্য্যের প্রধান সহায়। সেই জন্য তোমায় আনিতে নিত্যানন্দকে পাঠাইয়াছিলাম। এক্ষণে আমার সহিত মিলিত হইয়া আমার লীলা পূর্ণ কর।

কৃষ্ণাবতার শ্রীচৈতন্যকে বহুকাল পরে দর্শন করিয়া শ্রীদাম আনন্দে

আত্মহারা হইলেন। তাঁহার দুই চক্ষু বহিয়া প্রেমাশ্রু নিপতিত হইতে লাগিল। তিনি মহাপ্রভুকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া প্রেমগদগদকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "কৃষ্ণ! তুমি কি হেতু পরমরমণীয় বৃন্দাবনধাম পরিত্যাগ করিয়া এই বঙ্গদেশে অবতীর্ণ হইলে? আর ব্রজলীলার সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন প্রেমরূপিণী শ্রীরাধাই বা কোথায়? কেনই বা তুমি দ্বাপরের সেই মনোমোহন বেশ ত্যাগ করিয়া মস্তক-মুণ্ডন করতঃ সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়াছ? তোমার এইরূপ মূর্ত্তি দেখিয়া আমার হৃদয় মহাদুঃখে শতধা বিদীর্ণ হইতেছে। আমার প্রাণ কিছুতেই শান্তি-লাভ করিতে পারিতেছে না।

শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীদামের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন "এই নবদ্বীপ বঙ্গদেশের, কেবল বঙ্গদেশেরই কেন, সমস্ত ভারত ভূমির বিদ্যার কেন্দ্র স্থল হইয়া পড়িয়াছে। ষড়দর্শন-বেত্তা মহাবুদ্ধিমান্ পণ্ডিতগণ শুষ্কতর্কযুক্তির সাহায্যে ঈশ্বরনিরূপণ করিতে প্রয়াসী হইয়া প্রেমময় ভগবানে প্রেমভক্তিশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। অল্পবুদ্ধি সামান্য ব্যক্তিগণ ব্রাহ্মণগণের দ্বারা উপেক্ষিত হইয়া স্বধর্ম্মত্যাগ করতঃ পরধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে। ধর্ম্মের মহাগ্লানি উপস্থিত হইয়াছে।

ষড়দর্শনবেত্তা মহাবুদ্ধিশালী ব্রাহ্মণগণকে তর্কে পরাস্ত করিয়া ভগবৎপ্রেমসাগরে বঙ্গদেশ নিমজ্জিত করিবার আশায় আমি ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া সর্ব্বশাস্ত্রে সম্যক্ পারদর্শী হইয়াছি।

কলির অবিশ্বাসী ভক্তিহীন-জীব অমৃতময় প্রেমতত্ত্ব অবগত নহে। কামই তাহাদের নিকট প্রেম বলিয়া পরিচিত। সেইজন্য আমি, পরমা-প্রকৃতি শ্রীমতীকে লইয়া এবার অবতীর্ণ হই নাই। আমিই প্রকৃতি পুরুষের মিলন। আমিই প্রেমময়ী রাধারূপে কৃষ্ণপ্রেম সাধনা করিয়া অপূর্ব্ব ব্রজলীলা ভক্তিহীন নরনারীকে বুঝাইয়া দিব। মধুরভাবে ভগবানের সাধনা করিয়া কামাসক্ত মানবের হৃদয়ে প্রেমের পবিত্রমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া দিব। প্রেমবলে বলীয়ান্ হইয়া তাহারা সকল কামনা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইবে। জগতের সর্ব্বস্থানে সর্ব্বজীবে তাহারা ভগবানের মধুরমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া ধন্য হইবে। তাহারা সকল পাপতাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া অপার আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইবে। অতএব মূঢ়জনগণের ভক্তি আকর্ষণ করিবার জন্যই আমি দ্বাপরের মোহনবেশ ত্যাগ করিয়া কামিনীকাঞ্চনত্যাগী সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়াছি।

কৃষ্ণলীলা মানবকে সুস্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্যই আমার এই চৈতন্যলীলা। সেইজন্য আমি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে এই ভারতে পরিচিত হইব, এবং তুমিও অভিরাম নামে বিখ্যাত হইবে।

অনন্তর চৈতন্যদেব নিত্যানন্দকে বলিলেন, "অদ্য হইতে তোমরা সকলে শ্রীদামকে অভিরাম নামে অভিহিত করিবে। শ্রীদাম শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ প্রিয় ছিল, অভিরামও চৈতন্যের তদ্রূপ প্রিয় বলিয়া জানিবে।"

নিত্যানন্দ চৈতন্যদেবের কথা শুনিয়া বলিলেন,—"শ্রীদাম, অভিরাম

নামে অভিহিত হইলেও ইহার সুদীর্ঘ আকার কলিকালে শোভন হইবে না।"

যে ঐশীশক্তিবলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অতি বাল্যকালে বকপূতনাদি বধ করিয়াছিলেন, কালীয়দমন করিয়া যমুনাবারি বিষশূন্য করিয়াছিলেন, গিরিগোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া ব্রজপুরী রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই ঐশী-শক্তিবলে কৃষ্ণাবতার শ্রীচৈতন্য অভিরামের দ্বাপরযুগোচিত সুদীর্ঘ-তনু হ্রস্ব করিবার জন্য উৎসুক হইলেন।

নিত্যানন্দ ও শ্রীচৈতন্য অভিরামের দুই স্কন্ধ ধরিয়া ঝুলিতে লাগিলেন। ভগবৎশক্তিপ্রভাবে অভিরামের দীর্ঘকলেবর খর্ব্বতা প্রাপ্ত হইল। তাঁহার অঙ্গ প্রেমে পুলকিত হইয়া উঠিল। মহানন্দে বিহ্বল হইয়া অভিরাম নৃত্য করিতে লাগিলেন।

অনন্তর শ্রীচৈতন্য প্রেমোন্মত্ত অভিরামকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "সখে! বৃন্দাবনলীলাসহচর গোপালগণ সকলেই নবদ্বীপে আসিয়া আমার সহিত মিলিত হইয়াছে। কিন্তু প্রেমময়ী ব্রজাঙ্গনাগণ কোথায়?"

শ্রীচৈতন্যদেবের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া অভিরাম বলিলেন, "হে প্রেমময়! তুমি সবই জান। তোমার নিকট কিছুই অবিদিত নাই। বুঝিয়াছি তুমি আমায় পরীক্ষা করিবার জন্যই এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছ। যাহা হউক, বৃন্দাবনলীলাসহচরী গোপীগণের বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর—কৃষ্ণপ্রেমবিমুগ্ধা ব্রজাঙ্গনাগণ সকলেই নারীদেহ ত্যাগ করিয়া কলিযুগের তোমার এই লীলা পূর্ণ করিবার জন্য পুরুষরূপে

অবতীর্ণ হইয়াছে। কেবল আমি ও বৃন্দাবতী পুরুষ প্রকৃতিরূপে বিভিন্ন থাকিয়া তোমার লীলার সহায়তা করিব।"

অভিরামের বাক্য শ্রবণ করিয়া চৈতন্যদেব বলিলেন—"সখে! তুমি অদ্ভূতশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ। শ্রীকৃষ্ণ ও তুমি অভিন্ন। তুমি যদি বৃন্দাবতীকে লইয়া জগৎকে প্রেমশিক্ষাদান কর তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই। তুমি যোগবলে অদ্যাপি দ্বাপরযুগের দেহরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছ। তুমি কৃষ্ণপ্রেমে এতদূর আসক্ত যে দেহ-পরিবর্ত্তন করিলে পাছে সেই প্রেমের ব্যাঘাত ঘটে, সেই জন্য পর্ব্বত-গুহাশায়ী হইয়া স্বীয় আত্মা পরমাত্মায় লীন করতঃ প্রেমময়ের অপার প্রেমসাগরে নিমজ্জিত ছিলে। প্রেমাবতার তুমি, বৃন্দাবতীকে লইয়াই বঙ্গের কামনাসক্ত নরনারীকে কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত কর। তাহাদের সকল কামনা কৃষ্ণপ্রেমে পর্য্যবসিত হউক। সংসারের সকল যন্ত্রণা ভুলিয়া তাহারা ভূমানন্দ লাভ করুক।"

"কিন্তু সখে! তোমাকে দর্শন করিয়া অবধি আমার হৃদয় মাধুর্য্য-ভাবে পূর্ণ হইয়াছে। আমি কৃষ্ণলীলা-নিকেতন বৃন্দাবনধাম দর্শন করিতে লালায়িত হইয়া পড়িয়াছি।

শ্রীমতী রাধা ব্রজাঙ্গনাগণের সহিত কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হইয়া শ্যামের প্রেমসাগরনীরে ঝাঁপ দিতে ব্যাকুলা হইয়া উঠিত। শ্রীকৃষ্ণের বংশী রাধা রাধা বলিয়া বাজিয়া উঠিত। শ্যামসোহাগিনী শ্যাম ছাড়া কিছু নাই, শ্যাম ভিন্ন কেহ নাই ভাবিয়া, শ্যামল তমাল জড়াইয়া ধরিত,

যমুনার কাল জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িত—প্রেমের এই সুমধুর দৃশ্য মানস-চক্ষে প্রতিভাত হইয়া যে পুণ্য স্থানে এই অপূর্ব্ব প্রেমলীলা সংঘটিত হইয়াছিল—সেই নন্দসূত-নির্ম্মল-কেলি-পূত, শ্যাম-রূপপাগলিনী-প্রণয়িণী-গোপিনীগণ—প্রেমোচ্ছ্বাস-প্লাবিত, পুষ্পিতকুঞ্জসমন্বিত, যমুনা-তীরবর্ত্তী বৃন্দাবন দর্শন করিবার জন্য আমি অধীর হইয়া পড়িয়াছি।"

শ্রীচৈতন্যদেবের এইরূপ ভাব দর্শন করিয়া অভিরাম বলিলেন—"সখে! একান্তই যদি বৃন্দাবনদর্শন-বাসনা বলবতী হইয়া থাকে, তবে নিত্যানন্দের উপর সমস্ত কার্য্যভার অর্পণ করিয়া সেই প্রেম-নিকেতনে গমন করিবার জন্য প্রস্তুত হও।"





বৃন্দাবনে শ্রীচৈতন্যের সহিত অভিরামের কথোপকথন।

চৈতন্যদেব কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হইয়া অভিরামের সহিত বৃন্দাবনে গমন করিলেন। অনন্তর তিনি মহানন্দে শ্রীকৃষ্ণ ও কৃষ্ণগতপ্রাণা রাধার প্রেমলীলাস্থলসমূহ একে একে সন্দর্শন করিলেন। বৃন্দাবন দর্শন করিয়া তাঁহার হৃদয়ে প্রেমের তুফান বহিতে লাগিল। তিনি অভিরামকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "সখে! তুমি আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর। তোমার মুখে ব্রজলীলা শ্রবণ করিতে আমার যে কি আনন্দ হয় তাহা আমি বর্ণনা করিতে অসমর্থ। তোমার গুণে আমি তোমার চিরবশীভূত। তোমার গুণের ইয়ত্তা নাই।"

চৈতন্যদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া অভিরাম বিনীতভাবে বলিতে লাগিলেন,—"হে প্রিয়! হে প্রভো! আমার কোন গুণই নাই।

কেবল রাধাভাব আমার হৃদয়ে বর্ত্তমান। প্রাণবল্লভ কৃষ্ণকে দেখিয়া যেমন মহানন্দঘোরে শ্রীমতীর ইন্দু-বিনিন্দিত-মুখমণ্ডল এক দিব্যরাগে রঞ্জিত হইত, শ্যামের পিপাসিত নেত্রমধ্যে শ্রীমতী যেমন কৃষ্ণরূপবিমুগ্ধ—নয়ন দ্বারা সমস্ত প্রাণমন ঢালিয়া দিয়া শ্যামসমাধিতে মগ্ন হইত, আমিও তদ্রূপ তোমার মনোহর রূপমাধুরী দর্শন করিয়া পাগল হইয়া যাই, আমার আর দিগ্বিদিক্ জ্ঞান থাকে না—স্বীয় সুখভোগলালসা একেবারে চলিয়া যায়—আত্মহারা হইয়া তব সুখসাধন করিবার জন্যই প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে।”

“কৃষ্ণসহ গোচারণে গমন করিয়া যখনই কোন সুমিষ্ট ফল পাইতাম, তখনই আনন্দভরে সখার মুখে তুলিয়া দিতাম, সখা যদি আমার, সেই ফল আস্বাদন করিয়া তৃপ্ত হইত, তখন আমার হৃদয়মধ্যে যে আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইত তাহা আমি বর্ণনা করিতে অক্ষম। অভিন্নপ্রাণ কানাইকে সুখী করিতে পারিলেই আপনাকে ধন্য মনে করিতাম। কানাইএর সুখেই আমার সুখ, কানাইএর দুঃখেই আমার দুঃখ ছিল। আমার নিজের পৃথক্ সুখ দুঃখ কিছুই ছিল না। আমার প্রাণ, মন, আত্মা কানাইএর প্রাণ, মন, আত্মায় সম্পূর্ণরূপে মিলিত হইয়া এক হইয়া গিয়াছিল। কৃষ্ণপ্রেম-সাগরে নিমজ্জিত হইয়া স্বীয় সত্ত্বা হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম।

এক্ষণে সখে! তোমার প্রতি আমার সেই মধুরভাবের সঞ্চার হইয়াছে। তুমি একাধারে রাধাকৃষ্ণ। তুমি নিজের প্রেমে নিজেই বিভোর।

অগ্নি ও অগ্নির দাহিকা-শক্তির মধ্যে যেমন কোন ভেদ নাই, তদ্রূপ কৃষ্ণ ও রাধার মধ্যেও কোন ভেদ নাই। রাধার প্রেমভাব সুমহান্। রাধা-কৃষ্ণের মিলন,—দৈহিক মিলন নহে—কামনাপরবশ নরনারীর কামমিলন নহে। আত্মায় আত্মায় মিলন, প্রকৃতি পুরুষের মিলন, শিব-শক্তিসংযোগ—এই প্রেমযোগ স্বীয় জীবনে সাধন করিয়া কামাসক্ত-নর-নারীকে প্রেম ও কামের পার্থক্য বুঝাইবার জন্যই, সখে! আবার তোমার আবির্ভাব।





চৈতন্যদেবের নবদ্বীপে পুনরাগমন।

এইরূপে শ্রীচৈতন্য ও অভিরাম সুখমোক্ষহেতু রাধাকৃষ্ণলীলা-প্রসঙ্গে সময়াতিপাত করিয়া পরমানন্দে বৃন্দাবনে বাস করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া চৈতন্যদেব সব ভুলিয়া গেলেন। জগৎসংসার কৃষ্ণময় হইয়া উঠিল। কলিযুগের কামাসক্ত জীবকে ভগবৎপ্রেম শিক্ষা দিবার জন্যই যে তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন—একথা তিনি বিস্মৃত হইলেন।

অভিরাম চৈতন্যদেবের এই মহানুভাব দর্শন করিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—কলিযুগ! তুমি ধন্য! নবদ্বীপ! তুমিও ধন্য! প্রেমের মহাবন্যায় দেশ প্লাবিত করিবার জন্যই রাধাকৃষ্ণ আজ চৈতন্য-মূর্ত্তিতে আবির্ভূত! কিন্তু প্রভু, দ্বাপরের লীলাভূমিতে আগমন করিয়া দ্বাপরের ভাবেই পূর্ণ হইয়া রহিয়াছেন।”

একদিন চৈতন্যদেব চন্দন-গন্ধামোদিতযমুনাপুলিনে পড়িয়া প্রেমোন্মাদিনী রাধার ন্যায় "হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ" বলিয়া চীৎকার করিতেছেন, তাঁহার ইন্দীবরতুল্য নয়নদ্বয় হইতে দর দর প্রেমধারা প্রবাহিত হইতেছে— কখনও হাসিতেছেন, কখনও কাঁদিতেছেন, কখনও বা কত মিনতি করিতেছেন। কখনও সুকোমল গৌরাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত হইতেছে কখনও বা মহাপুলকে কণ্টকিত হইয়া ঘন ঘন শিহরিয়া উঠিতেছে। এমন সময় অভিরাম গৌরাঙ্গের দেহে হস্তার্পণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "সখে! তুমি কি এবার দেহ ধারণের উদ্দেশ্য ভুলিয়া যাইলে? নবদ্বীপে তোমার ভক্তগণ তোমার জন্য অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছে। অতএব এ ভাব সম্বরণ করিয়া শীঘ্র নবদ্বীপে গমন করিবার উদ্যোগ কর।"

অভিরামের বাক্যে মহাপ্রভুর চৈতন্যোদয় হইল। জনে জনে প্রেমসুধা বিলাইয়া তিনি পাপীতাপীকে উদ্ধার করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। অনন্তর অভিরামকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "চল ভাই! তবে এক্ষণে নবদ্বীপে গমন করি। তুমি আমি অভিন্ন। তোমাকে ছাড়িয়া আমি কিছুতেই একাকী নবদ্বীপে যাইতে পারিব না।"

চৈতন্যদেব অভিরামকে নবদ্বীপে লইয়া যাইবার জন্য অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিলে, অভিরাম বলিলেন,—"সখে! তোমার অনুরোধ আমি কিছুতেই অগ্রাহ্য করিতে পারি না। তোমার সন্তোষবিধানই আমার জীবনের উদ্দেশ্য। দ্বাপরযুগে তুমি যখন আমাকে কিছু না

বলিয়া বৃন্দাবন ত্যাগ করিলে, তখন হইতেই আমি তোমার ধ্যানে মগ্ন ছিলাম। দেহপরিবর্ত্তন করিলে পাছে কৃষ্ণপ্রেম হৃদয় হইতে দূরীভূত হয়, সেই ভয়ে আমি যোগবলে দ্বাপরযুগের দেহই রক্ষা করিয়া আসিতেছি। হে গৌরাঙ্গ! তুমি রাধাকৃষ্ণের সম্মিলনে উৎপন্ন হইয়াছ। প্রকৃতি পুরুষ একত্রে মিলিত হইয়াছে। তুমি পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়াছ। কিন্তু ভাই! আমি ত পুনর্জন্মগ্রহণ করিয়া আমার বৃন্দাবতীর সহিত মিলিত হইতে পারি নাই। যতদিন না আমি বৃন্দাবতীর কোন সন্ধান পাই, ততদিন আমি এই বৃন্দাবনেই অবস্থান করিব।"

অভিরামের বাক্য শ্রবণ করিয়া চৈতন্যদেব বলিলেন,—"কলিকালের ভক্তিহীন মানবকে ভগবৎপ্রেম শিক্ষা দিবার জন্য রাধাকৃষ্ণ যখন এক দেহ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন, তখন প্রেমময়ী রাধার প্রধানা সহচরী, প্রেমলীলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সহায় বৃন্দাবতীও পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তুমি আমার সহিত চল, বঙ্গদেশেই তাহার সহিত মিলিত হইবে।"

অভিরাম। সখে! আমি ধ্যানযোগে দেখি—আমার বৃন্দাবতী এখন কোথায়, কি ভাবে অবস্থান করিতেছে। তুমি এক্ষণে নবদ্বীপ গমন কর। আমি শীঘ্রই বঙ্গদেশে যাইয়া তোমার সহিত মিলিত হইব।

চৈতন্য। আমি কিছুতেই একাকী নবদ্বীপ যাইব না। তোমাকে সঙ্গে লইয়া যাইব।

অভিরাম। গৌরাঙ্গ! তোমার এখানে আর বিলম্ব করা উচিত নহে। বিলম্বে তোমার লীলার ব্যাঘাত ঘটিবে। তোমাকে একাকীও যাইতে হইবে না। পরমকৃষ্ণভক্ত রামদাস তোমার সঙ্গে যাইবে। এই রামদাস আমার শক্তিতে শক্তিমান্। ইহাকে আমারই তুল্য বিবেচনা করিবে। অভিরামের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া চৈতন্যদেব রামদাস মহান্তের সহিত বৃন্দাবন ত্যাগ করিলেন এবং কিছুকাল পরে নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।





বৃন্দাবতী তীর্থ।

চৈতন্যদেব নবদ্বীপ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। অভিরামও যোগারূঢ় হইলেন। যোগবলে তিনি জানিতে পারিলেন যে বৃন্দাবতী পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়া বঙ্গদেশের অন্তগত কাজীপুর গ্রামে বাস করিতেছে। এই কাজীপুর এক্ষণে হুগলীর আরামবাগ মহকুমার অন্তর্গত খানাকুল নামে পরিচিত। কোন কোন বৈষ্ণব কবি লিখিয়াছেন যে অভিরাম বৃন্দাবতীকে স্মরণ করিয়া স্বীয় ঐশীশক্তি দ্বারা এক সুন্দরী নারী সৃষ্টি করেন। অনন্তর সেই রমণীকে একটী কাষ্ঠনির্ম্মিত সিন্দুকের মধ্যে স্থাপন করিয়া যমুনার জলে ভাসাইয়া দেন। সিন্দুক ভাসিতে ভাসিতে হুগলীর নিকটবর্ত্তী ত্রিবেণীতে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই স্থানে গঙ্গা ত্রিধারায় বিভক্ত হইয়া সমুদ্রাভিমুখে প্রবাহিত হইয়াছে।

সিন্দুক স্বরস্বতীর স্রোতে ভাসিয়া যাইতে যাইতে কাজীপুর গ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী নদীতীরস্থ এক পুষ্পোদ্যানে সংলগ্ন হয়। সিন্দুকটি উদ্যানভূমি স্পর্শ করিবামাত্র শুষ্কতরুচয় যেন কোন ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে নবপত্র-

পুষ্পে সুশোভিত হইয়া উঠে। বিচিত্রবর্ণবিশিষ্ট রাশি রাশি কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া নিকটবর্ত্তী তটভূমি মনোহর সৌগন্ধে আমোদিত করে।

অকস্মাৎ মালঞ্চের এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তন দর্শন করিয়া সকলেই অতিশয় চমৎকৃত হইল। মালিগণ এই অদ্ভূত সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া অতি দ্রুতপদে উদ্যানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা যখন দেখিল শুষ্ক বৃক্ষগুলি পর্য্যন্ত নবকুসুমকিশলয়ে সুসজ্জিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছে তখন আর তাহাদের আনন্দের সীমা রহিল না। তাহারা মনে করিল কোন শক্তিসম্পন্ন সাধুর পদরেণুস্পর্শেই তাহাদের পুষ্পোদ্যান রাশি রাশি পুষ্পে সুশোভিত হইয়া উঠিয়াছে।

মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া মালিগণ উদ্যানের চতুর্দ্দিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিতে লাগিল কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইল না। অনন্তর একজন নদীতটনিকটে গমন করিয়া দেখিতে পাইল একটি কাষ্ঠনির্ম্মিত সিন্দুক কতকগুলি লতাগুচ্ছে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া তাহার প্রাণে মহা বিস্ময়ের উদয় হইল। তাহার সমস্ত অঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল। তাহার মস্তক ঘূর্ণিত হইল। সে বিস্ময়, আনন্দ ও ভক্তির উচ্ছ্বাসে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ভূপতিত হইল। অন্যান্য মালিগণ দূর হইতে তাহাকে ভূলুণ্ঠিত দেখিয়া দ্রুতবেগে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং মুখে চোখে জলসিঞ্চন করিয়া তাহার চৈতন্যোৎপাদন করিল। সংজ্ঞা লাভ করতঃ সেই ব্যক্তি অপরাপর সকলকে সিন্দুকটী দেখাইয়া বলিল—"ঐ সিন্দুকের গুণেই আমাদের

মালঞ্চ এইরূপ পুষ্পপূর্ণ হইয়াছে। এস, আমরা এই সিন্দুকটী লইয়া গৃহে গমন করি।"

তাহার কথায় সকলেই সম্মত হইল এবং সিন্দুক লইয়া আনন্দিত মনে গৃহে গমন করিল।

মালিগণ গৃহে আগমন করিয়া সিন্দুক খুলিলে তাহার মধ্যে এক সুন্দরী যুবতী রমণী দেখিতে পাইল। তদনন্তর তাহারা তাঁহাকে দেবীজ্ঞান করিয়া মহা আনন্দ ও যত্ন সহকারে সিন্দুক হইতে বাহির করিল। রূপবতী রমণী মালীর গৃহদ্বারে বিস্তীর্ণ এক আসনের উপর উপবেশন করিলেন। তাঁহার রূপবিভায় গৃহতল আলোকিত হইল।

মালী সপরিবারে তাঁহার চরণে প্রণত হইল। মালাকার-নারীগণ ভক্তিভরে তাঁহার পাদপদ্ম ধৌত করিয়া দিল। মালাকারপরিবারস্থ আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই তাঁহার চরণামৃত পান করিয়া মস্তকে ধারণ করিল।

অনন্তর গৃহস্বামী গললগ্নীকৃতবাসে কৃতাঞ্জলিপুটে সেই সুন্দরী কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিল "মাগো! আজ এই নরাধমকে ধন্য করিবার জন্যই বুঝি সুরপুরী পরিত্যাগ করিয়া ধরাধামে অবতীর্ণা হইয়াছ! জননি! দয়া করিয়া যদি এই পাপিষ্ঠের গৃহে পদার্পণ করিয়াছ তবে স্বীয় পরিচয় প্রদান করিয়া অকৃতি সন্তানকে চরিতার্থ কর।"

মালীর এইরূপ বিনয়গর্ভ, ভক্তিপূর্ণ বচনপরম্পরা শ্রবণ করিয়া বৃন্দাবতী সুমধুর হাস্য করিয়া বলিলেন, "তুমি অতি পবিত্রহৃদয় মানব।

তোমার কন্যারূপে আমি, তোমার গৃহে অবস্থান করিব। অতঃপর তোমরা আমায় মালিনী নামে অভিহিত করিবে। আমি বহুদিন কিছুই ভোজন করি নাই। পিতঃ! শীঘ্র আমাকে কিছু খাদ্য দিয়া পরিতৃপ্ত কর। আহার করিয়া আমি তোমাদিগকে আত্মপরিচয় প্রদান করিব।”

মালাকার মালিনীর বাক্যে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার ভোজনের জন্য নানাবিধ মিষ্টান্নের আয়োজন করিল। মালিনী খাদ্যদ্রব্য শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করিয়া দিলেন এবং ‘জয় অভিরাম’ বলিয়া আহারে বসিলেন। আহারান্তে আচমন করিয়া মালীকে বলিলেন,—“পিতঃ! আমি কৃষ্ণসখা শ্রীদামের শক্তি। শ্রীদাম কলিযুগের নরনারীকে কৃষ্ণপ্রেম দান করিবার জন্য অভিরাম নাম ধারণ করিয়া শীঘ্রই এই স্থানে উপস্থিত হইবেন।

প্রভুর লীলা-কার্য্যের সহায়তা করিবার জন্য যমুনা, গঙ্গা ও সরস্বতীর জলে ভাসিতে ভাসিতে তোমার শুষ্ক মালঞ্চে আসিয়া উপনীত হইলাম। আমার আগমনে শুষ্ক বৃক্ষগণ পত্রে, পুষ্পে সুশোভিত হইয়া উঠিল তোমরা ইহা দেখিতে যাইয়া আমাকে নিজগৃহে আনয়ন করিলে। এখন আমি তোমাদের সম্পূর্ণ আশ্রিত। যতদিন না অভিরামের সহিত মিলন হয় ততদিন স্বীয় কন্যার ন্যায় আমাকে সস্নেহে লালন-পালন কর।”

প্রেমময়ী রাধার প্রিয়সহচরী মালিনীকে প্রাপ্ত হইয়া মালী অতি ভক্তিভাবে তাঁহার সেবা করিতে লাগিল। মালীর দুঃখ-দৈন্য দুর হইল। মালাকারপরিবারে সুখ-শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল।

গ্রামবাসীজনগণ মালীর এই অভ্যুদয়দর্শনে ঈর্ষাপরতন্ত্র হইয়া

কাজীর নিকট গমন করিল এবং তাহার সাংসারিক উন্নতির বিষয় বলিতে লাগিল, "ধর্ম্মাবতার! দরিদ্র মালাকার কিরূপে হঠাৎ এত ঐশ্বর্য্যশালী হইল শ্রবণ করুন!"

কয়েক মাস পূর্ব্বে একদিন একটী কাষ্ঠনির্ম্মিত সিন্দুক নদীর জলে ভাসিতে ভাসিতে মালীর শুষ্ক মালঞ্চে আসিয়া ঠেকিল। সিন্দুকস্পর্শ-মাত্র শুষ্ক তরুগণ মুঞ্জরিত হইয়া উঠিল। অসংখ্য কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া মালঞ্চের অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিল।

মালিগণ এই সংবাদ পাইয়া মহানন্দে মালঞ্চের দিকে ধাবিত হইল। অনন্তর তাহারা উদ্যানের চতুর্দ্দিক ভ্রমণ করিতে করিতে নদীতটে সিন্দুকটি দেখিতে পাইল। তখন তাহারা ঐ সিন্দুক লইয়া গৃহে আগমন করিল। তাহার পরদিন হইতে আমরা মালীর গৃহে এক পরম সুন্দরী যুবতী রমণী দেখিতে পাইতেছি। মালিগণ বলে যে সিন্দুকের মধ্য হইতেই তাহারা ঐ দেবী-কন্যা প্রাপ্ত হইয়াছে! এবং তাঁহার দয়ায় তাহাদের পরিবারের উন্নতি হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস কোন যাদুকরী বহুমূল্য মণিমুক্তা ও স্বর্ণালঙ্কার সহিত কোনও গুহ্য কারণে মালীর গৃহে উপস্থিত হইয়াছে।





কাজীর মালিনীবৃত্তান্ত শ্রবণ।

গ্রামস্থ লোকগণের মুখে এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া কাজী অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং মালাকারগণকে ধরিয়া আনিবার জন্য লোকজন-সহ জনৈক দূত প্রেরণ করিলেন।

মুসল্‌মান-দূত সশস্ত্র পাইকগণের সহিত মালীর গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনন্তর তিনি মালাকারগণকে ডাকিয়া বলিলেন, "মহামান্য কাজীসাহেবের আদেশে এখনই তোমাদিগকে তাঁহার নিকট গমন করিতে হইবে। যদি তোমরা এই আজ্ঞার অন্যথাচরণ করিতে প্রয়াসী হও, তাহা হইলে তোমাদিগকে বন্ধন করিয়া লইয়া যাইব। অতএব অবিলম্বে আমার সহিত গমন করিতে প্রস্তুত হও।"

যবনদূতের এইরূপ ভীতিজনক বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং অস্ত্রশস্ত্র-ধারী পাইকগণকে দর্শন করিয়া মালাকারগণ অত্যন্ত ভয়বিহ্বল হইল এবং কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া নির্ব্বাকৃভাবে অবস্থান করিতে লাগিল।

তখন দূত অতি কর্কশস্বরে তাহাদিগকে বলিলেন,—"তোমরা কি করিবে বল। আমি আর অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে পারিব না। যদি তোমরা এখনই আমার সহিত যাইতে অস্বীকার কর, তাহা হইলে পাইকগণ বলপূর্ব্বক তোমাদিগকে শৃঙ্খলিত করিয়া লইয়া যাইবে।"

দূতের বাক্যে ত্রাস্ত হইয়া প্রধান মালাকার কম্পিতকণ্ঠে বলিল—"মহাশয়! কাজী সাহেবের আজ্ঞা সর্ব্বথা আমাদের শিরোধার্য্য। আমাদের এমন কি শক্তি আছে যে আমরা তাঁহার আদেশের অন্যথাচরণ করিব। তবে কি জন্য তিনি ডাকিয়াছেন জানিতে পারিলে আমাদের ও পরিবারবর্গের ভয় বিদূরিত হয়।"

মালাকারের বাক্যে দূত চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"কাজী সাহেব কি জন্য তোমাদিগকে ডাকিয়াছেন, আমি তাহার কিছুই অবগত নহি। তোমরা আর বৃথা কালবিলম্ব করিও না। এখনই তোমরা আমার সহিত আইস। নচেৎ পাইকগণ তোমাদিগকে বন্ধন করিতে বাধ্য হইবে।"

এই কথা বলিয়া দূত গমন করিতে আরম্ভ করিলে, মালাকারগণ বিনাবাক্যব্যয়ে তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে তাহারা কাজীসাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইল।

মালাকারগণ ভীতিকম্পিতকলেবরে কাজীসাহেবের নিকট নতজানু হইল, এবং যুক্তকরে অতি নম্রভাবে বলিল—"ধর্ম্মাবতার! দাসগণ আপনার আজ্ঞাপালনের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত।"

কাজী। শুনিলাম—তোমরা বহুমূল্য মণি-মাণিক্য ও নানাবিধ রত্নপূর্ণ একটি সোনার সিন্দুক পাইয়াছ এবং ঐ সিন্দুক গৃহমধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছ।

মালী। ধর্ম্মাবতার! আপনি আমাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। আপনার সম্মুখে মিথ্যাকথা বলিব না। সেদিন নদীতটে একটি সিন্দুক প্রাপ্ত হইয়াছি বটে। কিন্তু উহা কাষ্ঠময়, সুবর্ণনির্ম্মিত নহে।

কাজী। সিন্দুকের মধ্যে কত ধনরত্ন ছিল?

মালী। প্রভো! সিন্দুকের মধ্যে ধনরত্ন কিছুই ছিল না।

মালাকারের এই বাক্যে কাজীর ক্রোধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। কাজী মালাকারগণকে বন্ধন করিতে আজ্ঞা দিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন,—"রে পাপিষ্ঠ, মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চকগণ! তোরা আমার সম্মুখেও মিথ্যা কথা বলিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিলি না। আমি লোকমুখে সমস্ত ব্যাপার শ্রবণ করিয়াই তোদের ডাকাইয়া আনিয়াছি। সত্য কথা বল্। পুনরায় মিথ্যা বলিবামাত্র মস্তক স্কন্ধচ্যুত হইয়া ভূলুণ্ঠিত হইবে।"

তখন মালাকারগণ ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে যোড়হস্তে বলিতে লাগিল—"ধর্ম্মাবতার! আপনার নিকট কিছুই মিথ্যা বলি নাই।

সত্যই—সিন্দুকের মধ্যে ধনরত্ন ছিল না। বোধ হয়, কোন দুষ্ট লোকের মুখে আপনি ধনরত্ন প্রাপ্তির কথা শুনিয়া বিনা অপরাধে আমাদিগকে লাঞ্ছিত করিতেছেন। সিন্দুকের মধ্য হইতে আমরা যাহা প্রাপ্ত হইয়াছি শ্রবণ করুন। শুনিলে, আশ্চর্য্যান্বিত না হইয়া থাকিতে পারিবেন না! আপনার হৃদয়ও দিব্যভক্তিভাবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে!

নদীতীর হইতে সিন্দুক গৃহে আনিয়া খুলিবামাত্র দেখিতে পাইলাম—এক অতি সুন্দরী রমণী তন্মধ্যে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার দেহ হইতে অগ্নিশিখাবৎ এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ বাহির হইতেছে। তিনি নাসিকাগ্রদৃষ্টি হইয়া যেন কোন গভীর ধ্যানে তন্ময় হইয়া পদ্মাসনে উপবিষ্টা আছেন। তাঁহার বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত। স্থির সুন্দর মুখমণ্ডলে মহানন্দের উজ্জ্বল রেখাপাত হইয়াছে। তাঁহার স্থির, ধীর, জ্যোতিষ্মান্ আনন্দময় মূর্ত্তি দর্শন করিয়া বোধ হইল যেন শিববিচ্ছেদ-কাতরা সতী তদ্‌গতচিত্তে শিবারাধনায় যোগাসনে উপবিষ্টা।

এই দিব্যমূর্ত্তি দর্শন করিয়া আমরা মহাভক্তিভরে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিলাম। আমাদের শরীরমধ্যে এক অপূর্ব্ব আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। নারীগণ ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিল।

এইরূপে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইলে দেবীর বাহ্যজ্ঞান যেন ক্রমে ক্রমে ফিরিয়া আসিতে লাগিল। তিনি যেন নিদ্রোত্থিতা হইয়া আমাদের দিকে করুণাপূর্ণকটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন। তখন আমরা

'জয় মা' শব্দে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া মহাভক্তিভরে প্রণত হইলাম। তদনন্তর দেবীকে সিন্দুক হইতে বাহির করিয়া একখানি পবিত্র আসনের উপর বসাইলাম।

তখন দেবী সন্তুষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"আমি কোন দেবকার্য্য-সম্পাদনের জন্য এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। আমারই শক্তিতে তোমার শুষ্ক মালঞ্চ পুনরায় পুষ্পিত হইয়া উঠিয়াছে। তোমার কন্যারূপে আমি তোমার গৃহে অবস্থান করিব। তুমি আমার পিতা। আজ হইতে তুমি আমাকে কন্যার ন্যায় পালন কর। আমার প্রভাবে তোমার সকল দুঃখদৈন্য বিদূরিত হইবে।"

ধর্ম্মাবতার! সেই দিন হইতেই দেবকন্যা আমার গৃহে অবস্থান করিতেছেন। আমার দুঃখদৈন্যও দূরীভূত হইয়াছে। সিন্দুক হইতে ধনরত্নাদি কিছুই পাই নাই।"

এতক্ষণ কাজী একান্তমনে মালীর অপূর্ব্ব বাক্যাবলী শ্রবণ করিতেছিলেন। তাঁহার হৃদয়ে মহাভক্তিভাবের উদয় হইতেছিল। মালাকারের বাক্য শেষ হইলে, তিনি তাহাদের বন্ধন মোচন করাইয়া বিনীতভাবে বলিতে লাগিলেন—"হে মালাকারগণ! আমি দুষ্ট লোকের কথায় বিশ্বাস করিয়া বিনা কারণে তোমাদিগকে নানারূপে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করিয়াছি। তজ্জন্য আমি অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়াছি। তোমরা সরল মনে আমায় ক্ষমা কর। আমার আর একটি প্রার্থনা তোমাদিগকে রক্ষা করিতে হইবে—সিন্দুক সহিত

দেবকন্যাকে আমার সম্মুখে আনয়ন কর। সেই দৈবশক্তিশালিনী রমণীকে দর্শন করিবার জন্য আমার প্রাণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে।”

কাজীর এই কথা শ্রবণে মালাকারগণ অতি নম্রতার সহিত বলিতে লাগিল—“প্রভো! আপনি বিচারপতি হইয়া কিরূপে এরূপ অন্যায় কথা বলিলেন। আপনি মুসলমান্। হিন্দু দেবদেবীর উপর আপনার প্রত্যয় নাই। একজন মানবীকে দেবী বলিয়া আপনি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিবেন না। অতএব আমরা যাঁহাকে দেবী বলিয়া ভক্তি করি, তাঁহাকে কিরূপে আপনার সম্মুখে আনয়ন করিতে পারি। আপনি এ দুরাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করুন। জীবন থাকিতে আমরা এই কার্য্য করিতে পারিব না!

আর এক কথা—সেই ঐশীশক্তিশালিনী রমণীর মনোহর রূপ-মাধুরী দর্শন করিয়া সামান্য মানবীজ্ঞানে যদি আপনার হৃদয়ে ভক্তির পরিবর্ত্তে কামবৃত্তির উদ্রেক হয়, তাহা হইলে ত্রিভুবনজয়ী মহাপরাক্রান্ত শুম্ভ, নিশুম্ভের ন্যায় আপনারও ধ্বংস সুনিশ্চিত। আপনি ত এই আমার মুখে শুনিলেন সেই দেবীরই শক্তিতে আমার উদ্যানের শুষ্ক বৃক্ষগণ, নবপত্রপুষ্প ধারণ করিয়াছে। তাঁহারই কৃপাবলে আমার দুঃখদৈন্য নষ্ট হইয়াছে। যদি আমার কথায় আপনার বিশ্বাস হয় তবে বুঝিয়া দেখুন, এই দৈবশক্তিসম্পন্না রমণীর রোষে পতিত হইলে, কিছুতেই আর আপনার রক্ষার উপায় থাকিবে না। সেইজন্য বারংবার

আপনাকে নিষেধ করিতেছি—আপনি ঐ দুরাশা ত্যাগ করুন। বরং সিন্দুকটী আনিয়া আপনাকে দেখাইতেছি।”

মালাকারের বাক্য শ্রবণ করিয়া কাজী অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—“হে মালাকার! তোমার মুখে দেবকন্যার রূপ, গুণ ও অলৌকিক শক্তির কথা শুনিয়া অবধি তাঁহাকে দেখিয়া জীবন সার্থক করিতে যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছি। তাঁহার দিব্যরূপ দর্শন করিলে আমার সমস্ত পাপ-তাপ ধ্বংস হইবে বলিয়া দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে। ভক্তির আকর্ষণে কামনাপাশ ছিন্ন হইয়াছে। এতদিন বিষয়বাসনায় মুগ্ধ হইয়া ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য হইয়াছিলাম। অসৎসহবাসে জীবনের অধিকাংশ সময় বৃথা নষ্ট করিয়াছি। অসাধুকে প্রশ্রয় দিয়া সাধুর উপর অত্যাচার করতঃ মহাপাপ অর্জ্জন করিয়াছি। কিন্তু, হে মালাকার! তোমার মুখে দেবকন্যার অসাধারণ শক্তির কথা শ্রবণ করিয়া আমার মনোভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। দেবকন্যাকে আমার নিকট আনিয়া দাও। নিজকন্যার ন্যায় আমি তাঁহাকে পালন করিব। দেবীর ন্যায় আমি তাঁহার আরাধনা করিব। ভগবৎশক্তি-শালিনী রমণীর দর্শনে পাপাত্মা আমি, পাপের হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করিব। ভগবানের নিকট ভক্তের জাতিবিচার নাই। তুমি দেবকন্যার নিকট আমার ভক্তির কথা নিবেদন কর। আমার দৃঢ়ধারণা তিনি আমার ভক্তির আকর্ষণ কিছুতেই অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না।”

মালাকারগণ কাজীর বাক্যে সম্মত হইয়া দ্রুতপদে মালিনীর নিকট উপস্থিত হইল এবং কাজীর অনুনয় বিনয় আনুপূর্ব্বিক তাঁহার নিকট বিবৃত করিল।

অনন্তর মালিনী স্বীয় ঐশীশক্তিবলে কাজীর মনোভাব অবগত হইয়া বলিলেন,—"কাজীর হৃদয় পাপশূন্য হইয়াছে, ধর্ম্মের বিমলজ্যোতিঃ তাঁহার অন্তঃকরণ আলোকিত করিয়াছে। ভগবৎপ্রেমরসে তাঁহার মনঃপ্রাণ দ্রবীভূত হইয়াছে। অতএব চল আমরা সকলেই কাজীর ভবনে গমন করি। তোমরা সকলে স্থির জানিও, এবার ভগবান্ সকল জাতির, সকল মনুষ্যের উদ্ধারের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন। হিন্দু হউক, যবন হউক, ম্লেচ্ছ হউক, ধার্ম্মিক, অধার্ম্মিক, পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র, যেই হউক না কেন, সকলকেই ভগবৎপ্রেম বিলাইবার জন্য এবার ভগবানের অবতার।

আমি যখন তাঁহার লীলার সহায় হইয়া অভিরামের শক্তিরূপে আবির্ভূতা, তখন যবন হইলেও ভগবদ্ভক্ত কাজীর কাতর আহ্বান কিছুতেই অগ্রাহ্য করিতে পারিব না। তবে প্রথমে তোমাদের একজন কাজীর নিকট গমন করিয়া আমার সমস্ত নিয়ম তাঁহাকে জ্ঞাপন কর। তাঁহাকে আরও বলিও যে আমি মিষ্টান্ন ভিন্ন অন্য কিছুই আহার করিব না এবং গোগৃহ ব্যতীত অন্যত্র বাস করিব না।"

মালিনীর এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া একজন মালাকার একাকী কাজীর নিকট গমন করিল। কাজী মালাকারকে একাকী দেখিয়া

অতিশয় কাতর ভাবে বলিতে লাগিলেন,—"হে মালাকার! দেবকন্যাকে না লইয়া তুমি একাকী আসিলে কেন? ইহার কারণ আমায় শীঘ্র বল। তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য আমার প্রাণ এতই অস্থির হইয়াছে যে অধিক বিলম্ব হইলে আমার জীবন দেহত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে।"

অনন্তর মালী কাজীর ঐকান্তিকতা দর্শনে অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিতে লাগিল,—"হে ভক্তশিরোমণি! আপনার প্রগাঢ় ভক্তির কথা শ্রবণ করিয়া দেবী আপনার আলয়ে আগমন করিতে সবিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কতকগুলি নিয়ম আছে। আপনি যদি সেই সকল নিয়ম মান্য করিয়া তাঁহার সেবা করেন, তবেই তিনি আপনার ভবনে আসিবেন। আর এক কথা তিনি গোশালায় বাস করিবেন। আপনি স্বহস্তে গোশালা পরিষ্কার করিয়া রাখুন।"

মালীর বাক্যে কাজী অতিরিক্ত প্রীত হইয়া বলিলেন—"হে বন্ধো! দেবীর যে সকল নিয়ম আছে, তাহা আমি অবনতমস্তকে যথাযথ পালন করিব। তুমি শীঘ্র যাইয়া দেবীকে আনয়ন কর, আমি এখনই গোশালা স্বীয় হস্তে পরিষ্কার করিয়া রাখিতেছি।"

অনন্তর কাজী গোগৃহ সম্মার্জ্জন করিবার জন্য গাত্রোত্থান করিলেন, মালাকারও মনে মনে কাজীর ভূয়সী প্রশংসা করিতে করিতে স্বগৃহে প্রত্যাগত হইল।

গৃহে আগমন করিয়া মালাকার দেবকন্যাকে কাজীর অসামান্য

ভক্তির বিষয় জ্ঞাপন করিয়া বলিল——"মা! বুঝিয়াছি, এ তোমারই লীলা। তোমারই করুণার আকর্ষণে আজ মহাবিষয়াসক্ত কাজী, যবন হইয়াও তোমাব উপর মহাভক্তিমান্ হইয়া পড়িয়াছে। সে তোমার নিয়মাবলী সম্যক্ পালন করিতে স্বীকার করিয়া স্বহস্তে গোশালা পরিষ্কার করিতে গমন করিয়াছে।"





মালিনীর কাজীভবনে গমন।

অনন্তর কৃষ্ণপ্রেমবিহ্বলা মহাশক্তিস্বরূপা মালিনী কাজীর ভক্তি-ভাব শ্রবণ করিয়া তদ্‌গৃহে গমন করিতে উদ্যত হইলেন। মালাকার তাঁহার সহিত চলিল। মালাকারপত্নী অতি কাতর হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। যে গৃহ এতদিন উৎসবানন্দে মত্ত হইয়া সকল দুঃখ-জ্বালা ভুলিয়াছিল, সেই শান্তিপূর্ণ গৃহে আজ আবার শোকের করাল ছায়া পড়িল। মালাকারপরিবারস্থ আবালবৃদ্ধবনিতা প্রস্থানোদ্যতা দেবীর পদতলে পতিত হইয়া আকুলপ্রাণে ক্রন্দন করিতে লাগিল। মালিনীদেবী সকলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রবোধ-বচনে তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিলেন এবং মধ্যে মধ্যে তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন বলিয়া কাজীভবনোদ্দেশে গমন করিতে লাগিলেন।

মালিনীদেবী দিব্যজ্যোতিতে পথ আলোকিত করিয়া চলিয়াছেন। মালাকার তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিতেছে। গ্রামবাসী জনগণ

দেবীর দিব্যরূপ দর্শনাভিলাষে পথপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়াছে। কুল-মহিলাগণ কেহ বা বাতায়নদ্বার উন্মোচন করিয়া, কেহ বা গৃহপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া দেবীর উদ্দেশে প্রণাম করিতেছে। মঙ্গলসূচক শঙ্খধ্বনিতে কাজীপুর মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে।

এতক্ষণ কাজী অতিশয় উৎকণ্ঠার সহিত দেবীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি যখন শুনিলেন যে মালিনীদেবী তাঁহার গৃহাভিমুখে আগমন করিতেছেন, তখন তাঁহার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। তিনি তৎক্ষণাৎ দেবীকে স্বীয় ভবনে সসম্মানে আনয়ন করিবার জন্য এক সুসজ্জিত মনোহর রথ লইয়া অগ্রসর হইলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়াই কাজী দেখিতে পাইলেন অসংখ্যনরনারী আনন্দকোলাহল করিতে করিতে স্থিরসৌদামিনী-রূপিণী এক রমণীকে বেষ্টন করিয়া আগমন করিতেছে। মহাভক্তিমান্ কাজী দ্রুতপদে জনতা ভেদ করিয়া দেবীর চরণতলে পতিত হইলেন।

অমনি চতুর্দ্দিক হইতে 'ধন্য! ধন্য!' শব্দ উত্থিত হইল। সকলেই ধর্ম্মপ্রাণ, উন্নতহৃদয় কাজীর ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল। মালিনীদেবী পদতলপতিত কাজীর হস্তধারণ করিয়া সস্নেহে তাঁহাকে উত্তোলন করিলেন। কাজী নতজানু হইয়া যোড়হস্তে বলিতে লাগিলেন,—"মা! বহুপুণ্যবলে আজ তোমার দিব্য রূপ দর্শন করিয়া চরিতার্থ হইলাম। দেবি! আমার ন্যায় ঘোর পাষণ্ড নরাধমকেও যে ঘৃণার চক্ষে দর্শন করিলে না, ইহাই তোমার

দেবত্ব। পতিতকে উদ্ধার করিবার জন্য ভগবান্ সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া মধ্যে মধ্যে এই ধরাধামে অবতীর্ণ হন। আমি মহাপাতকী, আমি পতিত। পতিতোদ্ধারিণি জননি! দয়া করিয়া শ্রীচরণাশ্রিত এই পতিত, মহাপাপীকে উদ্ধার কর।"

মালিনীদেবী কাজির ভক্তি দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"সাধুনিন্দা কিম্বা সাধুর উপর অত্যাচার মহাপাপ। ধার্ম্মিক সাধুগণ জগতের মহোপকার সাধনের জন্য এবং ধর্ম্মরক্ষা করিবার জন্য এই পৃথিবীতে বাস করেন। যে সকল নরাধম সাধুব্যক্তিগণকে নিগৃহিত করে, সেই পাপিষ্ঠগণ মহাপাপপঙ্কে লিপ্ত হইয়া ভগবানের অপ্রীতি-ভাজন হয়। ভগবদ্ভক্তির উদ্রেকে তোমার প্রায় সকল পাপ ধ্বংস হইয়াছে। তুমি সাধু মালাকারের উপর যে অত্যাচার করিয়াছ তজ্জন্য তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, মালাকার তোমার উপর সন্তুষ্ট হইলেই তুমি সমস্ত পাপ হইতে সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত হইতে পারিবে।"

দেবীর বাক্য শ্রবণ করিয়া কাজী মালাকারের পদদ্বয় ধারণ করিয়া অতি কাতর ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। কাজীর এই স্বর্গীয় ভাব সন্দর্শন করিয়া সমবেত জনমণ্ডলী তাঁহাকে ধন্য, ধন্য, বলিতে লাগিল। মালাকার শশব্যস্তে কাজীর হস্ত ধারণ করিয়া বলিতে লাগিল,—"কাজী সাহেব! আপনি দেবস্বভাবসম্পন্ন মহাপুরুষ। তাহা না হইলে, দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হইয়া কে একজন সামান্য নগণ্য মানবের নিকট এরূপ বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করে?

যাহা হউক, আমি আপনার উপর এতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছি যে তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতে পারি না।

তখন কাজী সাহেব কৃতাঞ্জলিপুটে মালিনী দেবীকে বলিতে লাগিলেন, "মা! তোমার প্রিয়-পাত্র সাধু মালাকার আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমার উপর প্রসন্ন হইয়াছে। পতিতোদ্ধারিণি! অধমের উপর কৃপাকটাক্ষপাত করিয়া সকল পাপ তাপ হইতে তাহাকে উদ্ধার কর। হৃদয়ের কলুষ দূর হইয়া যাক্। প্রাণ মন পবিত্র হইয়া ভগবৎচিন্তায় বিভোর হউক। চিরশান্তিলাভে মানবজন্ম সার্থক হউক।"

কাজীর এতাদৃশ ভক্তিপূর্ণ ব্যাকুলভাব দর্শন করিয়া দেবী তাঁহার উপর প্রসন্ন হইয়া সহাস্যবদনে বলিতে লাগিলেন,—"কাজী সাহেব! তোমার হৃদয়ে ঈশ্বরপ্রেম আবির্ভূত হইয়া তোমার সকল পাপ ধ্বংস করিয়াছে। তুমি ভগবদ্ভাবসাগরে নিমজ্জিত হইয়াছ। তোমার অহংজ্ঞান তিরোহিত হইয়াছে। তুমি এক্ষণে দেবস্বভাবসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছ। তোমার ভক্তির আকর্ষণে স্থির থাকিতে না পারিয়া তোমার গৃহে গমন করিতে বাধ্য হইয়াছি। চল কাজি, শীঘ্র চল। পথিমধ্যে আর বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই।"

দেবীর এই দয়াপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া কাজী সাহেব তাঁহাকে রথারোহণ করিতে বলিলেন। দেবী রথারূঢ় হইলে তাঁহাকে দেখিবার জন্য অসংখ্য-নর-নারী রথের সম্মুখে আসিয়া একত্রিত হইল। এই জনতাভেদ করিয়া রথ এক পদও অগ্রসর হইতে পারিল না।

তখন মালিনীদেবীর ঐশীশক্তিবলে রথ শূন্যমার্গে উড্ডীয়মান হইল। সকলেই অবাক্ হইয়া রথের দিকে চাহিয়া রহিল। রথ ব্যোমপথে বিচরণ করিতে করিতে মানবদৃষ্টির বহির্ভূত হইল। মালিনীদেবী লোকলোচনের বহির্ভূত হইলে, সকলেই "হায়! হায়!" করিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। দরিদ্র ব্যক্তি অতি কষ্টার্জ্জিত রত্ন হারাইলে যেমন অত্যন্ত কাতর হইয়া উন্মত্তের ন্যায় আচরণ করে, কাজীও তদ্রূপ দেবীকে হারাইয়া উন্মত্তের ন্যায় কখনও দৌড়িতে লাগিলেন, কখনও ভূমির উপর পতিত হইয়া লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন, কখনও বা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"দেবি! বড় আশা ছিল সর্ব্বান্তঃকরণে তোমার সেবা করিয়া জীবন সার্থক করিব। কিন্তু হায়! দগ্ধভাগ্য দোষে সে সুখ হইতে বঞ্চিত হইলাম। মাগো! কি পাপে এত গুরুতর মনস্তাপ প্রদান করিলে? যদি মহাপাতকী বলিয়া তুমি আমাকে ঘৃণা করিয়া থাক তবে এ দুর্ব্বহ পাপজীবনভার আর আমি বৃথা বহন করিব না।"

এই বলিয়া কাজী কটিবদ্ধ অসি নিষ্কোষিত করিয়া যেমন স্বীয় মস্তক ছেদন করিতে যাইবেন, অমনি রথ পূর্ণবেগে কাজীর সম্মুখে অবতরণ করিল। পরম ভক্তিমান্ কাজী সাহেব বিদ্যুদ্দামদীপ্তা মালিনী-দেবীকে সম্মুখে অবলোকন করিয়া ভাবাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন। সমবেতজনগণের জয়নাদে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।"

দেবী ক্ষিপ্রতার সহিত রথ হইতে অবতরণ করিয়া ভাবাবিষ্ট, ভূলুণ্ঠিত কাজীর দেহ স্বীয় সুকোমল বাহুদ্বারা উত্তোলন করিয়া রথোপরি স্থাপন করিলেন। অসংখ্যনরনারী রথ পরিবেষ্টন করিয়া "কাজী-সাহেব! তুমিই ধন্য—দেবি! তোমার অপার করুণা" ইত্যাকার বাক্য বলিতে বলিতে প্রেমাশ্রুপাত করিতে লাগিল।

মালিনীদেবী কাজীর পার্শ্বে উপবেশন করিয়া সুমধুর স্বরে মোক্ষপ্রদ কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। রথ ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে কাজীর চৈতন্যোদয় হইল। তিনি চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলেন যেন জগজ্জননী তাঁহার পার্শ্বদেশে উপবিষ্ট হইয়া অমৃতায়মান কৃষ্ণনাম গান করিয়া তাঁহার প্রাণে সুধাধারা বর্ষণ করিতে-ছেন। প্রেমোন্মত্তা মালিনীদেবী তন্ময়চিত্তে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতেছেন।

ভগবৎপ্রেমসাগরমন্থনোৎপন্ন কৃষ্ণনামের মোহিনী শক্তি কাজীর হৃদয়ে প্রেমের তুফান তুলিয়াছে। কাজীর শরীর কখনও কণ্টকিত হইতেছে, কখনও তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া দর দর ধারে প্রেমাশ্রুপাত হইতেছে, কখনও তিনি হাসিতেছেন, কখনও বা মহাভাবে বিভোর হইয়া জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িতেছেন। কিছুক্ষণ এইরূপে অতিবাহিত হইলে কাজীর মহাভাব অপগত হইল। তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া মালিনী-দেবীর বহুস্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন।

অবশেষে রথ কাজীভবনে উপনীত হইল। কাজীসাহেব মালিনী-দেবীকে স্বহস্তমার্জ্জিত গোশালায় লইয়া গেলেন। মালাকার এবং

গ্রামবাসী অন্যান্য বহু ব্যক্তি কাজীর গোশালায় উপস্থিত হইল। কাজী সাহেব তাহাদের যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে আসন দিলেন।

মালাকার নূতন পাত্রে জল আনিয়া দেবীর পদদ্বয় ধৌত করিয়া দিল এবং তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইল। দেবী বহুমূল্য সুন্দর আসনে সুখাসীন হইয়া সুমধুর রাধাকৃষ্ণপ্রেমকথা উপস্থিত জনগণকে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে কাজী সাহেব মিষ্টান্ন বিক্রেতা দোকানদারগণকে ডাকিয়া আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। তাঁহার প্রেরিত লোক পথে যাইতে যাইতেই দেখিতে পাইল যে মিষ্টান্ন বিক্রেতাগণ নানাবিধ সুখসেব্য মিষ্টদ্রব্য লইয়া কোথায় গমন করিতেছে। ইহা দেখিয়া সেই ব্যক্তি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল—"বন্ধুগণ, তোমরা এই সকল মিষ্টদ্রব্য লইয়া কোথায় গমন করিতেছ ? কাজী সাহেবের আদেশানুসারে আমি তোমাদিগকে ডাকিতে যাইতেছিলাম।"

মোদকগণ এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিল,—"কাজী সাহেবের গৃহেই আমরা গমন করিতেছি। তাঁহার আলয়ে যে দেবীর আবির্ভাব হইয়াছে, আমরা তাঁহার সেবার জন্যই এই সকল মিষ্টান্ন লইয়া যাইতেছি।"

ইহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই ব্যক্তি বলিল,—"বোধ হয়, কাজী সাহেব দেবীকে মিষ্টান্ন ভোজন করাইবার জন্য তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন। অতএব অগ্রে তোমরা কাজী সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবে চল।"

অনন্তর মোদকগণ কাজীসাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বিনীত-ভাবে বলিল,—“প্রভো! কিজন্য আপনি আমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন? দেবিদর্শনমানসে আমরা আপনার গৃহোদ্দেশেই আগমন করিতেছিলাম। পথে আপনার প্রেরিত লোকের সহিত সাক্ষাৎ হয়। তাহার কথানুসারেই আমরা আপনার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি।”

কাজী সাহেব বলিলেন,—“হে বন্ধুগণ! এতদিনে আমার জীবন সার্থক হইয়াছে। দেখ, মহাশক্তিশালিনী দেবী আমার উপর কৃপাপরায়ণ হইয়া আজ আমার গৃহে আগমন করিয়াছেন। আমি তাঁহাকে মিষ্টান্ন ভোজন করাইবার আশায় তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছি। তোমরা প্রতিদিন প্রাতঃকালে নানাবিধ উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত করিয়া দেবীর সেবার জন্য আনয়ন করিবে। আমি ঐ সকল দ্রব্যের যথাযোগ্য মূল্য দিয়া তোমাদিগকে পুরস্কৃত করিব।”

কাজীর বাক্যে মোদকগণ বলিল,—“হে ধর্ম্মাবতার! আজ আমরা দেবীকে মিষ্টান্ন ভোজন করাইবার জন্যই বহু আশা করিয়া আপনার ভবনে আগমন করিয়াছি। আমাদের সবিনয় প্রার্থনা—আজ আমরা আপনার নিকট মিষ্টান্নের মূল্য গ্রহণ করিব না। কল্য হইতে আপনার যাহা অভিরুচি হয় করিবেন।”

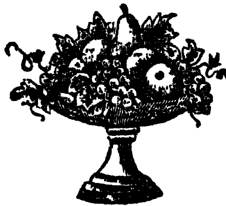
এই বলিয়া মোদকগণ দেবীর সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং মিষ্টান্ন দ্রব্য তাঁহার সম্মুখে স্থাপন করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল।

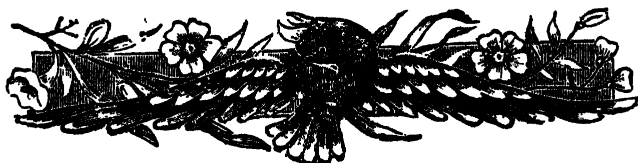
দেবী তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আসন গ্রহণ করিতে বলিলেন।

অনন্তর মালাকার নানাবিধ মিষ্টান্ন লইয়া মালিনী-দেবীকে ভোজন করাইল।

ভোজনান্তে দেবী, মালাকারকে প্রসাদ বণ্টন করিতে বলিলেন। মালাকার উপস্থিত জনগণকে প্রসাদ বিতরণ করিল। প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া সকলেই জীবন সার্থক বিবেচনা করিল। কাজী সাহেব অতি ভক্তিভাবে প্রসাদ গ্রহণ করিয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিলেন।

মালিনীদেবী কাজীগৃহে এইরূপে মহানন্দে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। গ্রামবাসী লোকগণ আহারনিদ্রা ত্যাগ করিয়া তাঁহার সঙ্গ করিতে লাগিল। কাজীপুর মহানন্দে পূর্ণ হইল।





অভিরামের বীরভূমে আগমন ও ঐশীশক্তিপ্রকাশ।

অভিরাম বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া একাকী বঙ্গদেশাভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি বঙ্গের পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত বীরভূম নামক জনপদে উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে আসিয়া তিনি দেখিলেন—তত্রত্য জনগণ ধর্ম্মের নামে ঘোর অধর্ম্মাচরণে লিপ্ত। তন্ত্রশাস্ত্রের দোহাই দিয়া শক্তি-সাধনার ছলে তাহারা মৎস্য, মাংস, মদ্য ও মৈথুনাদিতে সম্যক্ আসক্ত। সনাতন আর্য্যধর্ম্মের এইরূপ ব্যভিচার দর্শন করিয়া তাঁহার প্রেমকোমল হৃদয় প্রচণ্ড দুঃখানলে দগ্ধীভূত হইতে লাগিল। বিপথগামী ব্যক্তিগণকে সুপথে আনিবার জন্য তাঁহার প্রাণে প্রবল বাসনার উদয় হইল।

তিনি তখন স্বীয় ঐশীশক্তির অভিব্যক্তি দ্বারা স্থানীয় নরনারীর

ভক্তি আকর্ষণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কারণ তিনি স্থির বুঝিয়াছিলেন যে তাঁহার অলৌকিকশক্তি সন্দর্শন না করিলে, লোকসকল তাঁহার উপর বিশেষ ভক্তিমান্ হইবে না এবং ভগবৎশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষজ্ঞানে তাঁহার উপর লোকের অচলা ভক্তি স্থাপিত না হইলেও তাহারা তাঁহার সুশিক্ষা ও ধর্ম্মোপদেশ গ্রাহ্য করিবে না।

এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া মহাশক্তিমান্ অভিরাম বীরভূমস্থ দেবদেবিমূর্ত্তিসকল দর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন।

অভিরাম দেববিগ্রহের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া প্রণিপাত করিবামাত্র দেবমূর্ত্তিসকল ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তিনি তখন বিস্মিত ব্যক্তিবর্গকে বুঝাইলেন যে এই সকল দেববিগ্রহ শক্তিশূন্য। ইহাদের কিছুমাত্র সারবত্তা নাই। এই সকল দেব-দেবীর পূজার্চ্চনায় প্রকৃত ধর্ম্মলাভ হইবে না।

সাধারণ লোকগণ অভিরামের এই অমানুষিক শক্তি অবলোকন করিয়া তাঁহাকে দেবতা জ্ঞান করিতে লাগিল। অভিরামের প্রণামগ্রহণে অক্ষম দেবদেবিমূর্ত্তির উপর তাহারা আস্থাশূন্য হইয়া পড়িল। এই মহাপুরুষের উপর তাহাদের অচলা ভক্তির সঞ্চার হইল। নরনারিগণ দলে দলে তাঁহার পদপ্রান্তে নিপতিত হইয়া ধর্ম্মলাভের উপায় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল।

অভিরামের উদ্দেশ্যসাধন হইল। তিনি তন্ত্রোক্ত সাধনার অনধিকারী, ধর্ম্মব্যভিচারী জনগণকে সদুপদেশ দান করিয়া তাহাদের

হৃদয়ে প্রেমের বীজবপন করিতে লাগিলেন। তাহাদের প্রেমভক্তিহীন নীরস-হৃদয় কৃষ্ণনামসুধারসে অভিষিক্ত হইতে লাগিল।

অভিরাম আচণ্ডালব্রাহ্মণ সকলকেই সমানভাবে ধর্ম্ম-শিক্ষাদান করিতে লাগিলেন। তাঁহার নিকট কোন জাতিবিচার রহিল না। তিনি অস্পৃশ্য হাড়ী, মুচি, চণ্ডালকেও অধিকতর আদর-যত্নের সহিত কোলে তুলিয়া লইতে লাগিলেন। এই নীচ জাতিগণ হিন্দু-সমাজে চিরকালই ঘৃণিত হইয়া আসিতেছিল। এ পর্য্যন্ত তাহাদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা-দানে উন্নত করিতে, তাহাদের দুঃখজ্বালাময় মরুহৃদয়ে ভগবৎপ্রেম-সুধা ঢালিয়া দিয়া তাহাদের অশান্ত-প্রাণে শান্তি দান করিতে, ভ্রাতৃজ্ঞানে তাহাদিগকে আদর করিয়া বক্ষে টানিয়া লইতে, কেহই চেষ্টা করেন নাই। কেহই তাহাদিগকে পাপপথ হইতে ধর্ম্মপথে আনয়ন করিয়া তাহাদের নরজন্ম সার্থক করিতে প্রয়াসী হন নাই। সকলেই তাহা-দিগকে পশুর ন্যায় বিবেচনা করিয়া আসিতেছিল। তাহারাও অতি-কুণ্ঠিতভাবে গ্রামের প্রান্তভাগে কুক্কুর শৃগালের ন্যায় বাস করিতেছিল। এক্ষণে তাহারা অভিরামের অদ্ভুত শক্তি ও উদারভাব দর্শনে তাঁহাকে ভগবান্ জ্ঞান করিয়া পূজা করিতে লাগিল। অতিভক্তিশ্রদ্ধার সহিত তাহারা তাঁহার আদেশপালনে তৎপর হইল।

অভিরামের দৃষ্টির তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া প্রস্তর-নির্ম্মিত দেব-মূর্ত্তি সকলও যে বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, এ কথা আজকাল অনেকেই বোধ হয় বিশ্বাস করিবেন না। তাহারা হয় ত ইহার কোন আধ্যাত্মিক অর্থ

বাহির করিতে যত্নবান্ হইবেন কিম্বা আরব্যোপন্যাসের ন্যায় অলীক গল্পমাত্র বিবেচনা করিয়া ইহাকে উড়াইয়া দিবেন।

কিন্তু ভারতবাসী হিন্দু আমরা, আর্য্যবংশধর আমরা, প্রাচীন আর্য্যঋষিগণের ঐশীশক্তিসম্বন্ধে সন্দিহান্ হইতে পারি না। তাঁহারা কঠোর সাধনা করিয়া যে সকল মহাশক্তি লাভ করিয়াছিলেন তাহা আমরা পুরাণাদি পাঠে অবগত হইয়া থাকি। দেবর্ষি নারদ বিমান-পথে মহাকাশ ভেদ করিয়া গ্রহে গ্রহে নক্ষত্রে নক্ষত্রে ভ্রমণ করিতে সমর্থ হইতেন। মার্কণ্ডেয় ঋষির পরমায়ু শেষ হইলে তিনি ভগবৎশক্তি-সাহায্যে জীবিতকাল বর্দ্ধিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কপিল মুনির রোষকষায়িত চক্ষুর জ্বালাময়ী বৈদ্যুতিক-শক্তি সহ্য করিতে না পারিয়া সগরবংশ ধ্বংস হইয়াছিল। ঋষিগণের এইরূপ অলৌকিক শক্তির কথা আমরা নানা শাস্ত্রগ্রন্থে পাঠ করিয়া থাকি।

কিন্তু হায়! আমরা অধুনা শাস্ত্রকথিত সাধন-ভজন-হীন হইয়া এতদূর অপদার্থ হইয়া পড়িয়াছি যে মহাপুরুষগণের উদ্বুদ্ধ শক্তির অলোকসামান্য লীলা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াও তাহা বিশ্বাস করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। বেশী দিনের কথা নয়, দক্ষিণেশ্বর কালি-বাড়ীতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব আগমোক্ত সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া যে সকল বিস্ময়কর শক্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। তিনি যখন কলিকাতাবাসী ইংরাজি-শিক্ষায় সুশিক্ষিত অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি হেমচন্দ্র করের বালকোচিত

কোন বাক্যে রুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রতি সরোষকটাক্ষপাত করিয়াছিলেন, তখনই পাণ্ডিত্যাভিমানী বিচারপতিপুঙ্গব মহাপুরুষনেত্রনিঃসৃত বৈদ্যুতিক শক্তি সহ্য করিতে না পারিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কলিকাতার প্রধান প্রধান চিকিৎসকগণ তিন চার দিন নানা চেষ্টা করিয়াও তাঁহার চৈতন্যসম্পাদনে সমর্থ হন নাই। অবশেষে রামকৃষ্ণ দেবের কৃপাবলেই তিনি পুনর্জীবন লাভ করেন।

অল্পদিন হইল ভুতানন্দস্বামী দেহত্যাগ করিয়াছেন। অতি বৃদ্ধ ব্যক্তিগণও বলিয়া থাকেন তাঁহারা তাঁহাকে বাল্যাবধি একরূপই দেখিয়া আসিয়াছেন। ভূতানন্দ দুই তিনটী হস্তীর উপযুক্ত খাদ্য একাকী এক সময়ে খাইতে পারিতেন ইহা অনেকেই স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। এই যোগীপুরুষ 'গুটিকা' সিদ্ধ ছিলেন। ইনি জলের উপর অনায়াসে ভ্রমণ করিতে পারিতেন।

এইরূপ ঘোর সাধনাবলে যে সকল মহাত্মা 'সোঢ়া' সিদ্ধি লাভ করেন, তাঁহারা এতদূর শক্তিশালী হন, যে তাঁহাদের প্রণামগ্রহণ করিতে কিম্বা তেজঃ সহ্য করিতে কেহই সমর্থ হয় না। এমন কি তাঁহাদের শক্তিতে পাষাণ পর্য্যন্তও শতধা বিদীর্ণ হইয়া যায়।

মহাত্মা অভিরাম গোস্বামী "সোঢ়া" সিদ্ধ ছিলেন কি না ঠিক করিয়া বলিতে না পারিলেও, কৃষ্ণাবতার শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব লীলাকার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য যখন তাঁহার সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছিলেন, তখন যে তিনি একজন মহাশক্তিশালী পুরুষ ছিলেন এবং 'সোঢ়া'সিদ্ধ ব্যক্তি অপেক্ষা

কোন অংশে ন্যূন ছিলেন না তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আর তিনি যখন দ্বাপরযুগে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখারূপে বৃন্দাবনলীলার প্রধান সহায় ছিলেন এবং সেই দ্বাপরের দেহত্যাগ না করিয়াই যখন তিনি কলিযুগে অভিরাম নামে পরিচিত হইয়া হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন তখন তিনি যে ঐশীশক্তিসম্পন্ন ছিলেন এ কথা অস্বীকার করিতে হিন্দুভক্তের প্রাণে বিষম আঘাত লাগিবে। যে ব্যক্তি তিন চার হাজার বৎসর যোগাবলম্বনে দেহ ধারণ করিয়া থাকিতে পারেন তিনি যে ভগবান্ কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবও বার বার বলিয়া গিয়াছেন "অভিরাম ও আমাতে কোন প্রভেদ নাই।"





পরম ভাগবত বৈষ্ণবকবি জয়দেবের জন্মস্থান কেন্দুবিল্ব গ্রামে অভিরামের গমন।

অভিরাম গোস্বামী বীরভূমের সমস্ত দেবালয় ও দেববিগ্রহ দর্শন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তিনি ভগবৎপ্রেমবন্যায় দেশ ভাসাইয়া দিলেন। কিছুকাল পূর্ব্বে যে বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণগণ, কায়স্থাদি দুই একটী উচ্চ জাতি ভিন্ন অন্য হিন্দুজাতিগণকে অতি ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, এমন কি তাঁহারা যাহাদের ছায়া পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে কুণ্ঠাবোধ করিতেন—এক্ষণে অভিরামের প্রেমশিক্ষাগুণে সে ভাব অনেকটা বিদূরিত হইল, অনেক ব্রাহ্মণ, সমাজের এই সকল হেয় জাতিগণকে ধর্ম্মশিক্ষা দান করিতে আরম্ভ করিলেন। নিরাশ্রয় জাতিগণ এইরূপে ধর্ম্মের আশ্রয় পাইয়া অন্য ধর্ম্ম গ্রহণে বিরত হইল। দেশমধ্যে আবার ভ্রাতৃভাব সংস্থাপিত হইল।

জনসাধারণ অভিরামকে ভগবানের স্বরূপজ্ঞানে পূজা করিতে লাগিল। অভিরামও তাহাদের মানসিক উন্নতিবিধানে যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি ভক্তগণের সহিত কৃষ্ণনামকীর্ত্তন করিয়া মহানন্দে সময়াতিপাত করিতে লাগিলেন। নানা স্থান হইতে লোকগণ অভিরামদর্শনে দলে দলে আগমন করিয়া উৎসবানন্দে যোগদান করিতে লাগিল।

একদিন কেন্দুবিল্বগ্রামবাসী জনকয়েক বৈষ্ণব, অভিরাম গোস্বামীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া পরমরমণীয়, মধুরাক্ষর 'গীতগোবিন্দ' গান করিতে আরম্ভ করিল। রাধাকৃষ্ণপ্রেমাত্মক অতি মনোহর এই অপূর্ব্বসঙ্গীতশ্রবণে অভিরাম ভাববিহ্বল হইয়া ক্ষণে ক্ষণে অচৈতন্য হইতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল—তিনি যেন বৃন্দাবনে প্রিয়সখা শ্রীকৃষ্ণের সহিত অবস্থান করিতেছেন। রাধাবিচ্ছেদ-কাতর শ্রীকৃষ্ণের প্রেমোন্মত্ততাদর্শনে ব্যাকুল হইয়া শ্যাম-সোহাগিনী শ্রীমতীকে শ্যামের বিরহকথা বলিবার জন্য তিনি যেন সুবলকে প্রেরণ করিতেছেন। কৃষ্ণার্পিতপ্রাণা রাধা যেন সুবলের মুখে প্রাণ-বল্লভের এতাদৃশ বিরহব্যাকুলতা শ্রবণ করিয়া অতি দ্রুতপদে আগমন করতঃ শ্যামের অপার প্রেমসাগরে ঝাঁপ দিতেছেন—

গীতগোবিন্দ শ্রবণে অভিরাম এইরূপ মহাভাবে বিভোর হইয়া রাধা-কৃষ্ণপ্রেমলীলা সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনশ্চক্ষে রাসলীলা প্রত্যক্ষীভূত হইল। তিনি দেখিতে লাগিলেন—ললিতলবঙ্গলতানিচয়

ধীরসমীরে ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছে, ফুলভারাবনত বকুলপল্লবে কৃষ্ণদেহ আবৃত করিয়া কোকিল কুহুরব করিতেছে, সেই মনোহর কুহুতানে মধুকরঝঙ্কার মিলিত হইয়া প্রাণোন্মত্তকর এক অমৃতনিস্যন্দি স্বরলহরীর উদ্ভব হইয়াছে। এহেন সরস বসন্তে রাসবিহারী রাসরসে নিমগ্ন। কৃষ্ণগতপ্রাণা রাধা কিয়দ্দূর হইতে প্রাণেশ্বরকে অন্যান্য ব্রজসুন্দরিগণের সহিত রাসলীলায় আসক্ত দেখিয়া মহাদুঃখানলে দগ্ধীভূত হইতে হইতে যেন কোন লতাকুঞ্জে প্রবেশ করিয়া অবসন্নভাবে অবস্থান করিতেন। পাণ্ডুবর্ণ শশিকলার ন্যায় তাঁহার গণ্ডস্থল পাণিতলে সংলগ্ন রহিয়াছে। বিচ্ছেদজ্বরে তাঁহার সুকোমল তনু ঘন ঘন রোমাঞ্চিত হইতেছে। তিনি কখন চীৎকার করিতেছেন, কখনও বা ক্ষুণ্ণমনে বিলাপ করিতে করিতে কম্পিতকলেবরে পতিত হইতেছেন. আবার শ্যামরূপ ধ্যান করিতে করিতে উঠিয়া বসিতেছেন—পরক্ষণেই উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন, আবার সংজ্ঞালাভ করিয়া রাধা যেন জগৎ কৃষ্ণময় দেখিতেছেন, কৃষ্ণভ্রমে গভীর অন্ধকারকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করিতেছেন, কখনও বা কৃষ্ণের ন্যায় বেশভূষা করিয়া আপনাকেই কৃষ্ণভাবনা করিতেছেন, আবার কিয়ৎক্ষণ পরেই শ্যামসহ মিলিত হইয়াছেন মনে করিয়া মহারসসাগরে নিমগ্ন হইয়া পড়িতেছেন।

ভক্তগণপ্রাণ রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ প্রেমোন্মত্তা রাধার এই অলৌকিক বিরহভাব অবগত হইয়াই যেন অন্য গোপিগণের সহিত রঙ্গলীলা পরিত্যাগ করতঃ শ্রীমতীর অনুসন্ধানে ব্যাকুলভাবে গমন করিতেছেন।

রাধা যে কৃষ্ণপ্রেমে আত্মজ্ঞানশূন্য, কৃষ্ণই যে তাঁহার প্রাণ, কৃষ্ণের অস্তিত্বই যে তাঁহার অস্তিত্ব, রাধার প্রেম যে অকৃত্রিম ও নিঃস্বার্থ, পরম-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াই যেন তাঁহার সর্ব্বপ্রধান ভক্ত রাধার সহিত মিলিত হইতে আকুল হইয়া গমন করিতেছেন।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদকাতরা শ্রীরাধিকার নিকট উপস্থিত হইয়া আনন্দগদ্গদবচনে বলিতেছেন,—"প্রিয়ে! চারুশীলে! আমার উপর অকারণ অভিমান পরিত্যাগ কর। চন্দ্রবদন উত্তোলন করিয়া আমার সহিত একটী মাত্রও কথা কও। তোমার দন্তরুচিকৌমুদী আমার হৃদয়ের ঘোরান্ধকার দূর করিয়া উহা সুস্নিগ্ধ আলোকে উজ্জ্বল করুক। প্রিয়ে! তুমিই আমার ভূষণ, তুমিই আমার জীবন, তুমিই আমার সংসারসাগরের একমাত্র রত্ন।" রাধাবল্লভ ইহাতেও প্রিয়তমার মানভঞ্জন হইল না দেখিয়া শ্রীমতীর চরণকমল ধারণ করতঃ কাতরপ্রাণে বলিতেছেন—"হে প্রাণস্বরূপে! কন্দর্পদর্পনিসূদন তোমার এই উদার-চরণ আমার শিরোপরি স্থাপন কর। তোমার সুন্দর পাদপদ্ম আমার মস্তকের শোভাসম্পাদন করুক।" অভিরাম কিছুক্ষণ রাধাকৃষ্ণের এইরূপ প্রেম-লীলা মানসনয়নে নিরীক্ষণ করিয়া প্রেমানন্দে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"ধন্য শ্রীমতী! তোমার প্রেমভক্তি জগতে অতুলনীয়! এরূপ মধুরভাবে ভগবানে আত্মত্যাগ কেবল তোমারই সাধ্য!

আর ভক্তগতপ্রাণ ভগবন্! তোমার অপার করুণার কথা আর কি বলিব! সামান্য মানব আমি তাহা সম্পূর্ণ ধারণা করিতেও অক্ষম।

ভক্তকৃত লাঞ্ছনা, অপমান ও তিরস্কারবাক্য বেদস্তুতি অপেক্ষাও তোমার নিকট অধিকতর মনোরম। ভক্ত ও তুমি অভিন্ন। রাধা ও কৃষ্ণ অভিন্ন!"

অতঃপর অভিরাম "গীত-গোবিন্দ"—গায়কগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"হে পরমভক্ত বৈষ্ণবগণ! আমি তোমাদের মুখে রাধাকৃষ্ণের এই পাপতাপনাশন, সুমধুর প্রেমসঙ্গীত শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দ লাভ করিয়াছি। এক্ষণে এই মনঃপ্রাণবিমোহন, অমৃতায়মান গানের রচয়িতা মহাপ্রেমিক ভগবদ্ভক্ত জয়দেবের কার্য্যাবলী বর্ণন করিয়া আমার প্রাণের আকাঙ্খা পূর্ণ কর।"

অভিরাম গোস্বামীর বাক্য শ্রবণ করিয়া গায়কগণ অতিবিনীতভাবে বলিতে লাগিলেন,—"ভগবন্! গীতগোবিন্দরচয়িতা জয়দেব কেন্দু-বিল্বগ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মহাপণ্ডিত এবং পরমভগবদ্ভক্ত ছিলেন। এই দরিদ্র ব্রাহ্মকুমার কিশোর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং কন্থা ও কমণ্ডলুমাত্র সম্বল লইয়া শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে গমন করতঃ এক বৃক্ষতলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার মহাপ্রেমসন্দর্শন করিয়া জগন্নাথদেব তাঁহার উপর অতিশয় কৃপা-পরবশ হইয়া উঠিলেন।

একদিন এক ব্রাহ্মণ একটি কিশোরী কন্যা লইয়া গিয়া জগন্নাথদেবকে অর্পণ করিলেন। পূর্ব্বে এই ব্রাহ্মণের সন্তান হয় নাই বলিয়া তিনি জগন্নাথদেবের নিকট এই বলিয়া অপত্যপ্রার্থনা করিয়াছিলেন যে প্রথম

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র ভগবানের সেবার জন্য অর্পণ করিবেন, সেই জন্য ব্রাহ্মণ প্রথমজাত কন্যা লইয়া জগন্নাথদেবকে সমর্পণ করিতে আসিয়াছিলেন।

জগন্নাথদেব ব্রহ্মণকে আদেশ করিলেন—"তুমি এই কন্যাকে আমার প্রিয়ভক্ত জয়দেবের হস্তে অর্পণ কর, তাহা হইলে আমি সন্তুষ্ট হইব। যাও ব্রাহ্মণ, শীঘ্র জয়দেবের নিকট গমন করিয়া তাহাকে কন্যা সম্প্রদান কর।"

ব্রাহ্মণ জগন্নাথদেবের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া কন্যার সহিত জয়দেবের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে দেবতার আজ্ঞার কথা বলিয়া কন্যাটিকে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। জয়দেব বিবাহ করিতে অসম্মত হইলে, ব্রাহ্মণ কন্যাটীকে বলিলেন, "জগন্নাথদেবের আদেশে ইনিই তোমার স্বামী। তুমি সুস্থমনে ইঁহার নিকট অবস্থান কর। আমি চলিলাম।"

এই বলিয়া ব্রাহ্মণ কন্যাকে রাখিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। পরমরূপবতী কন্যা পদ্মাবতী জয়দেবসন্নিধানে উপবিষ্টা রহিলেন। অনন্তর জয়দেব তাহাকে সে স্থান হইতে চলিয়া যাইতে বলিলে, পদ্মাবতীর পদ্মপলাশনয়নদ্বয় অশ্রুভারাক্রান্ত হইল। স্বামীর কঠোর ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়া পদ্মিনী পদ্মাবতী অতি করুণস্বরে বলিতে লাগিলেন,—"হে প্রভো! পিতা আমার, জগন্নাথদেবের আদেশে আপনার করে আমাকে সমর্পণ করিয়া চলিয়া গেলেন। আপনিই

আমার জীবনবিধাতা স্বামী! আপনি আমায় ত্যাগ করেন করুন, আমি কিন্তু, প্রাণান্তেও আপনাকে ত্যাগ করিতে পারিব না। কায়মনোবাক্যে আপনার শ্রীচরণ সেবা করিয়া জীবন সার্থক করিব।”

অতঃপর জয়দেব উপায়ান্তর না দেখিয়া পদ্মাবতীর পাণিগ্রহণ করিলেন এবং একটী কুটীর নির্ম্মাণপূর্ব্বক তন্মধ্যে শ্রীরাধামাধব মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া পত্নীকে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত করিলেন।

এই সময়ে জয়দেব রাধামাধবপ্রেমাত্মক অতি মনোহর কাব্য গীত-গোবিন্দ রচনা করেন।

এই প্রেমকাব্য জগতে অতুলনীয়। খণ্ডিতা নায়িকা প্রেমময়ী পরমাপ্রকৃতি রাধার মানভঞ্জন করিতে পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার চরণ মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু জয়দেব ইহা লিখিতে ইতস্ততঃ করিয়া সমুদ্রে স্নান করিতে গমন করিলেন। ইতিমধ্যে শ্রীকৃষ্ণ জয়দেব-রূপ ধারণ করিয়া তাঁহার গৃহে আগমন করতঃ পুস্তকমধ্যে “দেহি পদ-পল্লবমুদারং” এই কয়েকটী কথা লিখিয়া শীঘ্র অন্তর্হিত হইলেন।

কিছুক্ষণ পরে জয়দেব স্নান করিয়া গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলে পদ্মাবতী বিস্মিতভাবে বলিলেন—“আপনি এইমাত্র গ্রন্থ লিখিবার জন্য গৃহে আগমন করিয়াছিলেন, এত কল্প সময়ের মধ্যে আবার কিরূপে সমুদ্রে স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিলেন?”

পদ্মাবতীর বাক্যে জয়দেব অতি বিস্মিত হইয়া অতি শীঘ্র পুঁথি খুলিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তিনি প্রেমে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন।

তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় দিয়া দরবিগলিতধারে প্রেমাশ্রুপাত হইতে লাগিল। তিনি পুলককম্পিতদেহে পদ্মাবতীর চরণ ধারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন—"পদ্মাবতী তুমিই ধন্যা, তোমারই জীবন সার্থক। ইতি-পূর্ব্বে জয়দেবমূর্ত্তিতে যিনি তোমাকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন—তিনিই তোমার প্রকৃত স্বামী। তিনিই জগৎস্বামী নারায়ণ।"

অনন্তর অভিরাম জয়দেবকে একজন ভগবদ্ভক্ত মহাপুরুষ বিবেচনা করিয়া তাঁহার জন্মস্থান কেন্দুবিল্ব দর্শন করিতে অভিলাষী হইলেন। কেন্দুবিল্ববাসী গীতগোবিন্দগায়কগণ অতি আনন্দভরে অভিরামকে পথ প্রদর্শন করিয়া লইয়া গেল। অভিরামের ভক্তগণও তাঁহার অনুগমন করিল।

কৃষ্ণপ্রাণ অভিরাম জয়দেবের মধুরমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া মহা-প্রেমে বিহ্বল হইয়া উঠিলেন। তিনি সেই পবিত্র মূর্ত্তির সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া ভক্তিভরে বলিতে লাগিলেন,—"হে ভক্ত-শিরোমণি! স্বর্গভ্রষ্ট আপনি, ঋষিবংশে জন্মগ্রহণ করতঃ যথার্থ প্রেমসাধনা করিয়া কৃষ্ণপ্রেমসুধাদানে জগৎকে পরিতৃপ্ত করিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মের ব্যভিচার দর্শনে অতি কাতর হইয়া নারায়ণ অগ্রে আপনাকে এই বঙ্গে প্রেরণ করতঃ অধুনা স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়াছেন। যে প্রেমবন্যায় বঙ্গদেশ প্লাবিত হইবে সেই প্রেমসুধাবিন্দু আপনি ইতিপূর্ব্বেই বর্ষণ করিয়া গিয়াছেন। দেব! আপনি যে কার্য্য আরম্ভ করিয়া গিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং দেহধারণ করিয়া সেই কার্য্য পরিসমাপ্ত করিতে

আগমন করিয়াছেন। আপনি আমাদের শিক্ষাগুরুস্থানীয়। আপনাকে প্রণাম।”

অভিরাম ইতিপূর্ব্বে যে সকল বিগ্রহের সম্মুখে প্রণত হইয়াছিলেন, সেই সকল বিগ্রহ তাঁহার অলৌকিক দিব্য তেজঃ সহ্য করিতে না পারিয়া বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে জয়দেবমূর্ত্তি অভিরামের প্রণিপাতে সমধিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সেই মনোরম মূর্ত্তি অধিকতর মনোহরভাব ধারণ করিয়া যেন জীবিতের ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিল। ইহা দর্শন করিয়া সমবেতজনগণ মহাভক্তিভরে ভূলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। দুঃখজ্বালাবিনাশন সুধাময় রাধাকৃষ্ণনাম সহস্র সহস্র মুখে উচ্চারিত হইতে লাগিল। উপস্থিত জনগণের হৃদয় আনন্দোচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।





বিষ্ণুপুর গমন ও মদনমোহন মূর্ত্তিদর্শন।

এইরূপে অভিরাম গোস্বামী বীরভূম জনপদবাসী নরনারীর হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেমামৃতদান করিয়া ক্রমশঃ বাঁকুড়ায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বাঁকুড়ার অধিবাসিবৃন্দ অভিরামের অসাধারণ শক্তি ও ভগবদ্ভক্তি-দর্শনে তাঁহার উপর অতিশয় ভক্তিমান্ হইয়া উঠিল। বিষ্ণুপুরের রাজা পরম সমাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন এবং রাজ্যমধ্যে ধর্ম্মশিক্ষাদান করিয়া প্রজাগণের হৃদয় ভগবৎপ্রেমে অভিষিক্ত করিতে সানুনয় প্রার্থনা করিলেন।

একদিন অভিরাম কতকগুলি ভক্ত সমভিব্যাহারে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন

করিতে করিতে বিষ্ণুপুররাজপ্রতিষ্ঠিত মদনমোহনমূর্ত্তি দর্শন করিতে গমন করিলেন। মদনমোহনের মন্দিরসম্মুখে গমন করিবামাত্র তাঁহার সমস্ত শরীর প্রেমপুলকে কণ্টকিত হইয়া উঠিল। তিনি ভক্তগণের সহিত সুমধুর হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মন্দিরদ্বারে প্রণিপাত করিবা-মাত্র যেন ভূমিকম্প হইতে লাগিল। সমস্ত মন্দির আমূল কম্পিত হইয়া উঠিল।

অভিরাম মহাহর্ষভরে মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বিচ্ছেদের পর প্রাণপ্রিয় সখার সহিত মিলন হইলে প্রাণে যেরূপ মহানন্দরসের আবির্ভাব হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের মদনমোহনমূর্ত্তি দর্শন করিয়া অভিরামের হৃদয়েও মহানন্দের উদয় হইল। মদনমোহনমূর্ত্তির মধ্যে কৃষ্ণশক্তি বর্ত্তমান আছে কিনা উপস্থিত জনগণকে দেখাইবার জন্য তিনি মদনমোহনকে নমস্কার করিলেন। প্রথম নমস্কারে মদনমোহন অবিচল রহিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় নমস্কারে মদনমোহন স্থির থাকিতে না পারিয়া যেন প্রতিনমস্কারচ্ছলেই গ্রীবাদেশ বক্র করিলেন।

এই দৃশ্য দর্শন করিয়া সকলেই অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইল এবং অভিরাম গোস্বামীর ঐশীশক্তি সন্দর্শন করিয়া মহাভক্তিভরে তাহারা তাঁহার পদতলে প্রণত হইল।

অভিরাম প্রণত-ভক্তবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন—"কলির জীবগণকে উদ্ধার করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ নবদ্বীপে আবির্ভূত

হইয়াছেন। তিনি স্বীয় জীবনে কৃষ্ণপ্রেম সাধনা করিয়া প্রেমের বন্যায় দেশ প্লাবিত করিবেন। তাঁহারই ইচ্ছায় আমিও কৃষ্ণপ্রেম বিলাইবার জন্য এই বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছি। কৃষ্ণমূর্ত্তিসকল কেবল জড়-মূর্ত্তি নহে, ইহাদের মধ্যে কৃষ্ণশক্তি বিদ্যমান আছে দেখাইবার জন্য এবং তোমাদের হৃদয় কৃষ্ণপ্রেমরসে অভিষিক্ত করিবার জন্য আমি দেবমূর্ত্তি সকল পরীক্ষা করিয়া বেড়াইতেছি। তোমরা ভক্তিভরে কৃষ্ণারাধনায় নিযুক্ত হও, কৃষ্ণপ্রেম-সাগরে নিমজ্জিত হও, তোমাদের সমস্ত পাপ, তাপ বিদূরিত হইবে, মহানন্দে তোমাদের জীবন পূর্ণ হইবে, তোমরা ইহজীবনে মহাশক্তি লাভ করিয়া জীবনান্তে কৃষ্ণ-সাযুজ্য লাভে সমর্থ হইয়া চিরধন্য হইবে।





বগড়ীর কৃষ্ণরায় দর্শন।

অভিরাম গোস্বামী বিষ্ণুপুরে কিছুদিন অবস্থান করিয়া তত্রত্য অধিবাসিবৃন্দকে কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত করিয়া তুলিলেন। অনন্তর তিনি বগড়ীর কৃষ্ণরায় সন্দর্শনে অভিলাষী হইয়া ভক্তগণসমভিব্যাহারে বগড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অভিরাম কৃষ্ণরায়ের মনোহর মূর্ত্তির সম্মুখে অতি প্রেমভরে কৃষ্ণবন্দনা করিতে আরম্ভ করিলেন। কৃষ্ণরায়ের শ্যাম তনু ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল। তখন অভিরাম মহানন্দে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন—"দেখ! দেখ! আমার প্রিয়সখার নয়নাভিরাম দেহ ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিয়াছে! নয়নদ্বয় দিব্যজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়াছে! মধুর হাস্যরেখা প্রবালগঞ্জিত অধরপ্রান্তে অঙ্কিত হইয়া অপরূপ শোভাধারণ করিয়াছে! সখা যেন আমার গোচারণে ক্লান্ত হইয়া বৃক্ষতলে ত্রিভঙ্গিমঠামে দণ্ডায়মান হইয়াছেন! সুন্দর শ্যামতনু স্বেদাম্বুপূর্ণ হইয়া যেন বারিভারাক্রান্ত নবজলধরের প্রাণারাম

সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছে। হাস্যরূপ চপলা জলদদেহে ক্রীড়া করিয়া নয়নমন তৃপ্ত করিতেছে। সখা যেন কাতর হইয়া আমাকে আহ্বান করিতেছেন। দাও, দাও, আমার হস্তে চামর আনিয়া দাও। সখাকে ব্যজন করিয়া তাঁহার ক্লেশাপনোদন করি।"

ভক্তগণ শশব্যস্তে চামর আনিয়া অভিরামের হস্তে অর্পণ করিল। অভিরাম তখন বাহ্যজ্ঞানশূন্য। তিনি যেন গোকুলে গোচারণ কালে ক্লান্ত সখার ক্লান্তি দূর করিবার জন্য তাঁহাকে ব্যজন করিতে লাগিলেন।

ভক্তগণ অভিরাম গোস্বামীর এই মহাভাব দর্শন করিয়া তারস্বরে হরিধ্বনি করিতে লাগিল। ভগবৎপ্রেমে সকলের প্রাণ পূর্ণ হইয়া উঠিল। অভিরামকে কৃষ্ণসখা বলিয়া সকলেরই হৃদয়ে দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল।

ঐশীশক্তিসম্পন্ন মহাপ্রাণ অভিরাম গোস্বামী এইরূপে যে যে স্থানে গমন করিতে লাগিলেন, তত্রত্য আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই তাঁহাকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিতে লাগিল। তাঁহার বাক্য বেদবাক্যের ন্যায় সত্য বিবেচনা করিয়া তাহারা তাঁহার শিক্ষা শিরোধার্য্য করিল।





বায়ড়ায় গমন।

অনন্তর অভিরাম গোস্বামী বায়ড়ায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই সময়ে রণজিৎ রায় নামক একজন মহাশক্তিসাধক রাজা বায়ড়ায় রাজত্ব করিতেন। তিনি এক প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন। রাজা রণজিৎ ঐ সরোবরে এক সুদীর্ঘ, বিপুলায়তন 'মালজাট' প্রোথিত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। বহুসংখ্যক বলবান্ ব্যক্তি ঐ 'মালজাট' তুলিয়া দীর্ঘিকামধ্যে নিহিত করিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা কিছুতেই উহা উত্তোলন করিতে পারিতেছিল না

দৈবশক্তিসম্পন্ন অভিরাম ঠিক সেই সময়ে ঐ স্থান দিয়া গমন করিতেছিলেন। তিনি এই ব্যাপার দর্শনে কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া কিছুক্ষণ সরোবরতীরে দণ্ডায়মান রহিলেন। অতঃপর তিনি যখন দেখিলেন যে সমবেত ব্যক্তিবর্গ কোনক্রমেই প্রকাণ্ড 'মালজাট' তুলিতে পারিতেছে না, তখন তিনি স্বয়ং ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিতে অভিলাষী হইলেন।

অভিরাম তাঁহার মনোগতভাব প্রকাশ করিলে রাজা রণজিৎ তাহাতে সম্মত হইলেন। তখন গোবর্দ্ধনধারীকৃষ্ণসখা অভিরাম অবলীলাক্রমে 'মালজাটটী' উত্তোলন করিয়া সরোবর মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহার এই অদ্ভুত-শক্তি সন্দর্শন করিয়া সকলেই ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। রাজা রণজিৎ মহাপ্রীত হইয়া উৎসাহদানচ্ছলে তাঁহার পৃষ্ঠদেশে ধীরে ধীরে চপেটাঘাত করিতে লাগিলেন।

রাজার এবংবিধ আচরণে অভিরাম অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার দিকে সকোপদৃষ্টিপাত করিলেন। যাঁহার অলৌকিক তেজঃ সহ্য করিতে না পারিয়া প্রস্তরনির্ম্মিতদেবমূর্ত্তি সকলও বিদীর্ণ হইয়া যায়, সেই মহাতেজস্বী অভিরামের নয়ননিষ্ক্রান্ত বৈদ্যুতিকশক্তি রণজিৎ অনায়াসে সহ্য করিল দেখিয়া তিনি অতিশয় বিস্মিত হইলেন। তখন তিনি ধ্যানযোগে জানিতে পারিলেন যে রাজা রণজিৎ দৈববলে বলীয়ান্। শক্তিসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া রণজিৎ মহাশক্তিমান্। ঐশীশক্তি তাঁহার দেহমধ্যে অবস্থিত থাকিয়া তাঁহাকে সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছে।

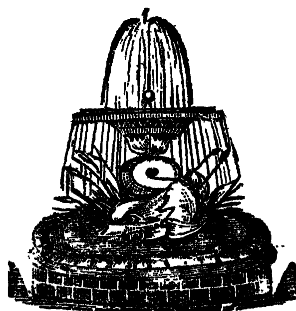
অভিরাম বুঝিতে পারিলেন যে রাজা রণজিৎ মহাশক্তির কৃপালাভ করিয়া অত্যন্ত উদ্ধতপ্রকৃতি হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং পরার্থপ্রাণ অভিরাম পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য ঐ উগ্রস্বভাব নরপতির শক্তি হরণ করিলেন।

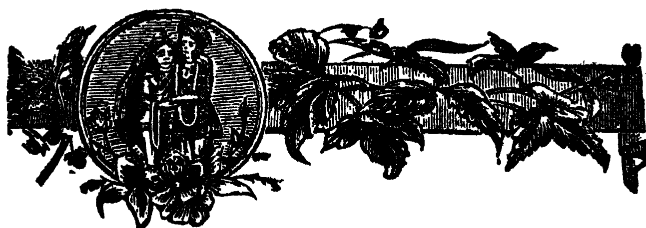
এই ধরাধামে দেখিতে পাওয়া যায় যখনই কোন মানব ভগবানের দয়ায় শক্তিশালী হইয়া সেই শক্তির সদ্ব্যবহারের পরিবর্ত্তে অপব্যবহার করে, তখনই পরমন্যায়পরায়ণ, করুণাময় পরমেশ্বর ধরিত্রীর শান্তি-রক্ষার জন্য তাহার সমস্ত শক্তি নষ্ট করিয়া দেন।

রাজা রণজিতের পক্ষেও তাহাই হইল। তিনি দেবীর দয়াবলে বহুযুদ্ধে জয়লাভ করিয়া রাজ্যস্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন। একজন সামান্য ভূস্বামী হইয়া নবাবীসৈন্যগণকেও সম্মুখসমরে পরাস্ত করিয়াছিলেন। তৎকালে তিনি বঙ্গদেশে অপ্রতিহতপ্রভাবসম্পন্ন একজন মহাবীর বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। বীর্য্যে ও প্রতাপে তাঁহার সমকক্ষ বীর তৎকালে সমস্ত বঙ্গদেশে ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই সকল কারণে রণজিৎ ঘোর দাম্ভিক হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি যে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া এতদূর শক্তিমান্ হইয়াছিলেন, সেই সাধনার মূলমন্ত্র বিস্মৃত হইয়া শক্তির অপব্যবহারে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি সাধারণ সংসারাসক্ত জীবের ন্যায় ঘোর বিষয়মদে মত্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তজ্জন্যই ভগবান্ সেই শক্তি হ্রাস করিবার অভিপ্রায়ে অভিরাম গোস্বামীকে রণজিতের সম্মুখে প্রেরণ করিলেন।

মহাশক্তিশালী অভিরামও রণজিতের আর কোন অনিষ্ট না করিয়া জগতের কল্যাণকামনায় কেবলমাত্র তাঁহার দৈবশক্তি হরণ করিলেন।

তদনন্তর অভিরাম গোস্বামী বায়ড়া-রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণনগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার বালকোচিত সরলতা, অপার করুণা, অনন্তপ্রেম ও অলৌকিক শক্তি সন্দর্শন করিয়া সকলেই তাঁহার পদানত হইয়া পড়িতে লাগিল। যে স্থানে তিনি গমন করিতে লাগিলেন তত্রত্য নরনারিগণ ভগবানের স্বরূপবোধে তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিল।





মালিনীর সহিত অভিরামের মিলন।

অভিরাম গোস্বামী কৃষ্ণনগরের নিকটবর্ত্তী কাজীপুর গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একদিন প্রাতঃকালে তিনি, নদীতীরে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন—নদীর অন্য পারে মালিনী-দেবী পরিচারিকাগণসমভিব্যাহারে স্নান করিতেছেন।

অভিরাম স্বীয় শক্তিস্বরূপা প্রাণপ্রিয়া মালিনী-দেবীকে দর্শন করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তিনি তখন প্রেমোন্মত্ত হইয়া তাঁহাকে আহ্বান করিলেন।

মালিনীদেবীও তাঁহার আরাধ্যদেবকে নদীতীরে দণ্ডায়মান দেখিয়া সন্তরণ দ্বারা তৎক্ষণাৎ নদী পার হইলেন। পরিচারিকাগণ মালিনী-দেবীর এই অদ্ভুত সন্তরণশক্তি দেখিয়া মহাবিস্ময়ে কাষ্ঠ-পুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহাদের মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

অনন্তর মালিনীদেবী তাঁহার হৃদয়দেবতার চরণতলে স্বীয় মস্তক লুণ্ঠিত করিলেন। প্রেমসাধক অভিরাম প্রেমময়ী মালিনীর সুকোমল ভুজবল্লী ধারণ করিয়া তাঁহাকে সস্নেহে উত্তোলন করিলেন। তৎপরে উভয়ে নানা কথা কহিতে কহিতে নদীতীর ধরিয়া পরম সুখে গমন করিতে লাগিলেন।

এদিকে মালিনীদেবীর পরিচারিকাগণ যখন দেখিল যে তাহাদের কর্ত্রী নদীপার হইয়া একজন সাধুর সহিত চলিয়া যাইতেছে, তখন তাহারা আর ক্ষণকাল অপেক্ষা না করিয়া দ্রুতপদে কাজীগৃহে গমন করিল এবং কাজীকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিল।

যখন কাজী দাসীগণের নিকট শ্রবণ করিল—যে মালিনী সন্তরণ দ্বারা নদী পার হইয়া একজন সন্ন্যাসীর সহিত বহুদুর চলিয়া গিয়াছে, তখন আর তাঁহার ক্রোধের সীমা রহিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হইলেন এবং বহুসংখ্যক সশস্ত্র লোকজনের সহিত নদী পার হইয়া মালিনীর অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইলেন।

তটিনীতীর ধরিয়া কিছুদুর গমন করিবার পর কাজী সাহের বিল্লোক গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই গ্রামে অন্বেষণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন—মালিনী একজন সন্ন্যাসীর সহিত নদীতীরে বসিয়া আছেন।

তখন কাজীর রোষানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। নিষ্কোষিত তরবারি তাঁহার দক্ষিণকরে ঝলসিতে লাগিল। তিনি দুর্বৃত্ত সন্ন্যাসীর

শিরশ্ছেদন করিবার অভিপ্রায়ে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু সন্ন্যাসীর মুখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবামাত্র তাঁহার পাবকশিখাসমুজ্জ্বল-লোচনদ্বয়নিঃসৃত তড়িৎশক্তি কাজীর সমস্ত তেজঃ যেন ধ্বংস করিয়া দিল। তাঁহার দেহ অবসন্ন হইয়া পড়িল। তাঁহার মস্তক ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। তাঁহার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। তখন তিনি অসি কোষবদ্ধ করিয়া ধীরে ধীরে সন্ন্যাসীর নিকট গমন করিলেন এবং তিরস্কারচ্ছলে বলিতে লাগিলেন—"তুমি সন্ন্যাসী। তুমি কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করিয়া বিষয়বিরাগী হইয়াছ। তবে কেন আবার নারীসঙ্গলাভে প্রয়াসী হইয়াছ ? যদি তোমার বাসনার তৃপ্তি না হইয়া থাকে, তবে পুনরায় সংসারাশ্রম অবলম্বন করিয়া দারপরিগ্রহ কর। পরনারী গ্রহণ করিয়া আর পবিত্র সন্ন্যাসীনাম কলঙ্কিত করিও না !"

কাজী সভয়প্রাণে অভিরামকে এইরূপ তিরস্কার করিতেছেন, অভিরাম অচল অটলের ন্যায় নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছেন—এমন সময় গ্রামস্থ ব্যক্তিগণ এই ব্যাপার দেখিবার জন্য সেই স্থানে উপস্থিত হইল। তাহারা সকলেই সন্ন্যাসীকে ধিক্কার দিতে লাগিল। তাহারা বলিতে লাগিল—"যে পাপিষ্ঠ, সন্ন্যাসী হইয়া রমণীর প্রণয়পাশে আবদ্ধ হয়, তাহার মুখদর্শন করিলে পাপস্পর্শ হইয়া থাকে। অতএব এই কপট সাধুকে এই স্থান হইতে দূর করিয়া দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত। তাহা না হইলে পাপাত্মা যবনীর সহিত এই গ্রামেই বাস করিবে।

উপস্থিতজনগণ যখন সকলেই এইরূপে অভিরামকে তিরস্কার

করিতে লাগিল, তখন তিনি মনে মনে মালিনীর অলৌকিকশক্তি লোকসমক্ষে প্রকাশিত করিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি অদূরে নদীতটে দেখিতে পাইলেন এক অতি প্রকাণ্ড, বিশাল কাষ্ঠখণ্ড স্রোতস্বতী-সৈকতে পতিত রহিয়াছে। এত বড় কাষ্ঠ শতাধিক লোকেও উত্তোলিত করিতে সমর্থ হইবে না।

তখন অভিরাম অতি ক্ষিপ্রতার সহিত নদীতীরে গমন করিলেন এবং সেই সুবৃহৎ কাষ্ঠ অনায়াসে উত্তোলন করিয়া উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে উহা তুলিতে বলিলেন।

তখন লোকসকল বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে অভিরামের এই অলৌকিক শক্তি দর্শন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল—শত শত লোকের সমবেত চেষ্টায় যে কার্য্য সম্পন্ন হয় নাই, তাহা কিরূপে এই ব্যক্তি অনায়াসে সম্পন্ন করিল। নিশ্চয়ই এই সন্ন্যাসী দৈববলে বলীয়ান্ হইবে।

এইরূপ চিন্তা করিয়া তাহারা অভিরামের নিকট অতি বিনীতভাবে তাহাদের অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিল।

তখন অভিরাম মালিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"অয়ি রমণি! তুমি দেখিতে পাইতেছ যে এই সকল পুরুষ সমবেতশক্তি প্রয়োগ করিয়াও সামান্য কাষ্ঠখণ্ডটি উত্তোলন করিতে সমর্থ নহে। এক্ষণে তুমি আসিয়া এই কাষ্ঠ উত্তোলন কর।"

মালিনীদেবী অভিরামের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া মন্থর-গমনে নদীসৈকতে উপস্থিত হইলেন এবং অবলীলাক্রমে সেই বিপুলায়তন কাষ্ঠখণ্ড তুলিয়া ধরিলেন।

মালিনীর এই অদ্ভুত কার্য্য অবলোকন করিয়া সকলেই যারপর-নাই আশ্চর্য্যান্বিত হইল। তাহারা মনে মনে স্থির করিল—রমণী মানবী নহে, নিশ্চয়ই কোন দেবকন্যা। মানুষের এইরূপ শক্তি কখনও সম্ভব নহে।

অভিরাম উপস্থিত জনগণের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া মালিনী-দেবীর হস্ত হইতে সেই প্রকাণ্ড কাষ্ঠ গ্রহণ করিলেন এবং ঐশীশক্তি-বলে উহাকে একটী ক্ষুদ্র মুরলীতে পরিণত করিলেন!

তদনন্তর তিনি নদীতীরবর্ত্তী এক বিশাল বকুলবৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইয়া মুরলীসহযোগে রাধাকৃষ্ণ নাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। বিদ্যুতাকৃতি মালিনীদেবী সহাস্যবদনে অভিরাম গোস্বামীর পার্শ্বে উপবেশন করিলেন।

এই অপূর্ব্ব কার্য্যকলাপ সন্দর্শন করিয়া সকলে অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মুরলী-যন্ত্রোত্থিত অমৃতনিষ্যন্দি 'রাধাকৃষ্ণ' নাম শ্রবণ করিয়া সকলের প্রাণে মহা প্রেমরসের আবির্ভাব হইল। তাহারা অননু-ভূতপূর্ব্ব আনন্দে বিভোর হইয়া হরিনাম গান করিতে করিতে অভিরাম গোস্বামী ও মালিনীদেবীর পদ-প্রান্তে নিপতিত হইল এবং পূর্ব্বকৃত অপরাধের জন্য তাঁহাদের নিকট বারংবার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল।

কাজী তখন নতজানু হইয়া অতিবিনীতভাবে মালিনীদেবীকে বলিতে লাগিলেন—"দেবি! আপনি এত দিন দয়া করিয়া আমার ভবন পবিত্র করিয়া রাখিয়াছিলেন। অধম আমি, অনেক বার আপনার বহু অমানুষিক কার্য্য নয়ন-গোচর করিয়াও আপনার প্রকৃত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। দেবি! আশীর্ব্বাদ করুন—যেন ঈশ্বরে ভক্তি হয়—যেন সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ভগবৎপ্রেমসাগরে নিমজ্জিত হইতে পারি—যেন সুখ-দুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া চিরানন্দময়কে হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই।"

মালিনীদেবী কাজীর ভক্তিভাবদর্শনে তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—"কাজীসাহেব, তোমার জন্মান্তরীণ বহু সুকৃতিফলে আমি তোমার গৃহে গমন করিয়াছিলাম। আন্তরিক যত্নসহকারে তুমি আমার সেবা করিয়াছিলে। সেই পুণ্যফলে তোমার হৃদয় পাপশূন্য হইয়াছে। তুমি ভগবৎকৃপালাভে সমর্থ হইয়াছ। এক্ষণে গৃহে গমন করিয়া সুখে-স্বচ্ছন্দে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ কর। আমার শক্তি তোমার দেহমধ্যে অবস্থিত থাকিয়া পাপ, তাপ হইতে সর্ব্বদা তোমায় রক্ষা করিবে। আর এই কাজীপুর গ্রাম অদ্য হইতে খানাকুল নামে পরিচিত হইবে।

মালিনীদেবীর বাক্য শ্রবণ করিয়া কাজী অতি নম্রভাবে বলিতে লাগিলেন—"দেবি! আপনার আশীর্ব্বাদে আমি কৃতার্থ হইলাম। আপনার আজ্ঞা আমার সর্ব্বথা শিরোধার্য্য। কিন্তু আপনি কি কারণে এই গ্রামের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া খানাকুল রাখিলেন তাহা জানিবার

জন্য আমার অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে। দয়া করিয়া আমার কৌতুহল নিবারণ করুন্।"

কাজীর কথা শেষ হইলে মালিনীদেবী হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"আমার আহারের জন্য তুমি যে সকল খাদ্য প্রদান করিতে তন্মধ্যে যাহা আমি অপবিত্র-জ্ঞানে গ্রহণ করিতাম না, তাহা এই নদীকুলে প্রোথিত করিতাম। 'খানা' কুলে পুঁতিয়া ফেলিতাম বলিয়া এই গ্রামের নাম 'খানাকুল' রাখিলাম। যাও, এক্ষণে তুমি গৃহে গমন কর।"

অনন্তর কাজীসাহেব মালিনীদেবীকে পরিত্যাগ করিয়া অতি ক্ষুণ্ণ-মনে সদলবলে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তদবধি তিনি যেন সম্পূর্ণ নূতন লোক হইয়া গেলেন। তিনি সমস্ত যাবনিক আচার-ব্যবহার ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবাচার অবলম্বন করিলেন। দিবানিশি 'রাধাকৃষ্ণ' নাম জপ করিতে করিতে তাঁহার হৃদয় ভগবৎপ্রেমে পূর্ণ হইল। হিংসাদ্বেষ তাঁহার পবিত্র প্রেমবারিবিধৌতহৃদয়কন্দর হইতে চিরকালের জন্য অপসারিত হইল। শান্তি তাঁহার জীবনকে অমৃতময় করিয়া তুলিল। সুখ, দুঃখ, মান, অপমান, লাভ, অলাভ, জয়, পরাজয়, তাঁহার নিকট সমান হইয়া দাঁড়াইল। ভগবৎকৃপায় তিনি এই মহাদুঃখপূর্ণ মর্ত্তধামে অমরবাঞ্ছিত ভূমানন্দ লাভ করিয়া ধন্য হইলেন।





মালিনীকে খানাকুলে প্রচ্ছন্নভাবে রাখিয়া অভিরাম গোস্বামী নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যের সহিত মিলিত হইলেন।

কাজীসাহেব সদলবলে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। গ্রামবাসী জনগণও অভিরাম ও মালিনীদেবীর পদপ্রান্তে প্রণতঃ হইয়া স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিল। তখন অভিরাম মালিনীকে সম্বোধন কবিয়া বলিতে লাগিলেন—"বঙ্গদেশে আমাদের আবির্ভাবের কারণ তুমি বোধ হয় অবগত আছ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সনাতন আর্য্যধর্ম্মের গ্লানিদর্শনে অতিশয় ব্যথিত হইয়া নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য নামে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। কৃষ্ণগতপ্রাণা রাধা যে উন্নতপ্রেমসাধনাবলে শ্যামসমাধিতে মগ্ন হইতে সমর্থ হইয়াছিল, রাধার সেই নিঃস্বার্থ স্বর্গীয় প্রেম সাধারণ নরনারী

হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া তাহাকে কামভাবে দর্শন করিতেছে। তাহারা বুঝিতে পারিতেছে না—রাধাকৃষ্ণের প্রেম সামান্য নরনারীর আসঙ্গলিপ্সা হইতে কিসে উন্নত? বৃকভানুনন্দিনী রাধার এই দেবাদিদেববাঞ্ছিত অমূল্য প্রেম তাহাদের নিকট ঘৃণিত ব্যভিচার বলিয়া বিবেচিত হইতেছে।

সেই জন্য শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় জীবনে প্রেম-সাধনা করিয়া মহাভক্তি-মতী রাধার শুদ্ধসত্যপ্রেম সাধারণ নর-নারীকে বুঝাইবার জন্য শরীর পরিগ্রহ করিয়াছেন। যদিও তিনি সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়াছেন বটে তথাপি তিনি কৃষ্ণপ্রেমে সদা উন্মত্ত। তিনি একাধারে পুরুষ প্রকৃতির মিলন। তিনি অন্তরে কৃষ্ণ, বাহিরে রাধা। তিনি রাধার প্রেমঋণ পরিশোধ করিবার জন্যই নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার দ্বাপর যুগের সখাসখীগণ সকলেই প্রকৃতিভাব আশ্রয় করিয়া পুরুষরূপে আবির্ভূত হইয়াছে।

ইহজীবনে শ্রীচৈতন্য প্রকৃতিভাবে পরমপুরুষের সহিত মিলিত হইয়া—অর্থাৎ তাঁহার হ্লাদিণী-শক্তি কঠোর সাধনাবলে উদ্বুদ্ধ করিয়া সহস্রারস্থিত পরম শিবের সহিত সম্মিলিত করিয়া—জগৎকে বুঝাইবেন যে মানবের ইন্দ্রিয়গ্রামসমন্বিতদেহ প্রকৃতির খেলা মাত্র; সুতরাং প্রকৃতি-ভাবে সাধনা করিলেই পরমপুরুষ পরমাত্মার সহিত সঙ্গত হওয়া মানবের পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক। সাধনাবলে মানবের দেহস্থিত মহাশক্তি উদ্বুদ্ধ হইলেই উহা প্রেমবলে আকর্ষিত হইয়া পরমশিবের সহিত সম্মিলিত হয়।

তখন সুখ-দুঃখ থাকে না ; হিংসা-দ্বেষ থাকে না ; আপন পর থাকে না। তখন সব একাকার। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মময়। তখন এক অননুভূতপূর্ব্ব, অনির্ব্বচনীয় ভূমানন্দ লাভ করিয়া মানব ধন্য হয়। তখন মানব সচ্চিদানন্দরূপে অবস্থান করিয়া ভগবানের স্বরূপত্ব লাভ করে।

তাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, চৈতন্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়া রাধার ন্যায় মহাপ্রেম সাধনা করিবেন। উচ্চ, নীচ. ধনী, নির্ধন, পণ্ডিত, মূর্খ তিনি সকলকেই বক্ষে টানিয়া আনিয়া সেই অমূল্য প্রেমরত্ন দান করিবেন। তাঁহার এই কার্য্যের সাহায্য করিবার জন্য আমি বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছি এবং ইতিমধ্যে কার্য্যও আরম্ভ করিয়া দিয়াছি। এক্ষণে শ্রীচৈতন্যের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আমাকে নবদ্বীপ গমন করিতে হইবে।

মালিনীদেবী অভিরাম গোস্বামীর বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিলেন—"হে প্রিয়! আপনার মুখনিঃসৃত অমৃতোপম বচনপরম্পরা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। কিন্তু নাথ! আমি বুঝিতে পারিলাম না—কি জন্য নটবর শ্যাম ও শ্যামসোহাগিনী রাই একই দেহ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইলেন ; কেনই বা গোপীজনবল্লভ মস্তক মুণ্ডন করিয়া সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিলেন, আর কেনই বা তাঁহার সখিগণ প্রায় সকলেই পুরুষাকৃতি ধারণ করিলেন। ইহাতে জগতের কি উপকার সাধিত হইবে, দয়া করিয়া আমাকে বুঝাইয়া দিন।"

মালিনীর কথা শেষ হইলে অভিরাম বলিলেন—"কৃষ্ণময়জীবিতে!

তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি বর্ত্তমান কালের সঙ্কীর্ণচেতা মানব, নর-নারীর প্রেমভাবকে কামরূপে দর্শন করে। তাহারা রাধাকৃষ্ণের অপূর্ব্ব প্রেমলীলা হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ। সেই জন্য শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় প্রকৃতির সহিত সম্মিলিত হইয়া এক দেহ ধারণ করতঃ সাধারণ জীবের ভক্তি আকর্ষণ করিবার আশায় সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছেন। রাধা যেমন শ্রীকৃষ্ণকে প্রাণবল্লভ বলিয়া মধুরভাবে উপাসনা করিয়াছিল—শ্রীচৈতন্যও তদ্রূপ ভগবান্‌কে জীবিতেশ্বর জ্ঞান করিয়া মধুরভাবে তাঁহার উপাসনা করিবেন।

তাঁহার শিক্ষায় নরনারীর প্রেমশূন্য হৃদয় ভগবৎপ্রেমে পূর্ণ হইয়া উঠিবে। মহানন্দসাগরে সমস্ত দেশ নিমজ্জিত হইবে।"

অভিরাম গোস্বামীর বাক্য শ্রবণ করিয়া মালিনী বলিলেন—"আপনি যদি নবদ্বীপ গমন করেন, আমি কোথায় কিরূপে অবস্থান করিব?"

অভিরাম। তুমি অপ্রকটভাবে এই মুরলীমধ্যে অবস্থান করিবে। এই মুরলী আমি অতি গোপনীয় স্থানে রাখিয়া যাইব। শ্রীচৈতন্যের সহিত শীঘ্রই আমি আবার এই স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছি।

এই কথা বলিয়া অভিরাম গোস্বামী রত্নাকর নদের জলে স্নানার্থ অবতরণ করিলেন।

এইরূপ প্রবাদ আছে স্নান করিবার সময় নদীর স্রোতে তাঁহার কৌপীন ভাসিয়া যায়। ইহাতে অভিরাম অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া রত্নাকর নদকে এই বলিয়া শাপ প্রদান করেন—"তুমি অহঙ্কারে উন্মত্ত হইয়া

আমার কৌপীন হরণ করিলে। তোমার এই গর্ব্ব শীঘ্রই খর্ব্ব হইবে। তোমার স্রোতোবেগ প্রশমিত হইয়া যাইবে। তিন শত বৎসর অন্ধবৎ অবস্থান করিবার পর তুমি একটী চক্ষু প্রাপ্ত হইবে এবং 'কানা' নামে অভিহিত হইবে।"

প্রবল রত্নাকর নদ এক্ষণে অতি সামান্য সরিতে পরিণত হইয়াছে। অধুনা ইহা 'কানা' নামেই পরিচিত। এই 'কানা' নদ খানাকুলের পশ্চিম প্রান্ত দিয়া প্রবাহিত।

অনন্তর অভিরাম গোস্বামী মালিনীকে প্রচ্ছন্নভাবে খানাকুল গ্রামে অবস্থান কবিতে অনুমতি করিয়া শ্রীচৈতন্যদর্শন-লালসায় নবদ্বীপ অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তিনি যে যে গ্রামের উপর দিয়া গমন করিতে লাগিলেন সেই সেই গ্রামবাসী জনগণ তাঁহার দেবস্বভাব সন্দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি অতিশয় ভক্তিমান্ হইয়া উঠিল। তিনি সকলকে মধুর কৃষ্ণনামসুধা বিলাইতে বিলাইতে সুরধুনীপুলিনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

অনন্তর গঙ্গাতীর ধরিয়া অভিরাম নবদ্বীপে উপনীত হইলেন।





শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত অভিরামের কথোপকথন।

অভিরাম গোস্বামী নবদ্বীপে আসিয়া শ্রীচৈতন্যের নিকট উপস্থিত হইলেন। চৈতন্যদেব অভিরামকে দর্শন করিয়া মহোল্লাসে জিজ্ঞাসা করিলেন—"সখে, তুমি কোন্ স্থান হইতে এক্ষণে নবদ্বীপে আগমন করিতেছ? তোমাকে দেখিবামাত্র আমার প্রাণ-মন প্রেমে বিভোর হইয়া উঠিতেছে। তুমিই আমার লীলার প্রধান সহায়। তুমি আমি অভিন্ন। তুমি আমার মনোভাব সকলই অবগত আছ। এক্ষণে কৃষ্ণলীলার ন্যায় গৌরলীলা সুসম্পন্ন করিয়া আমার বাসনা পূর্ণ কর!

অভিরাম। সখে! আমি বহুদেশ ভ্রমণ করিতে করিতে নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। তোমার বাসনা অবগত হইয়াই রাধাকৃষ্ণ-প্রেম বিলাইতে আরম্ভ করিয়াছি। কিন্তু স্বয়ং তোমাকে দুই একটী

কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে। তুমি বৃন্দাবনলীলাকালে শ্রীমতী রাধার নিকট ঋণী আছ। শ্রীমতী আপন ভুলিয়া যেমন তোমার ভজনা করিয়াছিল, তোমাকেও সেরূপ আপন ভুলিয়া সাধনা করিতে হইবে। কৃষ্ণপ্রেমবিহ্বলা রাধিকা যেমন 'হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ!' বলিয়া অচেতন হইয়া পড়িত, তোমাকেও তদ্রূপ 'রাধা রাধা' বলিয়া অনন্তপ্রেমসাগরে নিমজ্জিত হইতে হইবে। তবেই তুমি প্রেমময়ী রাধার প্রেমের ঋণ শোধ করিতে সমর্থ হইবে।

শ্রীচৈতন্য। আমরা সকলেই রাধার নিকট ঋণী। শ্রীমতী দাস্য-ভাবে সকলকেই সেবা করিয়াছেন। তিনি স্বীয় হস্তে সকলকেই ভোজন করাইয়াছেন। আবার সখ্যভাবেও সকলের সহিত ব্যবহার করিয়াছেন। অতএব আমরা সকলেই রাধাগুণ গান করিয়া জগতের পাপ তাপ দূর করিব।"

অভিরাম। সখে! তবে আর বিলম্বের আবশ্যকতা নাই। এস, আমরা রাধাপ্রেম আস্বাদ করিয়া ভক্তগণকে সেই মহামৃতের প্রসাদ বণ্টন করি। এস, রাধানাম প্রচার করিয়া জীবগণকে দুস্তরভব-জলধি হইতে উদ্ধার করি; রাধার গুণ ঘোষণা করিয়া ধন্য হই।

শ্রীচৈতন্য। বন্ধো! রাধানামের শক্তি যে কত মহীয়সী তাহা আমিও সম্যক্ পরিজ্ঞাত নহি। শত শত বার কৃষ্ণনাম করিলে যে ফল হয়, একবার রাধানাম উচ্চারণ করিলে তাহা অপেক্ষা অধিক ফলোদয় হইয়া থাকে। যে মূঢ় কোটীহ্লাদিনীশক্তিস্বরূপা রাধার নাম

প্রথমে উচ্চারণ না করিয়া কৃষ্ণনাম গ্রহণ করে, তৃষ্ণানিবারণার্থ বারি-হীন কুম্ভান্বেষীর ন্যায় তাহার সমস্ত সাধনা ব্যর্থ হয়। যে ব্যক্তি রাধা-বিহীন কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করে, তিলার্দ্ধও তাহার সঙ্গ করিতে আমি ইচ্ছা করি না।

অভিরাম। আমরা বৈরাগী হইয়া জনসমাজে বৃন্দাবনলীলা প্রচার করিব। মহানন্দে রাধাগুণগান করিয়া ভ্রমণ করিব। রাধাকৃষ্ণলীলা যাজন করিয়া নরনারীর হৃদয় প্রেমপূর্ণ করিয়া দিব। প্রথমে হরি-সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিব। কারণ কলিযুগে সর্ব্ববেদসার হরিনাম ভিন্ন জীবের অন্য গতি নাই। সর্ব্বাচারবিবর্জ্জিত, ঘোরতমসাচ্ছন্ন কলিকালের জীবকে মহা অবিশ্বাসী দেখিয়া ত্রিভঙ্গ গোলোকেশ্বর আপনি শচীগর্ভে আবির্ভূত হইয়াছেন। আপনার আচরণ দেখিয়া অবিশ্বাসীর হৃদয়ে বিশ্বাসের উদয় হইবে, পাপীর হৃদয়াকাশে প্রেমচন্দ্র উদিত হইয়া পাপান্ধকার দূর করিয়া দিবে। আপনার মুখে রাধাকৃষ্ণ নাম শ্রবণ করিয়া মহাপাপীর প্রাণেও ভগবৎপ্রেমের আবির্ভাব হইবে। আমরা রাধাকৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিয়া জীবকুল উদ্ধার করিব। কিন্তু প্রথমে উড়িষ্যায় গমন করিয়া প্রেমের প্রচার আরম্ভ করিতে হইবে।

সেখানে জগন্নাথদেব অপ্রকটভাবে অবস্থান করিতেছেন। আপনি শক্তিসঞ্চার করিয়া জগন্নাথদেবকে প্রকাশ করিবেন। জগন্নাথমূর্ত্তি দর্শন করিয়া জীবগণ অনায়াসে এই ভবসাগর পার হইয়া পরমপদ লাভ করিতে সমর্থ হইবে।

শ্রীচৈতন্য। ভাই অভিরাম, তুমি আমার প্রাণের কথাই বলিয়াছ। নারায়ণের অনন্তশয্যা রত্নাকর সমুদ্র দর্শন করিবার জন্য আমার প্রাণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। চল, সকলে মিলিয়া জগন্নাথদর্শনে গমন করি। কিন্তু আমরা যে উড়িষ্যা দেশে গমন করিতেছি এ কথা যেন কেহ না জানিতে পারে। আমরা শাস্ত্রচর্চ্চা করিবার ছলে গৃহ হইতে যাত্রা করিব।

চৈতন্যদেবের কথায় সকলে সম্মত হইয়া স্ব স্ব গৃহ হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং একদিন প্রাতঃকালে একত্র মিলিত হইয়া হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে অদ্বৈতাচার্য্যের ভবনে উপস্থিত হইলেন। সেই দিন সকলে অদ্বৈতাচার্য্যের আলয়ে অবস্থান করিয়া মহামহোৎসব করিলেন।

পরদিন শ্রীচৈতন্য অভিরামকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"সখে! চল, এক্ষণে আমরা কুলিয়া গ্রামে গমন করি। কুলিয়া অতি পবিত্র স্থান। সে স্থানের লোকগণ সকলেই কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ। এমন কি অতিনীচ ডোমগণও কৃষ্ণগুণ গান কবিতে করিতে শুকর চরাইয়া বেড়ায়।"

চৈতন্যদেবের বাক্যানুসারে সকলেই কুলিয়া গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা প্রেমোন্মত্ত হইয়া রাধাকৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রোত্রতৃপ্তিকর সুমধুর সঙ্কীর্ত্তনশব্দ শ্রবণ করিয়া গ্রামবাসীগণ সাগ্রহে সেই স্থানে আগমন করিল। কীর্ত্তনকারীগণের জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি ও প্রেমোন্মত্ত ভাব অবলোকন করিয়া তাহাদের মনে

হইল যেন শুকনারদাদি ঋষিগণ এই পাপপূর্ণ কলিকালে আবির্ভূত হইয়া জ্বালাময় সংসারের দুঃখ-জ্বালা নির্ব্বাপিত করিবার জন্যই হরিনাম-সুধারস অবিশ্রান্তধারে বর্ষণ করিতেছেন। তাহারা মহাভক্তিভরে কৃষ্ণনামামৃতবর্ষণকারিগণের শ্রীচরণতলে প্রণত হইল। প্রেমোন্মাদনায় তাহাদের দুই চক্ষু বহিয়া দরবিগলিতধারে অশ্রু নিপতিত হইতে লাগিল। পাপতাপনাশকারী রাধাকৃষ্ণনাম গাহিতে গাহিতে মহানন্দ-ভরে তাহারা কখনও নৃত্য করিতে লাগিল, কখনও বা অপূর্ব্ব প্রেমা-বেশে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া ভূলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। কুলিয়া গ্রাম আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইল। প্রেমে উন্মত্ত হইয়া ব্রাহ্মণ চণ্ডাল পরস্পর পরস্পরের স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া নৃত্য করিতে লাগিল।

এখন জাত্যভিমান ছুটিয়া গিয়াছে, লঘু গুরু মিলিয়া সমান হইয়া গিয়াছে। এখন আর পণ্ডিত মূর্খের, ধনী দরিদ্রের, উচ্চ নীচের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। এখন সকলেই এক, সকলেই সমান। মহাপ্রেমে আজ সকলেই একপ্রাণতার পবিত্র সূত্রে আবদ্ধ। আজ সকলেই এক, অদ্বিতীয় পরম পিতার সন্তান। আজ সকলেই সকলের ভ্রাতা। আজ যেন কুলিয়াগ্রামবাসী জনগণ একসংসারভুক্ত।

এ দৃশ্য কি সুন্দর! কি আনন্দদায়ক! কি মধুর!!! এ যে স্বর্গের দৃশ্য! এ যে একপ্রাণতার পূর্ণ চিত্র!! হায়! এখন এ ভাব কোথায় লুকাইল!

হে ভারতবাসী হিন্দুগণ! তোমাদের দেশে তোমাদেরই রামচন্দ্র

না চণ্ডালকে মিত্র বলিয়া তাহার প্রদত্ত অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন ! তোমাদেরই আরাধ্যদেব রামচন্দ্রই না, বানর ও রাক্ষসের সহিত চিরবন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে হৃদয়ে স্থান দান করিয়াছিলেন ! তোমাদেরই পূর্ণাবতার শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই না গোপবালকগণের সহিত সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া তাহাদের উচ্ছিষ্ট পর্য্যন্ত ভোজন করিয়াছিলেন ! এমন কি, আধুনিক সময়েও ব্রাহ্মণবংশোৎপন্ন শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ, মহাপাপী ও অতিনীচকেও কোলে তুলিয়া লইয়াছিলেন ! যবন হরিদাসকে পর্য্যন্ত মহা-পবিত্রজ্ঞান করিয়া তাঁহার হস্তে আহার গ্রহণ করিয়াছিলেন ! তোমরা কি সেই হিন্দু এখনও নও ? এখন কি তোমরা রাম, কৃষ্ণ, চৈতন্যকে অবতার বলিয়া আর পূজা কর না ? যদি এখনও তোমরা সেই হিন্দু থাক, তবে মহামিলনমন্দিরে উপনীত হইয়া রামকৃষ্ণচৈতন্যপ্রদর্শিত প্রেম-পন্থা পরিত্যাগ করতঃ অন্য পন্থা অবলম্বনে প্রয়াসী হইও না। তোমরা মহাপ্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া যদি ভগবানকে জগৎপিতা বলিয়া উপলব্ধি করিতে পার, তাহা হইলে দেখিবে, তোমাদের পিতার জগৎসংসার, তোমাদেরই। জগতের সকল নরনারী তোমাদেরই ভ্রাতা ভগিনী।

সঙ্কীর্ত্তন শেষ হইলে কুলিয়ার নরনারীবৃন্দ মহাত্মগণের ভোজনের জন্য নানাবিধ ফল মূল ও মিষ্টান্নাদি আনয়ন করিল। তাহাদের আন্তরিক ভক্তি শ্রদ্ধা দর্শন করিয়া শ্রীচৈতন্যপ্রমুখ সকলেই পরম পরিতোষের সহিত আহারকার্য্য সম্পন্ন করিয়া উপস্থিত ভক্তিমান্ জনগণকে প্রসাদ বিতরণ করিলেন। তাহারা মহাপুরুষগণের প্রসাদ

প্রাপ্ত হইয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিল এবং মহানন্দে স্ব স্ব গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল।

পরদিন প্রাতঃকালে কুলিয়া ত্যাগ করিয়া তাঁহারা হরিগুণানু-কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন। যে সকল গ্রামের উপর দিয়া তাঁহারা গমন করিতে লাগিলেন তত্রত্য অধিবাসিগণ তাঁহাদের অপূর্ব্ব ঈশ্বরপ্রেমসন্দর্শনে অতিশয় বিমুগ্ধ হইল, এবং অনেকে প্রেমোন্মত্ত হইয়া তাঁহাদের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল।

বহুদূর পর্য্যটন করিয়া মহাত্মগণ ক্লান্ত হইয়া পড়িলে অভিরাম বলিলেন,—"আমরা এক্ষণে রেমুনার হাটে গিয়া বিশ্রাম করিব।"

অনন্তর শ্রীচৈতন্যাদি সকলেই রেমুনায় উপস্থিত হইলে গ্রামবাসিগণ তাঁহাদের যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিল। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিবার পর শ্রান্তি দূর হইলে তাঁহারা পরমোল্লাসে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। অভিরাম প্রেমবিহ্বল হইয়া নৃত্য আরম্ভ করিল। ব্রজলীলা তাঁহার স্মরণপথে আরূঢ় হইল। তিনি যেন শ্রীকৃষ্ণকে সম্মুখে দেখিয়া সাগ্রহে বলিতে লাগিলেন—"কানাই! গোচারণ করিয়া তোর বড় কষ্ট হইয়াছে! আয় ভাই! তোকে স্কন্ধে করি। তোর আর চলিয়া কাজ নাই। কখনও বা সাশ্রুনয়নে প্রেমবিজড়িতস্বরে বলিতে লাগিলেন—কানাইরে! তোর মুখখানি শুকাইয়া গিয়াছে, তুই অনেকক্ষণ যে কিছু খাস্ নাই, ভাই! এই অর্দ্ধাবশিষ্ট ফলটী খা ভাই—আমি অর্দ্ধেকটী খাইয়াছি। ইহা আমায় বড় মিষ্ট লাগিয়াছে, তাই অর্দ্ধেকটী তোকে

খাওয়াইবার জন্য এতক্ষণ তোকে খুঁজিতেছিলাম—তুই না খেলে, আমার প্রাণে কিছুতেই শান্তি হইবে না।

এইরূপে অভিরাম কৃষ্ণময়প্রাণ হইয়া ভগবান্‌কে সখাভাবে নানাপ্রকার আদর যত্ন করিতে লাগিলেন। অবশেষে যখন শ্যামকে রাধাবিরহকাতর দেখিলেন, যখন দেখিলেন—তাঁহার প্রাণের কানাই প্যারীবিচ্ছেদবাণবিদ্ধ হইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছে—তখন অভিরাম আর প্রাণসখার যন্ত্রণা দেখিয়া ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিলেন না। তিনি ভূলুণ্ঠিত হইতে হইতে অতি ব্যাকুলভাবে বলিতে লাগিলেন—সখে! একটু স্থির হও। আমি এখনই রাইকে আনিয়া দিতেছি। তোমার যন্ত্রণা দেখিয়া আমার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইতেছে। হায়! আমি কি করি! এস প্যারি! দেখ, শ্যাম তোমার বিরহে কত অস্থির হইয়াছে!

এই কথা বলিতে বলিতে অভিরামের লোচনদ্বয় হইতে দরবিগলিতধারে অশ্রুবারি নিপতিত হইতে লাগিল। মুখমণ্ডল আরক্তিম হইল, সমস্ত দেহ ঘর্ম্মাক্ত হইল—তিনি ভূমির উপর পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে অচৈতন্য হইলেন।

তখন চৈতন্যদেব আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। অভিরামের মহাভাব দর্শন করিয়া তাঁহারও হৃদয়ে ব্রজের ভাব আসিয়া উদয় হইল। তিনি তখন প্রেমোন্মত্ত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন এবং অভিরামকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বলিতে লাগিলেন—"ভাই!

কেন অত কাতর হইয়াছ! একবার চাহিয়া দেখ না! তোমার রাধাকৃষ্ণ যে চিরসোহাগভরে মহাসম্মিলনে একত্র মিলিত হইয়া রহিয়াছে। এ মিলনের আর বিচ্ছেদ নাই। এ মিলনের আদি নাই, অন্ত নাই। এই অনাদি অনন্ত মিলনসাগরের মধ্য হইতে ক্ষণে ক্ষণে শ্যামভাবতরঙ্গ উত্থিত হইতেছে, আবার সঙ্গে সঙ্গেই উত্তাল-রাধাভাবতরঙ্গ সমুদ্ভূত হইয়া তাহাকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করতঃ তাহার সহিত মিলিয়া এক হইয়া যাইতেছে।"

এই কথা বলিতে বলিতেই শ্রীচৈতন্য সমাধিস্থ হইলেন। তিনি সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া রহিলেন। তখন নিত্যানন্দ আসিয়া শ্রীচৈতন্য ও অভিরামের গাত্রে হস্তার্পণ করিয়া রাধাকৃষ্ণনাম তারস্বরে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে উভয়ের সমাধিভঙ্গ হইল। নিত্যানন্দ তাঁহাদিগকে ধরিয়া বসাইয়া দিলেন।

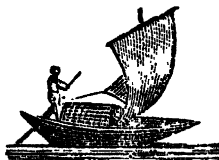
এই ব্যাপার দেখিয়া গ্রামবাসী জনগণ অতিশয় বিস্মিত হইল এবং মহাভক্তিভরে তাঁহাদের চরণতলে নিপতিত হইল। অনন্তর গ্রামস্থ ব্যক্তিগণ আহারাদি করিবার জন্য তাঁহাদিগকে অনুনয় করিলে অভিরাম গোস্বামী বলিলেন—"আমরা আজ কোন ব্রাহ্মণের গৃহে অন্ন ভোজন করিব।"

অভিরামের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত এক ব্রাহ্মণ গললগ্নীকৃতবাসে অতি বিনীতভাবে বলিলেন—"হে মহাপুরুষ-গণ! ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিলেও আমি অতি অকৃতী, অধম।

যদি দয়াপরবশ হইয়া আমার গৃহে অন্নগ্রহণ করেন, তাহা হইলে আমি ধন্য হই। ব্রাহ্মণের বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া সকলেই তাঁহার গৃহে অন্ন ভোজন করিতে স্বীকার করিলেন। ব্রাহ্মণও মহানন্দে ও মহোৎসাহে শীঘ্র আহারের আয়োজন করিয়া ফেলিলেন।

সকলেই পরম পরিতোষের সহিত ব্রাহ্মণগৃহে অন্নভোজন করিলেন। গ্রামের সকল নরনারী তাঁহাদের প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া কৃতার্থ হইল।

অনন্তর অভিরাম গোস্বামী—শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ ও মহান্তগণকে সঙ্গে লইয়া জগন্নাথদর্শনোদ্দেশে উড়িষ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পদব্রজে গমন করিতে করিতে তাঁহাদিগকে নানা জনপদ ও নানা প্রান্তর অতিক্রম করিতে হইল। বহু নদনদী, পাহাড়, পর্ব্বত ও বহুদূরবিস্তীর্ণ অরণ্যানী পার হইয়া অবশেষে তাঁহারা উড়িষ্যার সমুদ্রকূলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।



৭



জগন্নাথ ক্ষেত্র।

সাঙ্গোপাঙ্গ সহ চৈতন্যদেব সাগরতীরে দণ্ডায়মান। মহাপ্রাণ অভিরাম শ্রীচৈতন্যের মুখের দিকে চাহিয়া নিশ্চল ও নিস্পন্দভাবে অবস্থিত। তাঁহার একবার মনে হইতেছে যেন প্রেমোন্মাদিনী বৃকভানুনন্দিনীর ভাবতরঙ্গে গৌরাঙ্গের বদনকমল আলোড়িত; আবার মনে হইতেছে যেন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র প্রেমময়ী রাধার অপারপ্রেমঋণ পরিশোধ করিবার জন্য রাধাজ্ঞানে জগতের জীবগণকে স্বীয় ক্রোড়ে তুলিয়া লইতে অগ্রসর।

রাধাকৃষ্ণপ্রেমসাগরমন্থনোৎপন্ন অমিয়স্বরূপ নিমাই অনন্ত সমুদ্রের উপর বদ্ধদৃষ্টি। বুঝি তাঁহার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত। তিনি দেখিতেছেন

অনন্তজলধি উত্তাল তরঙ্গবাহু উত্তোলিত করিয়া অসীম নীলাকাশকে সাদরে আহ্বান করিতেছে। আবার সাগরের প্রেমাকর্ষণবলে অবনত হইয়াই যেন অম্বরপ্রান্ত অর্ণবের প্রেমাম্বুতলে নিমজ্জিত হইতেছে। অশান্ত সাগর যেন অনন্তের চুম্বনে প্রশান্ত হইয়া কেবল ঊর্দ্ধলোচনে চাহিয়া চাহিয়া মহাকাশের অপার সৌন্দর্য্য দর্শন করিতেছে। সেই সমুদ্র আকাশ দেখিতে দেখিতে আকাশের চিন্তায় মগ্ন হইয়া সকল চঞ্চলতা হারাইল, অমনি স্বীয় হৃদয়মধ্যে বহু সাধনার ধন অনন্তকে ধারণ করিয়া ধন্য হইল।

চৈতন্যদেব দেখিলেন—সাগরের উপরে আকাশ, ভিতরে আকাশ। যে মহামিলনমন্ত্রে জগতের নরনারীকে দীক্ষিত করিবার জন্য তিনি প্রাদুর্ভূত, সেই মহামিলনের আভাস তিনি প্রকৃতির লীলায় দর্শন করিলেন। তিনি দেখিলেন—সাগর অনন্তপ্রেমবলে অনন্তকে হৃদয়ে ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। তাঁহার প্রাণেও প্রেমের স্রোতঃ প্রবাহিত হইতে লাগিল। তাঁহার হৃদয়াকাশও প্রেমসাগরে নিমজ্জিত হইল। অনন্তের ভাবে বিভোর হইয়া শ্রীচৈতন্য কাষ্ঠপুত্তলের ন্যায় অচল অটলভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

অভিরাম শ্রীচৈতন্যের মহাভাব দর্শন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন,—"কলির অল্পপ্রাণ নরনারী! তোমরা ধন্য। নিমাই যে প্রেমাবেশে আজ মহাভাবে বিভোর, সেই স্বর্গীয় অমূল্য প্রেম তিনি তোমাদিগকে অকাতরে বিতরণ করিবেন। সেই অমরবাঞ্ছিত সুধা পান করিয়া তোমরাও

সফলজন্ম হইবে। তোমরা ইহসংসারে হিংসাদ্বেষ ভুলিয়া সকলকে সমান বিবেচনা করিয়া, সকলেই এক অনন্তপ্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইবে এবং প্রেমময়ের অনন্তছবি সান্তহৃদয়ে ধারণ করিতে সমর্থ হইবে।

চৈতন্যদেব সমাধিস্থ। অভিরামও শ্রীচৈতন্যকে প্রেমভরে ধারণ করিয়া মহাভাবে বিভোর। মহান্তগণ তারস্বরে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে উন্মত্ত। সকলেই দিব্যভাবে অনুপ্রাণিত।

এইরূপে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইলে চৈতন্যদেবের সমাধিভঙ্গ হইল। তাঁহার নয়নদ্বয় এক অলৌকিক দিব্যজ্যোতিতে ঝলসিতে লাগিল। তাঁহার হৃদয়ে প্রেমের তরঙ্গ খেলিতে লাগিল। তিনি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"ব্রাহ্মণ নাই, শূদ্র নাই, উচ্চ নাই, নীচ নাই, ধনী নাই, দরিদ্র নাই, রাজা নাই, প্রজা নাই, ধার্ম্মিক নাই, অধার্ম্মিক নাই, কোন ভেদাভেদ নাই; সকলেই এক। সকলেই সমান। সকলেই বিশ্বপতির কার্য্যে নিযুক্ত। চন্দ্রসূর্য্যগ্রহনক্ষত্রাদি হইতে কীটানুকীট পর্য্যন্ত সকলেই ভগবৎলীলার সহায়।

আজ এই জগন্নাথপুরীমধ্যে হিংসা-দ্বেষ ভুলিয়া যাও; জাতিভেদ ভুলিয়া যাও; পাণ্ডিত্যাভিমান দুর করিয়া দাও; ধনগর্ব্ব বিস্মৃত হও। সকলেই ভ্রাতৃপ্রেমে আবদ্ধ হইয়া এক অদ্বিতীয় পরমপিতার সন্তান-রূপে এই ধরাধামে বিচরণ করতঃ মহাশান্তি লাভ করিয়া ধন্য হও।"

অনন্তর চৈতন্যদেব ও অভিরাম মহাপ্রেমে মত্ত হইয়া মহান্ত-গণের সহিত "রাধাকৃষ্ণনামসুধা" জনে জনে বিতরণ করিতে করিতে

পুরী পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সমধুর সঙ্কীর্ত্তনধ্বনি শ্রবণ করিয়া নরনারীবৃন্দ চতুর্দ্দিক হইতে দলে দলে আসিতে লাগিল। অতি অল্প সময়ের মধ্যে সঙ্কীর্ত্তনকারিগণ জনসাগরে নিমজ্জিত হইলেন। সকলেরই মুখে হরিধ্বনি। সকলেই যেন কোন এক মহাশক্তিতে অনুপ্রাণিত।

মহাপ্রভু, অভিরাম গোস্বামীর হস্ত ধারণ করিয়া মহাভাবাবেশে নৃত্য করিতে করিতে জগন্নাথদেবের মন্দিরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। অসংখ্য নরনারী তাঁহাদের এই প্রেমোন্মত্তভাব দেখিতে দেখিতে অনুগমন করিতে লাগিল।

চৈতন্যদেব মন্দিরপ্রাঙ্গনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি রাধাভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া, ভাববিহ্বলতার সহিত বলিতে লাগিলেন,—"কই হৃদয়বল্লভ! প্রাণারাম শ্রীকৃষ্ণ আমার! একবার বনমালী বংশীধারী হইয়া আগমন কর। তোমার মোহন বংশীস্বরে মানবের মন হিংসা-দ্বেষ বিস্মৃত হউক। 'রাধা রাধা' বলিয়া তোমার বংশী বাজিয়া উঠুক। মহাহিংসাপ্রবৃত্তি সর্প যেমন বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া তৎকালের জন্যও হিংসাবৃত্তি ভুলিয়া শান্তভাব অবলম্বন করে, তদ্রূপ হিংসাদ্বেষকুটিলতাপূর্ণ অভিমানী মানব, তোমার বিশ্ববিপ্লাবনকারী সুমধুর বংশীস্বরামৃতসাগরে নিমগ্ন হইয়া মনুষ্যজন্ম সার্থক করুক।

হা নাথ! আমি কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিলাম! প্রেমময় তুমি! জীবের হৃদয়-কন্দরে প্রেমবিন্দু বর্ষণ করিবার জন্য তোমার মহাকাশবংশীমুখে অনবরত অনাহত 'রাধা রাধা' ধ্বনি উত্থিত হইতেছে।

সেই মধুর ধ্বনি পবনদেব মানবের কাণে কাণে বলিবার জন্য অশ্রান্ত-ভাবে সর্ব্বদা সঞ্চরণ করিতেছে। যাহার কর্ণ আছে, সেই কেবল তোমার বংশীধ্বনি শ্রবণপূর্ব্বক বিমুগ্ধ হইয়া তন্ময়ভাবে মহানন্দে অবস্থান করিতেছে। যাহার কর্ণ নাই—সে যে তোমার মোহনবংশীনাদ শুনিতে পায় না, প্রভো! তাহার হৃদয় যে ত্রিতাপে জ্বলিয়া ছারখার হইয়া যাইতেছে, নাথ! তাহার তাপদগ্ধহৃদয়তলে একবার ত্রিভঙ্গিম-ঠামে দণ্ডায়মান হইয়া তাহার সকল জ্বালার শান্তি করিয়া দাও—দীনবন্ধো! সেই দীন মানবের অন্ধ নয়ন তোমার প্রেমাঞ্জনে মাঁজিয়া দাও—কান্ত! তোমার ভুবনমোহন রূপ দেখিয়া তাহার সকল ভ্রমান্ধ-কার দূরীভূত হউক! নিঃস্বম্বল মানব তোমাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া মহাশক্তি লাভ করুক! অনবরত তোমার বংশীনিঃসৃত 'রাধা রাধা' ধ্বনি শ্রবণ করিয়া ভূমানন্দসাগরে মগ্ন হউক!"

কৃষ্ণাবতার শ্রীচৈতন্য আবার সমাধিস্থ। অভিরাম গোস্বামী অতি-যত্নসহকারে তাঁহাকে স্বীয় ক্রোড়দেশে স্থাপনপূর্ব্বক "রাধা রাধা" শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। জগন্নাথদেবের পূজক ব্রাহ্মণগণ চৈতন্যদেবকে ভগবানের অবতার বিবেচনা করিয়া তাঁহার চরণতলে প্রণত হইলেন। অভিরামের আদেশানুসারে উপস্থিত জনগণ রাধাকৃষ্ণ-নাম কীর্ত্তন করিতে লাগিল।

সকলেই আজ রাধাকৃষ্ণ নামে বিভোর। কাহারও আর অন্য কোন জ্ঞান নাই। নামামৃত পান করিতে করিতে তাহারা ক্ষুধাতৃষ্ণা

ভুলিয়া গিয়াছে। কীর্ত্তনে মত্ত হইয়া অবিশ্রান্ত নৃত্য করিতেছে—ক্লান্তি নাই—দেহে যেন মত্ত করিবরের বল সঞ্চার হইয়াছে।

মনঃপ্রাণবিমোহন রাধাকৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে করিতে মহা-পুলকে কাহারও তনু রোমাঞ্চিত হইতেছে, কাহারও বা সমস্ত দেহ স্বেদাভিষিক্ত হইয়া ঘন ঘন কম্পিত হইতেছে, কাহারও বা মুখ হইতে মধ্যে মধ্যে হুহুঙ্কারধ্বনি নির্গত হইতেছে, আবার কাহারও দেহ ভাবাবেশে অবশ হইয়া ধুল্যবলুণ্ঠিত হইতেছে। সকলেই আজ মহানন্দ-সাগরে নিমগ্ন।

কিছুক্ষণ পরে চৈতন্যদেবের বাহ্যজ্ঞান সঞ্চার হইলে তিনি পূজক ব্রাহ্মণদিগের নিকট জগন্নাথের প্রসাদ ভিক্ষা করিলেন। শ্রীচৈতন্যের মুখনিঃসৃতবাক্য শ্রবণমাত্র ব্রাহ্মণগণ ভারে ভারে অন্নব্যঞ্জনাদি প্রসাদ আনিয়া তাঁহার সম্মুখে স্থাপন করিল।

চৈতন্যদেব ও অভিরাম গোস্বামী উপস্থিত জনগণের সহিত একত্রে প্রসাদভক্ষণ করিতে লাগিলেন। শূদ্র, ব্রাহ্মণের মুখে অন্ন তুলিয়া দিতে লাগিল; ব্রাহ্মণ নির্ব্বিকারভাবে শূদ্রের সহিত একত্রে ভোজন করিতে লাগিল। কোন দ্বিধা নাই, ভেদজ্ঞান নাই, জাত্যভিমান নাই। যেন জগন্নাথের পুত্রকন্যাগণ মহাপ্রীতির সহিত একত্রে পানভোজন করিতেছে। যেন সকলেই একপরিবারভুক্ত। কি সুন্দর দৃশ্য! কি মহামিলন!!

এই জগন্নাথদেবের মন্দিরে,—হে গৌরাঙ্গ! তুমি যে এই অধঃপতিত হিন্দুজাতির মহামিলনের সূত্রপাত করিয়া গিয়াছ, হে

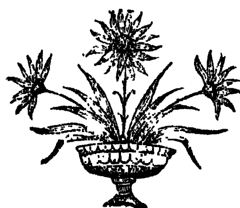
প্রেমাবতার! তুমি যে অতিনীচ, অতি হেয় চণ্ডালকে পর্য্যন্ত স্বীয় ক্রোড়ে স্থান দান করিয়া গিয়াছ, হে দীনদয়াল! তুমি যে সর্ব্বজীবে ভগবানের স্বরূপ সন্দর্শন করিয়া সকলকে সমজ্ঞান করিয়া গিয়াছ—মূর্খ আমরা,—পাষণ্ড আমরা—তাহা দেখিয়াও দেখি না, শুনিয়াও শুনি না!

মিলনেই জাতীয় উন্নতি, আবার মিলনের অভাবেই জাতীয় অবনতি। অনেকে বলেন হিন্দুগণের পার্থক্যই তাহাদের অধঃপাতের মূলীভূত কারণ। এই পার্থক্য দূরীকরণের জন্য এক্ষণে নানা উপায় অবলম্বিত হইতেছে। বাহিরে মিলনের ভান হইতেছে বটে কিন্তু অন্তরে অন্তরে তত দিন যথার্থ মিলন হইবে না, যত দিন না সকলে একপ্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইবে, যত দিন না একের দুঃখে অপরের হৃদয় বিদীর্ণ হইবে, যত দিন না একই পরমপিতার সন্তান বলিয়া সকলের হৃদয় ভ্রাতৃপ্রেমে পূর্ণ হইবে!

অতএব হে ভারতবাসিজনগণ! যদি ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গল কামনা কর—যদি তোমাদের সম্মিলিত শক্তির প্রচণ্ড দীপ্তিতে জগৎ চমকিত করিতে চাও—যদি মহাপ্রেমে বিভোর হইয়া সর্ব্বজীবে নারায়ণের মধুর মূর্ত্তিদর্শনপূর্ব্বক জীবন ধন্য করিতে অভিলাষী হইয়া থাক—তবে তোমাদের নিমাই পণ্ডিত অতি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ-বংশে জন্ম-গ্রহণ করিয়া, অসাধারণশক্তিবলে পণ্ডিতগণের অগ্রগণ্য হইয়া, যেমন এই মহামিলনমন্দিরে, মহাপ্রেমভরে সকলকেই সমান জ্ঞান করতঃ

আলিঙ্গন দান করিয়া গিয়াছেন, সেইরূপ তোমরাও পাণ্ডিত্যাভিমান, জাত্যভিমান, অর্থাভিমান ত্যাগ করিয়া প্রেমপূর্ণ-হৃদয়ে সকলকে আপনার সমান জ্ঞান কর—দেখিবে এই বিভিন্নমতাবলম্বী ভারতবাসী সকলেই ভ্রাতৃভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া এক সুবৃহৎ পরিবারে পরিণত হইবে। তোমাদের মতপার্থক্য ছুটিয়া যাইবে। তোমরা এই ধরাধামে মহাশক্তিশালী জাতি বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হইবে।

চৈতন্য, নিত্যানন্দ ও অভিরামের মূর্ত্তি সম্মুখে রাখিয়া তোমরা প্রেমমন্ত্র জপ কর—অচিরে মহামিলনরূপ সিদ্ধি তোমাদের করতলগত হইবে। অন্য দেশের অন্য জাতির আদর্শের আবশ্যকতা থাকিবে না।





অভিরামের কৃষ্ণনগরে আগমন।

শ্রীচৈতন্যদেব মহানন্দে পুরীধামে অবস্থান করিতে লাগিলেন। উড়িষ্যার রাজা হইতে সামান্য প্রজা পর্য্যন্ত সকলেই তাঁহার উপর অতিশয় ভক্তিমান্ হইয়া উঠিল। তাঁহার মহাপ্রেম ও ভক্তির নিকট তর্কযুক্তি মস্তক অবনত করিল। ভগবৎপ্রেমস্রোতে উড়িষ্যাদেশ প্লাবিত হইতে লাগিল।

তখন অভিরাম চৈতন্যদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"সখে! উড়িষ্যায় অতি সহজেই তুমি লোকের হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেম অর্পণ করিতে সমর্থ হইয়াছ, কিন্তু বঙ্গদেশের অবস্থা একবার ভাবিয়া দেখ। কুশাগ্রীয়-বুদ্ধি মহানৈয়ায়িকপণ্ডিতগণ উত্তরে নবদ্বীপে ও দক্ষিণে কৃষ্ণনগরে অবস্থান করতঃ কুটতর্কযুক্তির বলে মানবহৃদয় ভগবৎপ্রেমশূন্য করিয়া

ফেলিতেছে। মানবগণ ঈশ্বরপ্রেম-বিহীন হইয়া মহাপাষণ্ডে পরিণত হইতেছে।

অতএব নিত্যানন্দের সহিত শীঘ্র তোমাকে নবদ্বীপধামে যাত্রা করিয়া পণ্ডিতগণের তর্কযুক্তি অসার প্রতিপন্ন করতঃ বঙ্গে প্রেমের বীজ বপন করিতে হইবে। আর আমাকেও এই কার্য্যসাধনের জন্য কৃষ্ণনগরে গমন করিতে হইবে।

তুমি, নিত্যানন্দ ও মহান্তগণকে লইয়া নবদ্বীপ গমন কর। আমি একাকীই কৃষ্ণনগরে গমন করিতেছি। কৃষ্ণনগর রাধাকৃষ্ণপ্রেম-বন্যায় প্লাবিত করিয়া পুনর্ব্বার তোমার সহিত মিলিত হইব।





অভিরামের বিল্লোকে আগমন।

অনন্তর শ্রীচৈতন্যদেব সদলবলে নবদ্বীপ অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। অভিরাম গোস্বামী একাকী বিল্লোকে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং মালিনীর সহিত পুনর্মিলিত হইয়া মহানন্দে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

গ্রামবাসিলোকগণ বহুকাল পরে অভিরাম ও মালিনীকে দর্শন করিয়া তাঁহাদের নিকট আগমন করিল। ধার্ম্মিক ও শিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগকে দেবদেবী জ্ঞান করিয়া নানা প্রকারে তাঁহাদের সেবায় নিযুক্ত হইল এবং নীচাশয় দুষ্টগণ অভিরামকে ভণ্ডবৈরাগী বিবেচনা করিয়া চতুর্দ্দিকে তাঁহার নিন্দা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। পাপিষ্ঠগণ গ্রামমধ্যে এই আন্দোলন করিতে লাগিল যে এক প্রবঞ্চক লম্পট, সন্ন্যাসীর সাজে সজ্জিত হইয়া অস্পর্শনীয়া যবনীর সহবাসে কালযাপন করিতেছে। এই সাধুরূপধারী পাপাত্মা গ্রামমধ্যে অবস্থান করিলে গ্রাম অধর্ম্মে ও অনাচারে পূর্ণ হইবে। সরলপ্রকৃতি নরনারী এই

ধূর্ত্তের কপট আচরণে মুগ্ধ হইয়া ইহার উপদিষ্ট পন্থা অবলম্বন করিলে নিশ্চয়ই অধর্ম্মের নিম্নতম স্তরে নিপতিত হইবে এবং আচারভ্রষ্ট হইয়া হিন্দু-সমাজের মহা অনিষ্ট সাধন করিবে! অতএব এই যবনীসংসর্গদুষিত ভণ্ডকে অবিলম্বে গ্রাম হইতে বিদুরিত করিতে হইবে।

গ্রামস্থ দুষ্টব্যক্তিগণ অভিরাম ও মালিনীর এইরূপ নানা প্রকার অপযশ ঘোষণা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। অভিরাম গোস্বামীও কিরূপে এই পাষণ্ডগণের মনে কৃষ্ণপ্রেম অর্পণ করিয়া ইহাদের নরজন্ম সার্থক করিবেন চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে দুই প্রশান্তমূর্ত্তি সন্ন্যাসী অভিরামের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল।

অভিরাম সন্ন্যাসীদ্বয়ের পবিত্রভাব সন্দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন —"হে আনন্দরূপ মহাত্মগণ তোমরা কোন্ স্থান হইতে আগমন করিতেছ? এবং আমার নিকট আগমন করিবারই বা আবশ্যকতা কি? তোমাদিগকে দেখিয়া বোধ হইতেছে—তোমরা পরম ধার্ম্মিক ও ভগবদ্ভক্ত।"

অভিরামের বাক্যাবসানে আগন্তুকদ্বয় তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া ভক্তিপূর্ণবচনে কহিতে লাগিল,—"মহাত্মন্! আমরা শ্রীবৃন্দাবনধাম হইতে আপনারই উদ্দেশে এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে আমরা আপনারই আশ্রিত। আমরা ভিক্ষা করিয়া আপনার সেবা করিব। অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে আশ্রয় দান করুন!"

অভিরাম গোস্বামী মহাভক্তিমান্ দুই জন বৈরাগীকে প্রাপ্ত হইয়া

অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং তাহাদের সহবাসে পরমসুখে কাল-যাপন করিতে লাগিলেন।

একদিন বৈরাগীদ্বয় অভিরামের আদেশানুসারে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিবার জন্য কৃষ্ণনগরে গমন করিলেন। তাঁহারা নগরের চতুর্দ্দিকে হরিসঙ্কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কৃষ্ণনগরবাসী কতকগুলি পাষণ্ড এই বৈষ্ণবদ্বয়ের উপর নানা প্রকার অত্যাচার করিয়া তাঁহা-দিগকে হরিনাম কীর্ত্তন করিতে নিষেধ করিল এবং নগর হইতে বিতাড়িত করিয়া দিল।

তাঁহারা দুষ্টগণের ব্যবহারে অতিশয় মর্ম্মাহত হইয়া অভিরামের নিকটে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে সমস্ত ব্যাপার নিবেদন করিয়া বলিতে লাগিলেন—"কৃষ্ণনগরও দ্বিতীয় নবদ্বীপ। এ স্থানের লোকগণ একেবারেই ভগবৎপ্রেমশূন্য। ইহারা বৈষ্ণবগণকে নিন্দা করে এবং এতদূর পাপিষ্ঠ যে হরিনাম শ্রবণ করিলে হিরণ্যকাশিপু, কংস প্রভৃতি দৈত্যগণের ন্যায় মহাক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। আপনি কলিযুগের এই সকল দৈত্যদলন করিয়া কৃষ্ণভক্তিশূন্য কৃষ্ণনগর কৃষ্ণপ্রেমে পূর্ণ করিয়া দিন। চলুন, এক্ষণে আমরা সকলেই কৃষ্ণনগরে গমন করি।





নরবলি নিবারণ।

বিল্লোক গ্রামে বাসুলী দেবীর মন্দির ছিল। তৎকালে এই দেবীর সম্মুখে নরবলি প্রদত্ত হইত। একদা এক নিরাশ্রয়া বিধবা ব্রাহ্মণীর অষ্টমবর্ষীয় কুমার বাসুলীদেবীর নিকট বলি প্রদত্ত হয়।

ধর্ম্মব্যভিচারী পাষণ্ডগণ বিধবার নিকট হইতে তাহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর একমাত্র পুত্রকে বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়া দেবীর সম্মুখে বলিদান করিলে, অনাথা জীবনসর্ব্বস্ব পুত্রের নিধনে কাতর হইয়া কখনও ভূমিতে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল, কখনও বা বক্ষঃ বিতাড়ন করিতে করিতে উচ্চ চীৎকারে ক্রন্দন করিতে লাগিল।

কঠোরহৃদয়, ভণ্ড তান্ত্রিকগণ ব্রাহ্মণীর ক্রন্দনে রুষ্ট হইয়া তাহাকে মন্দির-প্রাঙ্গণ হইতে দূর করিয়া দিল। পুত্রশোকবিহ্বলা রমণী ঘোর-নির্দ্দয় নরপিশাচগণের দ্বারা বিতাড়িত হইয়া আলুথালুবেশে কম্পিত-দেহে মন্দির হইতে কিয়দ্দূরে গমন করিয়া পথপার্শ্বে পতিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল—"মা! ভগবতি! তুমিই না, মা!

রক্ষাকালীরূপে জগতের রক্ষা-বিধান কর, জগদ্ধাত্রীরূপে বিশ্বপরিপালন কর, অভয়ারূপে ভয়ার্ত্তের ভয় নাশ কর! তুমিই না মা! বামকরে অসুর নাশ করিয়া দক্ষিণ করে বরাভয় দান করতঃ শিষ্টজনগণকে আশ্বস্ত কর! তবে মা! তোমারই সম্মুখে এই ঘোর অত্যাচার হয় কেন? জগজ্জননি! তোমারই প্রীত্যর্থে দৈত্যগণ দুর্ব্বল, নিরীহ মানবশিশুর মুণ্ডছেদন করিয়া আনন্দে নৃত্য করে কেন? দৈত্যদর্পনিসূদনি, মা আমার! তোমারই সম্মুখে তোমার করুণাময়ীনামে কলঙ্ক লেপন করিয়া দানবগণ যে মহাপাপকর্ম্ম সম্পন্ন করিতেছে— তাহা তুমি দেখিয়াও দেখিতেছ না কেন? তোমার করধৃত করাল কৃপাণ পাপিষ্ঠগণের মস্তকছেদন করিতে পরাঙ্মুখ কেন? তোমার অভয়বাণী অভয়দানে বিমুখ কেন! ত্রিতাপনাশিনি! আমার প্রাণ আজ প্রচণ্ড শোকানলে দগ্ধ হইতেছে! মা গো! করুণাবারি বর্ষণ করিয়া হৃদয়ের অসহ্য জ্বালা দূর কর মা। আমার হৃদয়ের ধনকে ফিরাইয়া দাও মা! আমার জীবন সর্ব্বস্বকে বক্ষে ধারণ করিয়া তাপিত প্রাণ শীতল করি!"

রমণী ভূমিতলে লুণ্ঠিতা হইতে হইতে এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিল। তাহার এই করুণ আর্ত্তনাদ বুঝি মহাব্যোম ভেদ করিয়া কালভয়বারিণীর কর্ণগোচর হইল। তখনই দয়াময়ী জননী—ধরাধামে এই ঘোর অত্যাচার নিবারণ করিতে এবং দুঃখিণী ব্রাহ্মণীর পুত্রের প্রাণ দান করিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন।

ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছাক্রমে ষড়ৈশ্বর্য্যশালী পরমভাগবত অভিরাম এই সময়ে সেই স্থান দিয়া গমন করিতেছিলেন। তিনি অদূরে ধূল্যবলুণ্ঠিতা রমণীর এই হৃদয়বিদারক বিলাপধ্বনি শ্রবণ করিয়া দয়ার্দ্রচিত্ত হইলেন এবং অতিদ্রুতপদে তাহার নিকট গমন করিয়া সাশ্রুনয়নে বলিতে লাগিলেন—"মা! তোমার কি হইয়াছে? তুমি ভদ্রকুলমহিলা হইয়া একাকিনী পথে পড়িয়া এরূপ রোদন করিতেছ কেন? মাগো! তোমার কাতরতা দেখিয়া আমি আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিতেছি না। তোমার কি অমঙ্গল ঘটিয়াছে—শীঘ্র বল। আমি তাহার প্রতিবিধান করিতে যত্নবান্ হইব।"

রমণী অভিরামের এই সদয়বাক্যে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"বাবা! আমার যে অমঙ্গল ঘটিয়াছে তাহার প্রতিবিধান মনুষ্যশক্তির অতীত। সে নিদারুণ কথা আমি মুখে বলিতে পারিব না।"

এই কথা বলিয়া রমণী আপনার বক্ষে করাঘাত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। রমণীর ক্রন্দনে অভিরামের দুই চক্ষুঃ বহিয়া বারিধারা নিপতিত হইতে লাগিল। তিনি তখন অতিশয় উত্তেজিত হইয়া বলিয়া ফেলিলেন—"মা! আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি—মানবের সাধ্যায়ত্ত হউক আর নাই হউক, আমি তোমার অশুভনাশ করিবই করিব।"

ব্রাহ্মণী অভিরামের মহাশক্তিপূর্ণ জলদগম্ভীরস্বর শ্রবণ করিয়া যেন

কোন দৈবশক্তিবলে ধৈর্য্য ধারণ করিতে সমর্থ হইল। রমণী ভূমিতল ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিল এবং অভিরামের দিব্যজ্যোতিঃপূর্ণ আকৃতি সন্দর্শন করিয়া দেবতাজ্ঞানে তাঁহার পদপ্রান্তে মস্তক লুণ্ঠিত করিল এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল—"দেব! আমি পতিহীনা অনাথা ব্রাহ্মণকন্যা। আমার একটি মাত্র পুত্র ছিল।"

এই কথা বলিয়াই রমণীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। দুই চক্ষুঃ হইতে অবিরল-ধারে অশ্রু প্রবাহিত হইয়া তাহার বক্ষঃস্থল ভাসাইয়া দিল। অভিরাম ব্রাহ্মণীর দেহে শক্তি সঞ্চার করিলেন। ব্রাহ্মণী ধৈর্য্য ধারণ করিয়া আবার বলিতে লাগিল,—"পাষণ্ডগণ, আমার নয়নের মণি, হৃদয়ের শান্তি, সংসারের একমাত্র অবলম্বন সেই অষ্টমবর্ষীয় শিশু পুত্রকে বলপূর্ব্বক আমার ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া গিয়া বাসুলীদেবীর নিকট আজ বলিদান করিয়াছে! বাবা! তুমি ত মানুষ নহ, তুমি দেবতা। দয়া করিয়া আমার পুত্রের জীবন দান কর।"

অভিরাম নরবলির কথা শ্রবণ করিয়া মহাদুঃখে ম্রিয়মান হইয়া বলিলেন,—"মা! শীঘ্র তুমি আমার সহিত বাসুলির মন্দিরে চল। আমি তোমার পুত্রকে যতক্ষণ না পুনর্জ্জীবিত করিয়া তোমার শূন্য-ক্রোড় পূর্ণ করিতে পারিতেছি, ততক্ষণ আমার প্রাণে শান্তি নাই। আর অধিক বিলম্ব হইলে দুর্ব্বৃত্তগণ মৃতদেহ নষ্ট করিয়াও ফেলিতে পারে। অতএব অতিক্রতপদে আমার অনুসরণ কর।"

এই কথা বলিয়াই অভিরাম যেন কোন মহাশক্তির আবেশে আবিষ্ট হইয়া মহারুদ্ররূপে বাসুলীদেবীর মন্দিরাভিমুখে অতিত্বরিতপদে গমন করিতে লাগিলেন। পুত্রশোকবিধুরা রমণী পুত্রের পুনর্জীবন-আশায় কি যেন এক অপূর্ব্ব শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া অভিরামের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল।

অভিরাম গোস্বামী মন্দিরপ্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হঠাৎ সেই স্থানে যেন দ্বাদশ সূর্য্যের উদয় হইল। তাঁহার দেহ হইতে এক জ্বালাময়ী তেজঃপ্রভা বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল। প্রোজ্জ্বলনয়নদ্বয় অপূর্ব্ব দীপ্তিতে ধক্ ধক্ জ্বলিতে লাগিল। তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন ভবানীপতি শূলপাণি ত্রিপুরাসুর বধ করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন! তাঁহার নয়ননির্গত পাবকশিখা যেন কামদেবকে ভস্মীভূত করিতে উদ্যত হইয়াছে!

অভিরামের এই ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি দর্শন করিয়া উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ প্রাণভয়ে ভীত হইরা তাঁহার চরণতলে নিপতিত হইল এবং নানা প্রকার স্তব স্তুতি করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তখন অভিরাম গোস্বামী, পরিহিতরক্তবস্ত্র, সিন্দুর-পুণ্ড্র-শোভিত-ললাট, উন্নতবপু, শূলপাণি এক তেজস্বী ব্রাহ্মণকে সম্মুখে দেখিয়া বজ্রনির্ঘোষে বলিতে লাগিলেন—"তোমাকে ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব এবং ঘোর তান্ত্রিক বলিয়া বোধ হইতেছে। অদ্য দেবীর সম্মুখে যে নরবলি হইয়াছে, বোধ হয়, তুমিই তাহার প্রধান উদ্‌যোগী। সম্ভবতঃ তোমারই উপদেশে এই

পাশবিক অত্যাচার সংসাধিত হইয়াছে। বল, শীঘ্র বল, আমি যাহা বলিলাম, তাহা সত্য কি না ?

এই কথা বলিয়া অভিরাম তীব্রদৃষ্টিতে ব্রাহ্মণের দিকে চাহিয়া রহিলেন। রুদ্রাবতার অভিরামের নয়ননিঃসৃত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ব্রাহ্মণের সমস্ত দেহ যেন দগ্ধ করিতে লাগিল। নির্ভীক ব্রাহ্মণের হৃদয়ে মহাভীতির সঞ্চার হইল। তাঁহার সুদীর্ঘ তেজঃপূর্ণ দেহ অবসন্ন হইয়া পড়িল। বাহ্যিক সাহস অবলম্বন করিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন—"মহাত্মন্! আপনি যাহা বলিলেন তাহা সত্য বটে। কিন্তু শাস্ত্রাদিষ্ট নরবলিকে পাশবিক অত্যাচার বলিলেন কেন, বুঝিতে পারিলাম না।"

ব্রাহ্মণের বাক্য শ্রবণ করিয়া অভিরাম বলিতে লাগিলেন—"অহো! আর্য্যঋষিবংশধর ব্রাহ্মণ তুমি? যে ঋষিগণ পরের মঙ্গলসাধনার্থ অবলীলাক্রমে স্বীয় প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে পারিতেন, যাঁহাদের উদারচরিত্রপ্রভাবে তপোবনে মহাহিংসাপরায়ণ ভীষণ শার্দ্দূলও হিংসাবৃত্তি পরিত্যাগ করতঃ কুরঙ্গাদি ভক্ষ্য জীবগণের সহিত সখ্যতা স্থাপন করিয়া একত্রে বাস করিত, সেই উন্নতচেতা দেবতুল্য ঋষিগণের বংশধর হইয়া, তুমি প্রাণি-হিংসা দ্বারা জগজ্জননীকে সন্তুষ্ট করিতে চাও! অহো! কি ভয়ানক অধঃপতন! ধর্ম্মের কি ঘোর ব্যভিচার!

ব্রাহ্মণ! তুমি যেমন নিরাশ্রয়া দরিদ্রা রমণীর অসহায় শিশুটিকে

বলপূর্ব্বক কাড়িয়া আনিয়া দেবীর সন্তোষবিধানার্থ বলিদান করিয়াছ, সেইরূপ তোমার নিজের পুত্রকে দেবীর পূজার জন্য যূপকাষ্ঠে আবদ্ধ করতঃ নিহত করিতে পার কি? ভগবান্ রামচন্দ্র রাবণবধকামনায় অষ্টোত্তরশতনীলপদ্ম দ্বারা দেবীর অর্চ্চনা করিতে আরম্ভ করেন। শেষে একটী পদ্মের অভাব হইলে তিনি নিজেরই নীলেন্দিবরতুল্য নয়ন উৎপাটিত করিয়া দেবীর পদতলে অর্পণ করিতে প্রয়াসী হন। অপরের চক্ষুঃ উৎপাটন করিতে চেষ্টা করেন নাই।

মূর্খ! শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা কর। যদি দেবীর যথার্থ পূজা করিতে ইচ্ছা থাকে, তবে আপনার ছাগরূপী কামরিপু, মহিষরূপী ক্রোধরিপুর বলিদান কর; যদি পূজার পূর্ণত্বলাভ করিয়া দেবীকে প্রসন্ন করিতে বাসনা থাকে তবে কামক্রোধাদি রিপুগণকে একে একে বলিদান করিয়া অবশেষে স্বীয় মনঃপ্রাণ দেবীচরণে উৎসর্গ কর। তোমার সকল বাসনা মিটিয়া যাইবে, সকল কার্য্যের পরিসমাপ্তি হইবে; তখন তোমার আর পৃথক্ অস্তিত্ব থাকিবে না—তখন তুমি সচ্চিদানন্দ, নিত্যমুক্তস্বভাববান্ হইয়া মানবজন্ম সার্থক করিতে সমর্থ হইবে।

দেবীচরণে স্বীয় জীবনোৎসর্গই নরবলি।

অনন্তর ব্রাহ্মণ অভিরামকে অদ্ভুতশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ জ্ঞান করিয়া তাঁহার চরণতলে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে অতিকাতরভাবে বলিতে লাগিলেন,—"ভগবন্! আপনার উপদেশে আমার অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হইয়াছে। জ্ঞানাঞ্জনে আমার মোহমুদ্রিত চক্ষুঃ

উন্মীলিত হইয়াছে। দেব! দয়া করিয়া আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করুন।"

তখন পরমভাগবত কৃষ্ণগতপ্রাণ অভিরাম ধীরগম্ভীরস্বরে বলিলেন,—"ব্রাহ্মণ! আমি তোমাকে ও তোমার অনুচরবর্গকে ক্ষমা করিলাম। দেখিও, ধর্ম্মের নামে আর কখনও অধর্ম্মাচরণ করিও না। শাস্ত্রার্থ প্রকৃতরূপে হৃদয়ঙ্গম না করিয়া কোন গুরুতর কার্য্যে কখনও হস্তক্ষেপ করিও না। জীবে দয়া মানবের প্রধান ধর্ম্ম—একথা কখনও বিস্মৃত হইও না। প্রেমবলেই জগৎসংসার, আপনার হয়। প্রেমের বন্ধনেই প্রেমময় পরমেশ্বরকে বাঁধিয়া চির আপন করিয়া রাখিতে পারা যায়। এক্ষণে তোমাদের নিকট আমার প্রার্থনা—তোমরা পুনর্ব্বার দেবীর পূজার আয়োজন করিয়া দাও এবং বলিদত্তব্রাহ্মণকুমারের মৃতদেহ দেবীর সম্মুখে স্থাপন কর। আমি স্বয়ং দেবীর পূজা করিব।"

অভিরামের উপদেশানুসারে সকলেই মহানন্দে ও পরমোৎসাহে পূজার আয়োজন করতঃ ব্রাহ্মণ বালকের দেহে, দেহবিচ্ছিন্নমুণ্ড যথাযথ সংলগ্ন করিয়া দেবীর পদতলে রক্ষা করিল। অভিরাম পূজায় বসিলেন। সচন্দনপুষ্পে দেবীর পূজা করিয়া-তিনি অচলঅটলভাবে উপবিষ্ট রহিলেন। তাঁহার দক্ষিণহস্ত বালকের ক্ষতস্থানে ন্যস্ত রহিল।

অভিরাম এখন বাহ্যজ্ঞানশূন্য। তাঁহার দেহ হইতে যেন বিদ্যুচ্ছটা বহির্গত হইতে লাগিল। উপস্থিতজনগণ সবিস্ময়ে ও সন্ত্রস্তভাবে যোড়হস্তে দণ্ডায়মান রহিল। দেখিতে দেখিতে বালকের মুণ্ড দেহ-

সংলগ্ন হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে বালক উঠিয়া বসিল। তাহার মুখমণ্ডল দিব্যজ্যোতিরুদ্ভাসিত হইল।

অভিরাম তখনও যোগমগ্ন। ঐশীশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ তখনও বালকের দেহে শক্তিসঞ্চারে নিযুক্ত।

এই অত্যদ্ভুত, অচিন্তনীয় ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া সকলেই মহাভক্তিভরে "জয় অভিরাম! জয় মা!" শব্দ পুনঃ পুনঃ তারস্বরে উচ্চারণ করিতে লাগিল। বালকের মাতা এতক্ষণ চক্ষুঃ নিমীলিত করিয়া তন্ময়ভাবে নাট্যমন্দিরে পতিত ছিল। বহুকণ্ঠবিনিঃসৃত "জয় অভিরাম! জয় মা!" শব্দে তাহার যেন নিদ্রাভঙ্গ হইল। শোকবিহ্বলা দুঃখিনী ব্রাহ্মণী উঠিয়া বসিল এবং দেবীপ্রতিমার দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র দেখিতে পাইল—তাহার জীবনসর্ব্বস্ব পুত্র দেবীর পদপ্রান্তে উপবিষ্ট।

পুত্রকে পুনর্জীবিত দেখিয়া রমণী উচ্চৈঃস্বরে "বাপ্ আমার" বলিয়া একবার চীৎকার করিয়া উঠিল,—আবার তখনি নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিল। নয়নদ্বয় হইতে কেবল অনর্গল অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। রমণী বুঝিতে পারিল না যে সে সচেতন কি অচেতন, জাগ্রত কি নিদ্রিত, প্রকৃতিস্থ কি বিকারগ্রস্ত। সমস্ত জগৎ যেন তাহার চক্ষে ভ্রাম্যমান্ বোধ হইতে লাগিল।

জীবনলাভ করিবামাত্র বালকের পূর্ব্বকথা স্মরণ হইল। যূপকাষ্ঠে আবদ্ধ করিবার সময় পর্য্যন্ত তাহার জ্ঞান ছিল। তৎপরে কি হইয়াছিল তাহা তাহার স্মরণ নাই! বালক এখন মনে করিল তাহার নিকট

বসিয়া যে ব্যক্তি পূজা করিতেছে, তাঁহার পূজা শেষ হইলেই তাহাকে বলিদান করা হইবে। বালক প্রাণভয়ে তখন মন্দির হইতে দৌড়িয়া আসিয়া নাট-মন্দিরে মায়ের ক্রোড়ে বসিল এবং দুই হস্তে মাতার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া ভয়ব্যাকুলস্বরে বলিতে লাগিল—"মা গো! আমি পালিয়ে এসেছি। আমরা দৌড়ে ঘরে যাই চ মা! নইলে ইহারা আমাকে এখনই কাটিয়া ফেলিবে। মা! আমরা শীঘ্র এখান হইতে পলাইয়া যাই চল্।"

বালকের বাক্য শ্রবণ করিয়া দুঃখিনী মাতা তখন স্থির বুঝিল যে তাহার প্রাণের কুমার সত্য সত্যই পুনর্জীবিত হইয়াছে। তখন রমণী শোকতাপদগ্ধহৃদয়ে পুত্রকে দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া তাহার চন্দনশীতল গাত্রস্পর্শে মর্ম্মজ্বালা নিবারণ করিল। অতিরিক্তহর্ষে তাহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। চক্ষুর্দ্বয় হইতে অজস্র আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। রমণী পুত্রকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া পুনঃ পুনঃ তাহার মুখচুম্বন করিতে লাগিল। অনন্তর হৃদয়ের আবেগ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে মাতা বলিল—"বাবা আর তোমার কোন ভয় নাই। তুমি অস্থির হইও না, আমার ক্রোড়ে স্থির হইয়া বসিয়া থাক। ঐ যে মহাপুরুষ দেবীর পূজায় নিযুক্ত দেখিতেছ, উনিই তোমার প্রাণদান করিয়াছেন। উনি পূজা করিয়া উঠিলে, উহার অনুমতি লইয়া আমরা গৃহে গমন করিব।"

বালক জননীর বাক্যে বিস্মিত হইয়া অভিরামের দিকে সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া রহিল।

ধীরে ধীরে অভিরামের বাহ্যজ্ঞান ফিরিতে লাগিল। তিনি তন্ময়-প্রাণে সুমধুরকণ্ঠে গাহিতে লাগিলেন,—

শ্যামা আমার সাধনরাশি।
শ্যামার অসি, শ্যামের বাঁশি
দেখ কত মেশামিশি।
দুরন্ত কামাদি রিপু,
নাশ করে শ্যামার অসি।
তবেরে মন, শুন তুমি
স্থির হ'য়ে শ্যামের বাঁশি।
ব্রহ্মবাণী "রাধা, রাধা"
আকাশপথে আসে ভাসি।
প্রেমেরতুফান বহে প্রাণে
শুনে এ গান দিবানিশি ॥
আত্মবলি দাও নর,
চরণতলে শ্যামার আসি।
প্রাণভ'রে শুন্‌বে যদি,
শ্যামের আমার প্রেমের বাঁশি ॥

অভিরামের গান থামিল। ব্রাহ্মণী পুত্রকে লইয়া তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইল। অভিরাম তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গৃহে গমন করিতে বলিলেন।

উপস্থিত জনগণ অভিরামের নিকট সাধনার প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইয়া মহাপ্রেমে বিভোর হইয়া উঠিল। সুখমোক্ষহেতু রাধাকৃষ্ণ-নাম সঙ্কীর্ত্তনে মন্দিরপ্রাঙ্গন পবিত্র হইল।

অভিরামের এই অদ্ভুত দৈবশক্তির কথা শ্রবণ করিয়া নরনারীবৃন্দ তাঁহাকে দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করিবার জন্য দলে দলে বাসুলী দেবীর মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। অভিরাম সকলকে প্রেমপূর্ণ রাধাকৃষ্ণ নাম দান করিলেন। তাহারাও অভিরামের বাক্য বেদবাক্য মনে করিয়া অতি ভক্তিভরে রাধাকৃষ্ণ নাম গ্রহণ করিল। ভগবৎপ্রেমসাগরে ত্রিলোক নিমজ্জিত হইল।





অভিরামের কৃষ্ণনগরে গমন ও ঐশীশক্তিপ্রকাশ।

অভিরাম বিল্লোক হইতে কৃষ্ণনগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন এবং সকলেই অবনতমস্তকে তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিতেছে দেখিয়া, তত্রত্য কৌলগণ আপনাদের প্রতিপত্তিনাশের ভয়ে ভীত হইয়া, অভিরামকে কৃষ্ণনগর হইতে দুরীভূত করিতে যত্নবান্ হইল।

কৌলগণ গ্রামমধ্যে ঘোষণা করিতে লাগিল যে "এক ভণ্ড-বৈরাগী যবনকন্যার সহবাসে এই গ্রামে বাস করিতেছে। সে আচারভ্রষ্ট, ও মহাপাপিষ্ঠ—কিন্তু একজন মহাকুহকী। কুহকবলে সে অল্প-বুদ্ধি নরনারীকে বশীভূত করিতে পারে।

অতএব হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুর আচার ব্যবহার রক্ষার জন্য তাহাকে এই স্থান হইতে বিতাড়িত করিতে হইবে। গ্রামবাসিগণ তাহার কুহকে পড়িয়া যেন স্বধর্ম্ম ত্যাগ করতঃ মহাপাপে লিপ্ত না হয়।"

অভিরাম কৌলগণকে দমন করিবার আশায় স্বীয় দৈবশক্তি প্রকাশ

করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি প্রথম খানাকুলে আসিয়া নদীতীরস্থ যে সুবৃহৎ কাষ্ঠখণ্ডকে মুরলীতে পরিণত করিয়া ছিলেন, এক্ষণে সেই মুরলী মৃত্তিকায় প্রোথিত করিলেন। মুরলী অবিলম্বে এক পত্রপুষ্প শোভিত বকুলবৃক্ষের আকার ধারণ করিল।

অভিরাম, বৃন্দাবনাগত দুইজন বৈষ্ণব এবং বিল্লোকগ্রামবাসী ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া বকুলের তলে রাধাকৃষ্ণ নাম কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। সুমধুর কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া গ্রামস্থ নরনারী সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা সেই স্থানে পত্রপুষ্পশোভিত এক বকুল বৃক্ষ দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল। তাহারা বলিতে লাগিল এই স্থানে ইতঃপূর্ব্বে কখনও বকুলবৃক্ষ ছিল না, বোধ হয় এই বৈরাগীর শক্তিতে এই স্থানে এই বৃক্ষের উৎপত্তি হইয়াছে।

পূর্ব্বে তাহারা অভিরামের যে সকল অদ্ভুত শক্তির কথা শুনিয়া-ছিল, এক্ষণে তাহা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া অনেকেই তাঁহার উপর ভক্তিমান্ হইল। তাহারা মনে করিতে লাগিল সাধুর আগমনে গ্রাম পবিত্র হইয়াছে। অতএব শাক্তকুলাচার্য্যগণের নিষেধবাক্য অগ্রাহ্য করিয়া গ্রামস্থ নরনারীগণ অভিরামের নিকট আগমন করিতে লাগিল এবং তাঁহার নিকট ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার একান্ত বশীভূত হইয়া পড়িল। গোপালদাস নামক এক ব্যক্তি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। অভিরাম তাহাকে বকুলবৃক্ষের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিলেন।

দিন দিন অভিরামের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া কৌলগণ

অভিরামের শক্তি পরীক্ষা করিবার জন্য একজন শক্তিসাধক সন্ন্যাসীকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। সন্ন্যাসী কোন কোন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া শক্তিমান্ হইয়াছিলেন। তিনি স্বীয় দৈবশক্তিবলে অভিরামকে পরাস্ত করিবার অভিলাষে গোপালদাসরক্ষিত বকুলবৃক্ষতলে গমন করিলেন। তখন অভিরাম সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন না।

শাক্ত-সন্ন্যাসী গোপালদাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কি জন্য বৈরাগীর আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়াছ? ভণ্ড অভিরাম যেমন স্বীয় জাতিকুল হারাইয়া যবনীর সহবাসে কালক্ষেপ করতঃ মহাপাপপঙ্কে নিমজ্জিত হইতেছে, তদ্রূপ ইতর ব্যক্তিগণকে কুশিক্ষা দ্বারা জাতি-ধর্ম্মভ্রষ্ট করিয়া সমাজেরও মহা অনিষ্ঠসাধন করিতেছে। রে মূঢ়! তুই অভিরামের কি গুণ দেখিয়া তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিস্? দেখ্, আমার তপঃপ্রভাব।"

এই বলিয়া ব্রহ্মচারী বকুলবৃক্ষের প্রতি কুটিলকটাক্ষপাত করিলেন। তাঁহার ভ্রূকুটিভীষণ নয়নদ্বয় অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে বকুলবৃক্ষটি ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। গোপালদাস ব্রহ্ম-চারীর তপোবলদর্শনে ভীত হইল এবং অভিরাম গোস্বামীকে এই সংবাদ প্রদান করিতে দ্রুতপদে গমন করিল।

অভিরাম গোপালদাসের নিকট এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া বলিলেন, —"বৎস! তোমার ভয়ের কোন কারণ নাই। তুমি আমার পাদোদক লইয়া শীঘ্র গমন কর। ইহা বৃক্ষে সিঞ্চন করিবামাত্র অগ্নি

নির্ব্বাপিত হইবে। যাও, বিলম্ব করিও না। কিছুক্ষণ পরে আমিও যাইতেছি।"

গোপালদাস অভিরামের পাদোদক লইয়া প্রজ্জলিত-বৃক্ষ-সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং সেই পবিত্র বারি বৃক্ষের উপর নিক্ষেপ করিবামাত্র অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল। বৃক্ষ আবার পূর্ব্ববৎ পত্রপুষ্পফলে সুশোভিত হইল। গোপালদাস মহাহর্ষভরে "জয় অভিরাম" বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিল।

ব্রহ্মচারী এই ব্যাপার দেখিয়া বিস্মিতভাবে দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময়ে অভিরাম গোস্বামী সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তিনি রুষ্টভাবে ব্রহ্মচারীকে বলিতে লাগিলেন,—"তুমি কি জন্য এই বকুল-বৃক্ষটীকে দগ্ধ করিতে অভিলাষী হইয়াছিলে? বুঝিয়াছি,—তুমি তোমার দৈবশক্তি প্রদর্শন করিবার জন্যই এইরূপ নীচ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলে। যাহা হউক, আইস, দেখা যাক্, কাহার তপোবল কত প্রবল।"

অভিরামের বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন—"আমি তোমার শক্তি পরীক্ষা করিবার জন্যই এই স্থানে আসিয়াছি। যে প্রকারে পরীক্ষাদানে সম্মত হইবে, আমিও তাহাতেই স্বীকৃত আছি।"

অনন্তর অভিরাম হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন—"বেশ কথা, এই স্থানে অগ্নি প্রজ্জলিত করা হউক। সেই অগ্নির মধ্যে আমি আমার জপমালা ও বহির্বাস নিক্ষেপ করিতেছি। সপ্তাহপরে এই মালা ও বহির্বাস অগ্নির মধ্য হইতে গ্রহণ করিব।"

ব্রহ্মচারী বলিলেন—"আমিও আমার দণ্ড. কমণ্ডলু অগ্নিমধ্যে নিক্ষেপ করিব।"

অতঃপর অগ্নি প্রজ্জ্বালিত হইল। অভিরাম তাঁহার মালা ও বহির্বাস এবং ব্রহ্মচারী তাঁহার দণ্ড. কমণ্ডলু অগ্নিমধ্যে ফেলিয়া দিলেন। সপ্তদিবস অগ্নি জ্বলিতে লাগিল।

সাতদিন অতিবাহিত হইলে, অভিরাম তাঁহার মালা ও বহির্বাস অগ্নি হইতে তুলিয়া লইলেন। কিন্তু ব্রহ্মচারী দেখিলেন যে তাঁহার দণ্ড. কমণ্ডলু ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে।

তখন ব্রহ্মচারী অভিরামের অদ্ভুত শক্তি দর্শন করিয়া তাঁহার পদতলে প্রণত হইলেন এবং স্বীয় ঔদ্ধত্যের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর অভিরাম ব্রহ্মচারীর উপর প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে ভগবানের স্বরূপতত্ত্ব বুঝাইয়া দিলেন। ব্রহ্মচারী ভগবৎপ্রেমসুধা পান করিয়া ভূমানন্দ লাভ করিলেন এবং অভিরামের আদেশানুসারে লোকশিক্ষায় নিযুক্ত হইলেন।

ব্রহ্মচারীকে অভিরামের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে দেখিয়া কৃষ্ণনগরের শাক্ত ব্রাহ্মণগণ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইল এবং অভিরামকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিবার অভিপ্রায়ে নানা প্রকার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল।





কৃষ্ণনগরে মহামহোৎসব ও মালিনীর ঐশীশক্তি প্রকাশ।

পরমভগবদ্ভক্ত অভিরামের উপর সাধারণ জনগণের অশ্রদ্ধা উৎপন্ন করিবার জন্য তান্ত্রিক ব্রাহ্মণগণ দেশমধ্যে প্রচার করিতে লাগিলেন যে অভিরাম বৈরাগীর বেশ ধারণ করিয়া যবনীর সহবাসে দিনযাপন করিতেছে। এই কপট বৈরাগীর কুহকে পড়িয়া সরলপ্রাণ বহু ব্যক্তি ইহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া মহাপাপপঙ্কে লিপ্ত হইতেছে। এই পাষণ্ড যবনীর সহবাসে যবনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব যে সকল ব্যক্তি এই কপটাচারীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবে তাহাদিগকে হিন্দুসমাজে আশ্রয় দেওয়া হইবে না।

এই কথা শুনিয়া সাধারণ জনগণ অভিরামের উপর ভক্তিহীন হইয়া পড়িতে লাগিল, এমন কি তাঁহার শিষ্যগণও যবনীকে পরিত্যাগ করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিল।

অভিরাম এই সকল দেখিয়া শুনিয়া অতিশয় মর্ম্মাহত হইলেন। মালিনী যে সামান্যা রমণী নহে ইহা দেখাইবার জন্য তিনি কৃতসঙ্কল্প



হইলেন। অনন্তর মালিনীর ঐশীশক্তি জনসাধারণের গোচরীভূত করিবার উদ্দেশে অভিরাম গোস্বামী কৃষ্ণনগরে মহামহোৎসবের আয়োজন করিতে উদ্যত হইলেন।

এই মহোৎসবে যোগদান করিবার জন্য তিনি শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দকে সাঙ্গোপাঙ্গ সহ কৃষ্ণনগরে আনয়ন করিবার জন্য গঙ্গাতীরস্থ পানিহাটী গ্রামে গমন করিলেন। সেই সময়ে চৈতন্যদেব পাণিহাটি গ্রামে কৃষ্ণপ্রেমামৃত বিলাইবার জন্য মহোৎসবে মত্ত ছিলেন।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব পানিহাটি গ্রামে অভিরামকে প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। উৎসবানন্দে সমস্ত দিন অতিবাহিত হইল। রজনীযোগে অভিরাম চৈতন্যদেবকে বলিলেন যে তিনি কৃষ্ণনগরে এক মহোৎসবের আয়োজন করিয়াছেন এবং সেই উৎসবে যোগদান করিবার জন্য তাঁহাকে লইয়া যাইতে পানিহাটী গ্রামে আগমন করিয়াছেন।

অভিরামের আমন্ত্রণে চৈতন্যদেব অতীব আহ্লাদিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—"সখে! তুমি ও তোমার শক্তিস্বরূপা বৃন্দাবতী উপস্থিত থাকিলেই মহোৎসবকার্য্য সুসম্পন্ন হইবে। আমার সেই স্থানে যাইবার কোনই আবশ্যকতা নাই। কিন্তু তোমার লীলাস্থল শ্রীকৃষ্ণনগরধাম ও প্রিয়সখী বৃন্দাবতীকে দর্শন করিবার জন্য আমার হৃদয়ে প্রবল বাসনার উদ্রেক হইয়াছে। প্রিয়সখীর কথা স্মরণপথে উদিত হইলেই মনঃপ্রাণ রাধাভাবে পূর্ণ হইয়া যায় এবং তখন হৃদয়বল্লভ

পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে শ্যামসুন্দরমূর্ত্তিতে দর্শন করিবার আশায় আকুল হইয়া পড়ে। অতএব সখে! তুমি আর এক দিন এই স্থানে অবস্থান করিয়া আমাদের উৎসবানন্দ বর্দ্ধন কর। পরশ্ব নিত্যানন্দ ও মহান্তগণকে সঙ্গে লইয়া কৃষ্ণনগরোদ্দেশে যাত্রা করিব।

শুনিয়াছি ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্যে অনেক পণ্ডিতের বাস আছে। সেই সকল ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ তোমার উপর কিরূপ আস্থা প্রদর্শন করেন?"

অভিরাম বলিলেন,—"সখে! তুমি ত সর্ব্বজ্ঞ। এই বিশ্বমাঝে তোমার অবিদিত কিছুই নাই। যাহা হউক যখন তুমি আমার মুখে ঐ সকল কথা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ তখন আমি না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

বাস্তবিকই কৃষ্ণনগর ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে অনেক ব্রাহ্মণ বাস করেন। তর্কে তাঁহাদিগকে পরাস্ত করা অতীব দুরূহ। শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণই আমার সর্ব্বস্ব, আমার জীবনের জীবন। আমার ধর্ম্ম কর্ম্ম, আমার তর্ক, বিতর্ক, আমার সাধনা ও সিদ্ধি, সবই সেই বৃন্দাবনবিহারী গোপালসখা কানাই। তর্ক বিতর্ক করিবার ইচ্ছা না থাকিলেও নরনারীর ভক্তি আকর্ষণ করিবার অভিপ্রায়ে মধ্যে মধ্যে শক্তির পরিচয় দিয়াছি বটে, কিন্তু তাহাতে বিশেষ ফলোদয় হয় নাই। আমার শক্তিদর্শনে সাধারণজনগণ আমার উপর ভক্তিমান্ হইলেও, কুলাচারী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ আমাকে ঐন্দ্রজালিক বিদ্যায় পারদর্শী একজন কপট বৈরাগী বলিয়া দেশমধ্যে প্রচার করে।

আর বৃন্দাবতী সর্ব্ব প্রথমে কৃষ্ণনগরের নিকটবর্ত্তী কাজীপুর গ্রামে 'মালিনী' নাম ধারণ করতঃ এক মালাকার গৃহে অবস্থান করিতেছিল। ইহাতে মালীর দুঃখদৈন্য দুরীভূত হইয়া সৌভাগ্যের উদয় হয়। তদ্দর্শনে তত্রত্য কাজী সাহেব "মালিনীকে" দেবীজ্ঞানে মহাভক্তির সহিত স্বীয় ভবনে লইয়া যান। আমার সহিত মিলিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মালিনী কাজীগৃহে বাস করিয়াছিল। সেই জন্য ব্রাহ্মণগণ তাহাকে যবনী বলিয়া ঘৃণা করে এবং আমাকেও যবনীসহবাসদুষ্ট ভণ্ড মনে করিয়া দেশ হইতে বিতাড়িত করিতে সমুৎসুক।

মালিনীর প্রতি তাহাদের ভক্তি আকর্ষণ করিবার জন্যই আমি এই মহোৎসবের আয়োজন করিয়াছি। কিন্তু নিমন্ত্রিত হইলেও তাহারা আমার কিম্বা মালিনীর সম্মুখে আগমন করিবে না। তজ্জন্যই মহোৎসবে তোমার উপস্থিত থাকা বিশেষ আবশ্যক। তোমার নয়নাভিরাম রূপ-মাধুরী, তোমার মনপ্রাণবিমোহন কৃষ্ণনামসঙ্কীর্ত্তন, তোমার অলৌকিক পাণ্ডিত্ব ও অপূর্ব্ব তর্কশক্তি দর্শন করিয়া পণ্ডিতগণ নিশ্চয়ই তোমার নিকট মস্তক অবনত করিবে এবং সম্ভবতঃ উৎসবেও যোগদান করিবে। তখন 'মালিনীর' দৈবশক্তি দর্শন করিয়া তাহাদের প্রাণে তাহার উপর ভক্তির সঞ্চার হইবে। যতদিন না ব্রাহ্মণগণ মালিনীকে দেবীজ্ঞানে পূজা করিতেছে ততদিন কিছুতেই আমি বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রচারে কৃত-কার্য্য হইব না।



শ্রীচৈতন্যদেব সাঙ্গোপাঙ্গ সহ কৃষ্ণনগরে আগমন করিয়া অভিরাম গোস্বামীর অনুষ্ঠিত মহোৎসবে যোগদান করিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে শ্রীচৈতন্য সদলবলে অভিরামের সহিত কৃষ্ণ-নগরোদ্দেশে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা কৃষ্ণনগরে উপস্থিত হইলে মহোৎসব আরম্ভ হইল।

অভিরাম স্বীয় ইষ্টদেব গোপীনাথের পূজা করিয়া সকাতরে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—"হে জীবিতেশ্বর! তোমাকে ভিন্ন আমি আর কিছুই জানি না। নাথ! আমার লোকবল নাই, আমার সহায়, সম্পদ কিছুই নাই! তুমিই আমার একমাত্র আশ্রয়। তুমিই

আমার শক্তি। চন্দ্র যেমন সূর্য্যের তেজে দীপ্তিমান্ হইয়া সুস্নিগ্ধ-করজালে জগৎ পুলকিত করে, আমিও তদ্রূপ তোমারই শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া এই সংসারে লোকবিস্ময়কর কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ হই।

সখে! এক্ষণে আমি এই প্রেমভক্তিশূন্য স্থানে তোমার প্রেমসুধা বর্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে এক মহোৎসবের আয়োজন করিয়াছি। ভগবন! আমায় বলিয়া দাও, আমি কিরূপে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া সমাগতজনগণকে পানভোজনাদি দ্বারা পরিতৃপ্ত করিব।

অভিরাম এই রূপে স্বীয় প্রাণসখা গোপীনাথের নিকট একাগ্রচিত্তে প্রার্থনা করিতে করিতে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলেন। তাঁহার ইন্দ্রিয়গণ অন্তর্মুখী হইল। তিনি স্বীয় হৃদয়মধ্যে হৃদয়রাজকে সন্দর্শন করিয়া মহানন্দসাগরে নিমজ্জিত হইলেন।

ভগবান সস্নেহে অভিরামকে বলিলেন—"সখে! তুমি ভীত হইতেছ কেন? আমি যখন ধর্ম্মরক্ষা করিবার জন্য শরীর পরিগ্রহ করিয়া এই বঙ্গদেশে অবতীর্ণ হইয়াছি এবং এই মহোৎসব-কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য এই স্থানেই উপস্থিত রহিয়াছি, তখন তোমার বৃথা চিন্তা করিবার আবশ্যকতা নাই। তুমি নিমাইএর পরামর্শানুসারে কার্য্য কর।"

ইহাতে অভিরামের যেন চৈতন্যোদয় হইল। স্বয়ং ভগবান্, শ্রীচৈতন্য-রূপে যে মহোৎসব সুসম্পন্ন করিবার জন্য উপস্থিত—ইহা তিনি বুঝিয়াও

বুঝেন নাই। সেই জন্য আপনার বুদ্ধিকে শত ধিক্কার দিতে দিতে গৌরাঙ্গের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং অশ্রুভারাক্রান্তনয়নে নির্ব্বাক্ ভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। চৈতন্যদেব অভিরামের মনোভাব অবগত হইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"সখে! তুমি বৃথা চিন্তা করিও না; শীঘ্রই প্রচুর খাদ্য দ্রব্য আসিয়া উপস্থিত হইবে।' মালিনী যেন সেই সকল দ্রব্য রন্ধন করিয়া রাখে। চল, এক্ষণে আমরা নগর-কীর্ত্তনে বহির্গত হই।"





অভিরামসহ শ্রীচৈতন্যের নগরকীর্ত্তনে গমন ও শাক্ত ব্রাহ্মণগণের ভক্তি আকর্ষণ।

খাদ্য দ্রব্য উপস্থিত হইলে মালিনীকে রন্ধন করিতে বলিয়া অভিরাম গোস্বামী শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ ও মহান্তগণকে সঙ্গে লইয়া সুমধুর রাধা-কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন করিতে করিতে কৃষ্ণনগর প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন।

গৌরাঙ্গ ভাবাবিষ্ট। তাঁহার সুন্দর দেহ কখনও ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিতেছে, কখনও বা পুলকে কণ্টকিত হইতেছে। তাঁহার আকর্ণ-বিশ্রান্ত নয়নদ্বয় হইতে কখনও প্রেমাশ্রুপাত হইতেছে। কখনও বা তিনি উন্মত্তের ন্যায় "কই আমার প্রাণবল্লভ" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেছেন। কখনও বা বাহু দ্বারা অভিরামের গ্রীবাদেশ বেষ্টন করতঃ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছেন—"আমার জীবনধন কৃষ্ণকে আনিয়া দাও। নহিলে আমি বাঁচিব না।" কখনও বা 'প্রেমময়ি রাধে রাধে' বলিয়া দুই বাহু উত্তোলন করতঃ নৃত্য করিতেছেন।

এই সুমধুর রাধাকৃষ্ণনামকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা কীর্ত্তনকারিগণকে দর্শন করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছে। তাহারা শ্রীচৈতন্যের এই মহাভাব দর্শন করিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিল না। তাহাদের প্রাণ প্রেমের বন্যায় ভাসিয়া গেল। তাহারা সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া গৌরাঙ্গের মধুর মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতে করিতে সঙ্কীর্ত্তণসম্প্রদায়ের অনুগমন করিতে লাগিল।

ক্রমে ক্রমে কীর্ত্তনকারিগণ কৃষ্ণনগরস্থ ব্রাহ্মণপল্লীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণগণ অভিরামের উপর মহাবিরক্ত হইলেন বটে, কিন্তু সঙ্কীর্ত্তনধ্বনি এত মধুর ও এত প্রাণোন্মত্তকর হইয়া উঠিয়াছিল, যে তাঁহারা কীর্ত্তনকারিগণকে দর্শন করিবার ইচ্ছা কিছুতেই দমন করিতে পারিলেন না।

তাঁহারা গৃহের বাহির হইয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহাদের হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মণরমণীগণ গৌরাঙ্গকে দর্শন করিয়া দরবিগলিতধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

এই স্থানে কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীচৈতন্য মহাভাবে আবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। তাঁহার অবশ অঙ্গ ঢলিয়া অভিরামের উপর পড়িল। অভিরাম তখনই উপবিষ্ট হইয়া গৌরাঙ্গের গৌরতনু স্বীয় ক্রোড়ে স্থাপন করিলেন এবং ঘন ঘন রাধাকৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন।

কীর্ত্তন বন্ধ হইল। ব্রাহ্মণরমণীগণ অতি ক্ষিপ্রতার সহিত শীতল জল ও ব্যজনী লইয়া শ্রীচৈতন্যের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার

মুখে জলসিঞ্চন করিয়া বাতাস করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণগণ চৈতন্য-দেবের ভাবসমাধি দর্শন করতঃ তাঁহাকে পরম ভগবদ্ভক্ত বিবেচনা করিয়া তাঁহার সেবা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

কিছুক্ষণ পরে চৈতন্যদেবের সমাধি ভঙ্গ হইল। তিনি উঠিয়া বসিলে ব্রাহ্মণগণ অতি বিনীতভাবে বলিতে লাগিলেন,—"মহাত্মন্! আপনার ন্যায় অসাধারণ ভগবদ্ভক্ত আমরা কখনও চক্ষে দর্শন করি নাই। আপনাকে দেখিয়া আমাদের জীবন সার্থক হইল। আমাদের একান্ত বাসনা আপনি সদলবলে আমাদের গৃহে পদার্পণ করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করেন।"

শ্রীচৈতন্যদেব ব্রাহ্মণগণের প্রার্থনা শুনিয়া মনে মনে হাসিলেন এবং তাঁহাদিগকে সসম্মানে বলিলেন—"ব্রাহ্মণগণ! আপনাদের আহ্বান অগ্রাহ্য করিবার শক্তি আমার নাই। আপনাদের ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।"

অনন্তর ব্রাহ্মণগণ অতি যত্নের সহিত চৈতন্যদেব ও তাঁহার সহচর-গণকে গৃহে আনয়ন করিলেন এবং ব্রাহ্মণরমণীগণ নানাবিধ সুখাদ্য প্রস্তুত করিয়া অতিশয় ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাদিগকে আহার করাইলেন।

অনন্তর চৈতন্যদেব তাঁহাদিগকে ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব বুঝাইয়া দিলেন এবং মহোৎসব দর্শন করিবার জন্য তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া ব্রাহ্মণ-গৃহ হইতে চলিয়া আসিলেন।





কৃষ্ণনগরে মহামহোৎসব ও মালিনীর ঐশীশক্তি প্রকাশ।

অভিরাম, শ্রীচৈতন্যদেব ও মহান্তগণের সহিত নগরকীর্ত্তনে বহির্গত হইলে পর, পরম বৈষ্ণব, অভিরামভক্ত-বিষ্ণুপুররাজপ্রেরিত খাদ্য-দ্রব্যাদি ভারে ভারে অভিরামের আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইল। অবশেষে বিষ্ণুপুররাজও মহোৎসবদর্শন করিবার মানসে কৃষ্ণনগরে আগমন করিলেন।

মালিনীদেবী রাজার যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিয়া বসিতে আসন দিলেন। রাজা আসনে উপবিষ্ট হইয়া অভিরামের ও শ্রীচৈতন্যদেবের প্রত্যাবর্ত্তনের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

এদিকে মালিনীদেবী প্রচুর খাদ্য-দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়া মহানন্দে রন্ধন-কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। বহুবিধ ব্যঞ্জন, পায়স, পিষ্টকাদি প্রস্তুত করিয়া

অন্ন রন্ধন করিতে আরম্ভ করিলেন। দুই প্রহরের মধ্যেই পাঁচ ছয় শত লোকের আহার্য্য প্রস্তুত হইল।

দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইবার পর কীর্ত্তনসম্প্রদায় অভিরামের আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইল। অভিরাম, বিষ্ণুপুররাজকে উপস্থিত দেখিয়া এবং তাঁহার প্রেরিত দ্রব্যে প্রচুর খাদ্য-সামগ্রী প্রস্তুত হইয়াছে দেখিয়া মহানন্দে গৌরাঙ্গের নিকট গমন করিলেন এবং এই অভাবনীয় ব্যাপার প্রিয়সখা শ্রীচৈতন্যের গোচর করিয়া তাঁহার স্কন্ধে হস্তার্পণ করতঃ "জয় গৌরাঙ্গ, জয় গৌরাঙ্গ" বলিতে বলিতে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

আবার কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। পাপতাপধ্বংসকর সুমধুর রাধাকৃষ্ণ-নামসঙ্কীর্ত্তনশব্দে সমস্ত গ্রাম আনন্দময় হইয়া উঠিল। গ্রামস্থ আচণ্ডাল-ব্রাহ্মণ, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই মহোৎসব দর্শন ও অশ্রুতপূর্ব্ব সুমিষ্ট কীর্ত্তন শ্রবণ করিবার জন্য অভিরামের আশ্রমে সমুপস্থিত হইল।

গ্রামের সমস্ত নরনারী গৃহ-দ্বার ছাড়িয়া, লজ্জা, ঘৃণা, ভয় ত্যাগ করিয়া এই উৎসবস্থলে সমাগত। তাহাদের হৃদয়ের ক্ষুদ্রতা দূরে পলায়ন করিয়াছে, তাহাদের ভেদজ্ঞান তিরোহিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ, শূদ্র, ধনী, দরিদ্র, স্ত্রী, পুরুষ যেন একই প্রেমসূত্রে গ্রথিত হইয়া মহানন্দে বিভোর হইয়া পড়িয়াছে।

আজ এই মহাপ্রেমসম্মিলনীতে পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য উড়িয়া গিয়াছে,

তার্কিকের তর্কশক্তি রুদ্ধ হইয়াছে, বক্তার বাক্‌শক্তি তিরোহিত হইয়াছে। আজ শাক্ত বৈষ্ণবের মনোমালিন্য দুরীভূত হইয়াছে। ভগবৎ-প্রেম-বন্যায় আজ সব ভাসাইয়া দিয়াছে। আজ সকলেই গভীর-প্রেমসলিলে নিমগ্ন।

কিছুক্ষণ পরে কীর্ত্তন বন্ধ হইল। তখন অভিরাম গোস্বামী সমবেত জনগণকে চীৎকার করিয়া বলিলেন—"আজ আপনারা কৃষ্ণাবতার শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করিলেন, এক্ষণে গোপীনাথের প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া দেহ পবিত্র করুন। যিনি যে স্থানে দণ্ডায়মান আছেন সেই স্থানেই উপবেশন করিয়া অকালমৃত্যুহরণ, সর্ব্বব্যাধি-বিনাশন প্রসাদামৃত উদরস্থ করতঃ মহাশক্তি লাভ করুন।"

অভিরামের বাক্য শ্রবণ করিয়া জন কয়েক শাক্ত ব্রাহ্মণ ভিন্ন সকলেই প্রসাদভক্ষণের জন্য উপবিষ্ট হইল। উপবিষ্ট ব্যক্তিগণের সম্মুখে এক এক খণ্ড কদলী পত্র প্রদত্ত হইল।

মালিনী অন্ন লইয়া পরিবেশন করিতে আরম্ভ করিলেন। মালিনীকে পরিবেশন করিতে দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ গাত্রোত্থান করতঃ উপবিষ্ট ব্যক্তি-গণের পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইলেন। এমন কি নিত্যানন্দ ও মহান্তগণও মহা অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন চৈতন্যদেব, নিত্যানন্দ ও মহান্তগণকে বুঝাইয়া বলিলেন—"মালিনী, সামান্যা রমণী নহেন। ইনিই দ্বাপরের রাধাসহচরী বৃন্দাবতী। ইহাঁর হস্তস্পৃষ্ট অন্ন পরম পবিত্র ও অমৃততুল্য।"

চৈতন্যদেবের মুখনিঃসৃত বাক্যশ্রবণে নিত্যানন্দ ও মহান্তগণের সংশয় দূরীভূত হইল। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ গৌরাঙ্গের বাক্যে আস্থা স্থাপন করিলেন না। শ্রীচৈতন্য ব্রাহ্মণগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"আপনারা যদি আমার কথা বিশ্বাস না করেন, তবে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া স্বচক্ষে মালিনীর দৈবশক্তি দর্শন করুন। আপনাদের ভক্তির সঞ্চার হইলে প্রসাদ গ্রহণ করিবেন। এক্ষণে আমাদিগকে প্রসাদ ভক্ষণ করিতে আদেশ করুন।"

গৌরাঙ্গের বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগকে ভোজনে প্রবৃত্ত হইতে অনুমতি করিলেন।

মালিনীদেবী একাকিনী অতিশয় ক্ষিপ্রতার সহিত পরিবেশন করিতে লাগিলেন। সকলেই মহানন্দে অমৃততুল্য প্রসাদ ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। বিদ্যুল্লতার ন্যায় দ্রুতবেগে মালিনীদেবী শত শত লোককে সমানভাবে অন্নব্যঞ্জনাদি দানে পরিতুষ্ট করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই অলৌকিক ক্ষিপ্রকারিতা দর্শনে সকলেই অতিশয় বিস্মিত হইল।

পরিবেশনসময়ে মালিনীর মস্তকাচ্ছাদনবস্ত্র হঠাৎ বায়ুসঞ্চালিত হইয়া অপসারিত হইলে, তিনি অতিশয় লজ্জিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু সেই সময়ে তিনি উভয় হস্তে খাদ্যপূর্ণ পাত্র ধারণ করিয়াছিলেন। সুতরাং পাত্রটী না ছাড়িলে ঐ দুই হস্তের সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মালিনীদেবী পাত্রটী উভয় হস্তেই ধরিয়া রহিলেন এবং তাঁহার

স্কন্ধদেশ হইতে আর- দুইটী হস্ত বাহির হইয়া অপসৃতবস্ত্র যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিয়া দিল।

এই অত্যাশ্চর্য্য অলৌকিক ব্যাপার দর্শনে সকলেই মহাবিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইল। তাহারা ভাবিতে লাগিল—"ইহা কি ইন্দ্রজাল, না দৈবশক্তি।" মালিনীদেবী চারি হস্তেই পরিবেশন করিতে লাগিলেন। তখন সকলেই তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেবী বলিয়া স্বীকার করিল। তাঁহার উপর সকলেরই মহাভক্তির উদয় হইল। যে ব্রাহ্মণগণ যবনী বলিয়া তাঁহাকে অশ্রদ্ধা করিয়াছিল, এমন কি সামান্য ব্যভিচারিণী কামিনী বলিয়া যাঁহাকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিতে যত্নবান হইয়াছিল, যাঁহার সহিত একত্রবাসহেতু মহাশক্তিশালী অভিরামকে পর্য্যন্তও কপট বৈরাগী বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই, যাঁহার হস্তস্পৃষ্ট খাদ্য অপবিত্রজ্ঞানে শ্রীচৈতন্য দেবের কথা অগ্রাহ্য করতঃ প্রসাদভক্ষণে বিমুখ হইয়া একপার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিল, সেই সকল ব্রাহ্মণ এক্ষণে মালিনীর দেবদুর্ল্ভ শক্তি দর্শন করিয়া একেবারেই তাঁহার উপর মহাভক্তিমান্ হইয়া উঠিল। তাহারা যুক্তকরে উচ্চৈঃস্বরে মালিনীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল এবং তদ্দত্ত সুধাসম প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া ধন্য হইল।





কৃষ্ণনগরে অভিরামের গোপীনাথ বিগ্রহ স্থাপন ও ধর্ম্মপ্রচার।

মহোৎসব শেষ হইল। শ্রীচৈতন্যদেব সাঙ্গোপাঙ্গ সহ নবদ্বীপ গমন করিলেন। বৃন্দাবতী মালিনীরূপে কৃষ্ণনগরে লীলা করিতেছেন বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ কৃষ্ণনগরকে গুপ্তবৃন্দাবন নামে অভিহিত করিলেন। এতদিনে আচণ্ডালব্রাহ্মণ সকলেই অভিরাম ও মালিনীকে দেবদেবী জ্ঞানে ভক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিল। অভিরাম সকলকেই রাধাকৃষ্ণের অপূর্ব্বপ্রেমলীলা বুঝাইয়া দিয়া তাহাদের প্রাণে ভগবদ্ভক্তির উদ্রেক করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণনগরে প্রেমের বন্যা বহিল। এই প্রবল বন্যার টানে হিংসা, দ্বেষ, পাপ, তাপ ভাসিয়া গেল। প্রেমবারিবিধৌত কৃষ্ণনগর পবিত্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আনন্দধামে পরিণত হইল। অভিরাম ও মালিনী, জনক জননীর ন্যায় কৈয়ড় ও কৃষ্ণনগরের সকল নরনারীকে অপত্যনির্ব্বিশেষে স্নেহ যত্ন করিতে

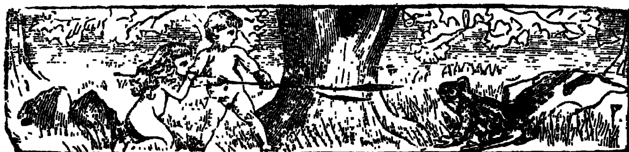
লাগিলেন। তাহারাও শিক্ষার গুণে বিশুদ্ধহৃদয় হইয়া একপরিবারস্থ ভ্রাতা ভগ্নীর ন্যায় মহাপ্রেমে সুখশান্তিপূর্ণ ধর্ম্মময় জীবনযাপন করিতে লাগিল।

অনন্তর অভিরাম গোস্বামী তাঁহার আরাধ্যদেব গোপীনাথকে কৃষ্ণনগরে স্থাপন করিবার আশায় মন্দিরপ্রতিষ্ঠা করিতে অভিলাষী হইলে, তত্রত্য জনগণ মহোৎসাহে উক্তকার্য্যসম্পাদনে যত্নবান হইল।

গ্রামবাসিগণের সমবেতচেষ্টায় অতি অল্পদিনের মধ্যেই এক অতি সুন্দর দেবমন্দির নির্ম্মিত হইল। কৃষ্ণময়প্রাণ অভিরাম পরমানন্দে তন্মধ্যে গোপীনাথ বিগ্রহ স্থাপন করিলেন।

এই সময়ে কৃষ্ণনগরে আবার মহোৎসব আরম্ভ হইল। জগন্নাথ-দেবের পুরীমধ্যে যেরূপ জাতি বিচার নাই, তদ্রূপ এই মহোৎসবে চণ্ডালে ব্রাহ্মণে একত্র বসিয়া নির্ব্বিকারচিত্তে মালিনীপ্রদত্ত অমৃততুল্য অন্ন ভক্ষণ করিতে লাগিল। সকলেই মহাপ্রেমভাবে বিভোর। অভিরাম তারস্বরে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে করিতে নৃত্য করিতে লাগিলেন। গ্রামবাসিজনগণ সকলেই হরিনাম কীর্ত্তনে মত্ত হইয়া উঠিল। দেশমধ্যে মহানন্দস্রোত প্রবাহিত হইল।





অভিরাম গোস্বামী হরিদাসঠাকুরকে গৌরহাটীতে স্থাপন করিলেন।

মহোৎসবকালে কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হইয়া অভিরাম নৃত্য করিতেছেন, এমন সময় একজন ভাস্কর অতি মনোরম শ্রীরামগোপাল মূর্ত্তি লইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। ভাস্কর মূর্ত্তিদ্বয় অভিরামকে দান করিয়া ভক্তিভরে তাঁহার পদতলে প্রণত হইল।

অভিরাম ভাস্করের উপর মহাসন্তুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কি অভিপ্রায়ে এই দুই সুন্দর মূর্ত্তি, আমাকে দান করিলে?"

ভাস্কর অতি বিনীতভাবে উত্তর করিল,—"প্রভো! আপনার শ্রীচরণদর্শনাশায় আমি বহুদূর হইতে আগমন করিতেছি। এই মহোৎসবকালে রিক্তহস্তে দেবদর্শন করা অনুচিত বিবেচনা করিয়া দরিদ্র-সেবক ভগবানের এই দুই মূর্ত্তি আনয়ন করিয়াছে। দাসকে শ্রীচরণে স্থান দিয়া কৃতার্থ করুন।"

অনন্তর অভিরাম ভাস্করকে পানভোজনাদি করিতে বলিয়া—মালিনীকে সেই মনোহর মূর্ত্তিদ্বয় দেখাইতেছেন, এমন সময় অভিরামের প্রিয় সখা ও শিষ্য হরিদাসঠাকুর সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন।

হরিদাসকে দেখিয়া অভিরাম বলিলেন,—"দেখ, হরিদাস! মূর্ত্তি দুইটি কত সুন্দর হইয়াছে। আমার একান্ত বাসনা তুমি এই বিগ্রহ দুইটীর সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হও।"

অভিরামের বাক্য শ্রবণ করিয়া হরিদাস বলিতে লাগিলেন—"প্রভো! আপনার শ্রীচরণই আমার একমাত্র অবলম্বন। আপনার সেবায় জীবন অতিবাহিত করিব ইহাই আমার একান্ত বাসনা। আমায় আর অন্য কার্য্যের ভার অর্পণ করিবেন না।"

তখন অভিরাম হরিদাসকে বুঝাইয়া বলিলেন,—"হরিদাস, আমি তোমার ভক্তি দর্শনে তোমার উপর অতীব প্রীত হইয়াছি। আমার সেবায় জীবনযাপন করা অপেক্ষা তুমি অন্য স্থানে গমন পূর্ব্বক এই দুই বিগ্রহের সেবা কর এবং তত্রত্য নরনারীগণকে ধর্ম্মশিক্ষাদানে উন্নত কর। 'রাঢ়' দেশে রাধাকৃষ্ণপ্রেম জনসাধারণকে বিতরণ করিবার জন্য আমি শ্রীচৈতন্যের অনুরোধে বঙ্গদেশে অবতীর্ণ হইয়াছি। এই কার্য্যে তোমরা আমার সহায় হও। তুমি এই বিগ্রহ দুইটী লইয়া গোপালনগরে গমন কর এবং ইতর ভদ্র সকল লোককে সমভাবে ধর্ম্মশিক্ষা দান কর।

অভিরামের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া হরিদাস গোপালনগরে গমন

করিলেন। গ্রামবাসিগণ অতিশয় আনন্দিত হইয়া দেবগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিল এবং শ্রীরাম গোপালের সেবার সুবন্দোবস্ত করিল।

উদারহৃদয় হরিদাস ঠাকুরের ধর্ম্মভাব ও মহাপ্রাণতায় মুগ্ধ হইয়া গোপালনগর ও নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহের অধিবাসিবৃন্দ তাঁহার উপর অতিশয় ভক্তিমান্ হইয়া উঠিল। এমন কি কৃষ্ণনগরস্থ নরনারীগণও শ্রীরাম গোপালের মোহন মূর্ত্তি দর্শন করিবার জন্য গোপালনগর গমন করিতে লাগিল এবং গোপীনাথ অপেক্ষা শ্রীরাম গোপালের উপর অধিকতর আসক্ত হইয়া পড়িল।

এতদ্দর্শনে অভিরাম গোপীনাথসেবক কানুকৃষ্ণ গোস্বামীর সহিত পরামর্শ করিয়া হরিদাসকে গোপালনগর অপেক্ষা অধিকতর দুরবর্ত্তী স্থানে স্থাপন করিতে মনস্থ করিলেন।

অনন্তর হরিদাস, অভিরাম গোস্বামীর ইচ্ছানুসারে শ্রীরামগোপাল বিগ্রহ লইয়া অরণ্যময় গৌরাঙ্গপুরে গমনপূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। কিন্তু নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহ হইতে নরনারীগণ সচরাচর এই বনভূমিতে গমন করিতে পারিত না। সুতরাং অভিরাম শ্রীরামগোপাল বিগ্রহ গৌরহাটী গ্রামে প্রতিষ্ঠিত করিবার অভিলাষে একদিন গৌরাঙ্গপুরে গমন করিলেন।

হরিদাস, অভিরাম গোস্বামীকে বনাশ্রমে আগত দেখিয়া উল্লাসিত-অন্তরে অতি ভক্তির সহিত তাঁহার চরণদ্বয় ধৌত করিয়া দিয়া বসিতে আসন দিলেন।

অভিরাম উপবিষ্ট হইয়া হরিদাসকে বলিলেন,—"এই বনাশ্রমে অবস্থান করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রচারের বিশেষ সুবিধা হইবে না। অতএব বিগ্রহ লইয়া গৌরহাটী গ্রামে গমন করি, চল।"

অনন্তর হরিদাস শ্রীরামগোপালকে লইয়া অভিরামের সহিত গৌরহাটী গ্রামে গমন করিলেন। অভিরামের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া গ্রামস্থ লোকগণ তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল এবং মহাপুরুষের পদরেণুস্পর্শে গ্রাম পবিত্র হইল বলিয়া মহা আনন্দপ্রকাশ করিতে লাগিল।

অভিরাম তাহাদিগকে বলিলেন,—"হে গ্রামবাসিজনগণ! তোমাদের নিকট আমার একটী প্রার্থনা আছে। তোমরা ঐ প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া ধর্ম্মলাভ কর।"

অভিরামের বাক্য শ্রবণ করিয়া গ্রামবাসিগণ কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিল,—"মহাত্মন্! আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে পারিলে আমাদিগকে ধন্য জ্ঞান করিব। আমাদের বহুভাগ্য যে আপনি আমাদের গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।"

তখন অভিরাম তাহাদিগকে বলিতে লাগিলেন—"হে ধার্ম্মিকগণ! তোমরা এই শ্রীরামগোপাল বিগ্রহ তোমাদের গ্রামে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেবার সুবন্দোবস্ত করিয়া দাও। এই কার্য্য করিলে তোমরা শ্রীমাধবের কৃপার পাত্র হইয়া পরমার্থলাভে সমর্থ হইবে।"

অভিরামের বাক্যশ্রবণে গ্রামস্থ ব্যক্তিবর্গ পরমাহ্লাদিত হইয়া

শ্রীরামগোপালের দেউল নির্ম্মাণ [redacted]হার সেবার বন্দোবস্ত করিতে সম্মত হইল।

গ্রামবাসিগণের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে অভিরাম গোস্বামী সে দিন তথায় অবস্থান করিলেন। শ্রীরামগোপালের সেবার জন্য সকলেই যথাশক্তি আয়োজন করিল। দেবসেবা সম্পন্ন হইলে অভিরাম গোস্বামী ও হরিদাসঠাকুর উপস্থিত জনগণকে প্রসাদ বণ্টন করিয়া দিলেন। আহারাদির পর সন্ধ্যার সময় কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। সুললিত সঙ্কীর্ত্তনধ্বনিতে সমস্ত গ্রাম আনন্দপূর্ণ হইয়া উঠিল। এরূপ বিশুদ্ধ আনন্দ বুঝি গ্রামের নরনারীগণ কখনও ভোগ করে নাই।

সঙ্কীর্ত্তনকালে অভিরাম গোস্বামীকে মহাভাবে আবিষ্ট দেখিয়া সকলেই উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি করিতে লাগিল। হরিধ্বনি করিতে করিতে অনেকে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ভূমিতলে নিপতিত হইল। প্রেমামৃত-রসে সকল নরনারীর হৃদয় অভিষিক্ত হইল। অনন্তর কীর্ত্তন বন্ধ হইলে সকলেই স্ব স্ব গৃহে গমন করিল।

পরদিন প্রাতঃকালে অভিরাম গ্রামবাসিগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণনগরে আগমন করিলেন।

হরিদাসঠাকুর পরমোল্লাসে গৌরহাটী গ্রামে অবস্থান করতঃ মহা-যত্নের সহিত সকলকেই মধুর রাধাকৃষ্ণপ্রেম শিক্ষা দিতে লাগিলেন।





অভিরাম খ্রোঙালুক গ্রামে গোপীনাথ বিগ্রহ স্থাপন করিয়া তাঁহার সেবার জন্য কৃষ্ণদাস বাঙ্গালকে নিযুক্ত করিলেন।

শ্রীমতী রাধা যে ভাবে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিয়াছিলেন, সেই ভাবে ভগবানের উপাসনা করা মানবের সহজসাধ্য। সেবা, সাহচর্য্য, ভক্তি, স্নেহ ও প্রেম এই পঞ্চভাব মানবের স্বভাবসিদ্ধ। এই ভূমণ্ডলে দেখিতে পাওয়া যায়—মানব যদি কোন নরনারীকে সন্তুষ্ট করিয়া তাহার প্রিয়পাত্র হইতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে পাত্র, পাত্রী অনুসারে এই পঞ্চভাবের যে কোন একটী ভাব অবলম্বন করিয়া থাকে।

পতিব্রতা রমণীগণ সুখে দুঃখে, আপদে বিপদে, স্বামীর সহচরী হইয়া, প্রাণপণে স্বামীর সেবা শুশ্রূষা করিয়া অতি ভক্তি শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার আদেশাদি পালন করিয়া, মাতার ন্যায় অসীম স্নেহে যত্নে স্বামীর

আহারাদির তত্ত্বাবধান করিয়া এবং অবশেষে অপারপ্রেমভরে স্বীয় প্রাণ স্বামীর প্রাণে মিলিত করিয়া স্বামীর সহিত এক হইয়া যায়। তখন আর তাহারা তাহাদের পৃথক্ অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারে না। তখন স্বামীর আনন্দেই তাহাদের আনন্দ, স্বামীর দুঃখেই তাহাদের দুঃখ। স্বামীর বিচ্ছেদে তাহারা কৃশ ও মলিন হইয়া যায় এবং স্বামীর মৃত্যুতে জীবনধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া তাহার সহগামিনী হইয়া থাকে।

শ্রীরাধিকাও ঠিক এই ভাবেই শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিয়া স্বীয় অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন—শ্যামসমাধিতে মগ্ন হইয়া ভূমানন্দভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

নরনারীগণ যদি এই ভাবে ভগবানের উপাসনা করিতে পারে, তাহা হইলে তাহারা স্বীয় ক্ষুদ্র সত্ত্বা ভগবানের অনন্তসত্ত্বাসাগরে নিমজ্জিত করিয়া তাঁহার সহিত এক হইয়া যায়।

মানব তাহার ভক্তি, স্নেহ, প্রেম প্রভৃতি প্রকৃতিগত গুণপ্রভাবেই অতি সহজেই ভগবান্ লাভে সমর্থ হয়।

ঈশ্বরলাভের এই সহজ পন্থা নরনারীকে শিক্ষা দিবার জন্য অভিরাম বঙ্গের নানা স্থানে কৃষ্ণমূর্ত্তি স্থাপন করিতে লাগিলেন।

এই উদ্দেশ্যেই তিনি খোঙালুক্ গ্রামে গোপীনাথমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া লোকসকলকে রাধাভাবে কৃষ্ণোপাসনা শিক্ষা দিবার জন্য পরমভক্তিমান্ কৃষ্ণদাস বাঙ্গালকে নিযুক্ত করিলেন।

কৃষ্ণদাস নানা সাজে গোপীনাথকে সজ্জিত করিয়া তাঁহার আরাধনায় রত হইলেন। গ্রামস্থ নরনারীগণ গোপীনাথের এই মনোরম সাজসজ্জা দর্শন করিতে এবং ভগবৎপ্রেম লাভ করিবার উপায় শিক্ষা করিতে প্রতিদিনই কৃষ্ণদাসের আশ্রমে আগমন করিতে লাগিল।

একদিন এক সৌন্দর্য্যশালিনী যুবতী বিধবা রমণী কৃষ্ণদাসের মুখে রাধাকৃষ্ণপ্রেমকথা শ্রবণ করিতে করিতে প্রেমাবেশে অচৈতন্য হইয়া পড়িল। কৃষ্ণদাস রমণীকে ভাবাবিষ্ট ও ভূলুণ্ঠিত দেখিয়া অতি ব্যস্ত ও আনন্দিতভাবে তাহার নিকট গমন পূর্ব্বক তারস্বরে রাধাকৃষ্ণ-নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন এবং রমণীর মস্তকে ও মুখে পবিত্র গঙ্গাবারি সিঞ্চন করিয়া বাতাস করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে রমণী সংজ্ঞালাভ করিয়া কৃষ্ণদাসের পদধূলি গ্রহণ করিল এবং গোপী-নাথকে প্রণাম করিয়া গৃহোদ্দেশে প্রস্থান করিল।





রমণীর নিরুপম সৌন্দর্য্য ও দিব্যভাব দর্শনে কৃষ্ণদাসের মনশ্চাঞ্চল্য ও গভীর অনুতাপ।

রমণী দেবমন্দির ত্যাগ করিয়া মন্থরগমনে গৃহে গমন করিল কৃষ্ণদাসের মন তাহার অনুসরণ করিল। সুন্দরীর অসাধারণ ভগবদ্ভক্তি ও অঙ্গসৌষ্ঠব নিরীক্ষণ করিয়া কৃষ্ণদাস বিমুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার মন ইষ্টচিন্তা বিস্মৃত হইয়া ঐ প্রেমময়ী রমণীর চিন্তায় বিভোর হইয়া উঠিল। তাঁহার দুষ্টেন্দ্রিয়গণ মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিল। তখন তিনি উদ্দাম বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া রমণীরত্নলাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। এইরূপ দুশ্চিন্তায় সমস্ত দিন

অতিবাহিত হইল। কৃষ্ণদাস অচলঅটলভাবে তদ্গতচিত্তে একাসনেই উপবিষ্ট রহিলেন।

সূর্য্যদেব অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলেন। সন্ধ্যাদেবী ধীরে ধীরে ধরাধামে অবতীর্ণ হইতে লাগিলেন। পক্ষিগণ স্ব স্ব কুলায়ে আশ্রয় গ্রহণ করিল। কুলবধূগণ দীপ জ্বালিয়া মঙ্গলসূচক শঙ্খধ্বনি করিল। শঙ্খনিনাদে সমস্ত গ্রাম মুখরিত হইয়া উঠিল।

সন্ধ্যা অতীত হইলে বহু নরনারী আরতিদর্শনমানসে গোপীনাথের মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু তাহারা পূর্ব্ববৎ আরতির কোন আয়োজন না দেখিয়া কৃষ্ণদাসঠাকুরকে অন্বেষণ করিতে করিতে দেখিতে পাইল নিমীলিতচক্ষুঃ কৃষ্ণদাস মন্দিরমধ্যে নিশ্চলভাবে উপবিষ্ট।

কৃষ্ণদাসের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া কেহ কেহ চিৎকার করিয়া বলিল,—"ঠাকুর, সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। এখনও আপনি আরতির কোন আয়োজন না করিয়া নিশ্চেষ্টভাবে উপবিষ্ট কেন?" আবার কেহ কেহ বলিতে লাগিল,—"সকলে স্থির হও। দেখিতেছ না, মহাপুরুষ যোগাসনে আসীন হইয়া দেবতার ধ্যানে বাহ্যজ্ঞানশূন্য! একটু অপেক্ষা কর। যোগভঙ্গ হইলেই উনি আরতি করিবেন।"

"যোগভঙ্গ হইলেই উনি আরতি করিবেন, "এই বাক্যটী অস্পষ্টভাবে কৃষ্ণদাসের কর্ণগোচর হইবামাত্র তাঁহার যেন চৈতন্যোদয় হইল। তিনি চাহিয়া দেখিলেন সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছে। বহু নরনারী

আরতি দেখিবার জন্য মন্দিরপ্রাঙ্গনে উপস্থিত হইয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বাহিরে আসিলেন এবং হস্তমুখ প্রক্ষালন করিয়া ব্যস্তভাবে দেববিগ্রহের সম্মুখে আরতি করিতে গমন করিলেন। আরতি শেষ হইলে তিনি সমাগত ব্যক্তিগণের সহিত দুই একটী মাত্র কথা কহিয়া তাহাদিগকে বিদায় দিলেন।

লোকজন চলিয়া গিয়াছে। গাঢ় অন্ধকারে ধরাতল পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। কৃষ্ণদাসের হৃদয়ও গভীর তমসাচ্ছন্ন। তিনি নির্জ্জন মন্দিরে বসিয়া একাকী ভাবিতেছেন। কিন্তু এবার তাঁহার ভাবনার স্রোত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

ঘোর অনুতাপানলে দগ্ধীভূত হইয়া তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—হায়! পাপাত্মা আমি! আমার জীবনে ধিক্! আমার প্রবৃত্তিকে শত ধিক!! আমি আমার হৃদয়বল্লভ গোপীনাথের চিন্তা ত্যাগ করিয়া সামান্য কামিনীর চিন্তায় অন্তঃকরণ কলুষিত করিলাম! সদানন্দময়ের পবিত্র মোহন মূর্ত্তি অবহেলা করিয়া মলমূত্রাদি ঘৃণার-জনক অপবিত্র পদার্থপূরিত দেহের উপর আসক্ত হইয়া উঠিলাম! শ্যামসুন্দরের ত্রিতাপনাশকারী চিরসৌন্দর্য্যময় মুখচন্দ্র তন্ময়চিত্তে নিরীক্ষণ না করিয়া, আমার পাপচক্ষুঃ নারীর লালাশ্লেষ্মাপূর্ণ দুর্গন্ধযুক্ত বদনদর্শনে লালায়িত হইয়া উঠিল! এই লোলুপ লোচনদ্বয়ই যত অনর্থের মূল। যে নয়ন আমার সর্ব্বনাশসাধনে তৎপর সেই নয়নের সমস্ত শক্তি আমি আজ নষ্ট করিব।”

এই বলিয়া ভক্ত কৃষ্ণদাস তীক্ষ্ণধার ছুরিকা দ্বারা নেত্রদ্বয় বিদ্ধ করিল। অনন্তর অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর হইয়া রক্তাক্তদেহে মন্দির-তলে অবসন্নভাবে নিপতিত রহিল।

অভিরাম গোস্বামী এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া খেঁড়ালুকে আগমন করিলেন এবং কৃষ্ণদাসের মুখে তাঁহার নয়ননাশের বিবরণ শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে ভর্ৎসনাছলে বলিতে লাগিলেন,—"মূঢ়! এ বিষয়ে তোমার মনই সম্পূর্ণ অপরাধী। ইহাতে চক্ষুর কিছুমাত্র দোষ নাই। তোমার নয়ন কেবল একটী নারীমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিল। কিন্তু তোমার মন সেই রমনীকে পরমারাধ্যা রাধারূপে ভাবনা করিতে অসমর্থ হইল কেন? তোমার মনই শাসনের সবিশেষ উপযুক্ত। এক্ষণে অমূল্য চক্ষুঃরত্ন হারাইয়া তুমি কিরূপে দেবতার সেবাকার্য্য সম্পন্ন করিবে?"

অভিরামের বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণদাস অতি কাতরভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন,—"দেব! দয়া করিয়া আপনার পদাশ্রিত অধমকে এই ঘোর বিপদ হইতে রক্ষা করুন। হে অসীমশক্তিধর! আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে এই বর দিন যেন আমার নয়ন পুনর্ব্বার দৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়া রাধাবল্লভের অভয়চরণ ভিন্ন আর কিছু দর্শন না করে।"

অভিরাম কৃষ্ণদাসের অনুতাপ ও ভগবদ্ভক্তি দর্শনে অতীব প্রীত হইয়া বলিলেন—"হে বীরভক্ত! আমি তোমার অসাধারণ ভগবন্নিষ্ঠা

অবলোকন করিয়া এতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছি যে তাহা বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিতেছি না। আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি—তোমার নয়নদ্বয় এই সংসারের সকল বস্তুতেই তোমার ইষ্টদেবের মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ধন্য হইবে।"

অভিরামের আশীর্ব্বাদে কৃষ্ণদাস দৃষ্টিশক্তি পুনর্লাভ করিয়া জগৎ কৃষ্ণময় দেখিতে লাগিলেন। মহাপ্রেমে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইল। তিনি জীবন্মুক্ত হইয়া নরদেবের ন্যায় পৃথ্বিতলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। খোঁড়ালুকবাসিগণও এই মহাপুরুষের সংশ্রবে মহাভক্তিমান্ ও বিশুদ্ধচরিত হইয়া সদানন্দে দিনযাপন করিতে লাগিল।





নিত্যানন্দের হেলানে আগমন ও অভিরাম-শিষ্য পাখিয়া গোপালের শক্তি পরীক্ষা ঃ

গোপালদাস অভিরাম গোস্বামীর একজন প্রিয়শিষ্য ছিলেন। তিনি নানা উৎকট সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া ষড়ৈশ্বর্য্যশালী হইয়াছিলেন। অণিমা, লঘিমা প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য তাঁহার করায়ত্ত হইয়াছিল। অভিরাম, অনুগত গোপালকে আপনার নিকট রাখিয়া অতি যত্নের সহিত এই সকল সাধনায় সাহায্য করিয়াছিলেন।

অনন্তর অভিরাম লোকশিক্ষার জন্য গোপালদাসকে দামোদর নদের পশ্চিমতীরবর্ত্তী 'হেলান' গ্রামে অবস্থান করিতে অনুমতি করেন।

গুরুদেবের আদেশানুসারে গোপালদাস 'হেলান' গ্রামে 'রাধাকৃষ্ণ' মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া তত্রত্য নরনারীগণকে ভগবৎপ্রেমে উন্মত্ত করিতে

আরম্ভ করিলেন। সিদ্ধপুরুষ গোপালদাসের ঐশ্বর্য্যের কথা চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল।

একদিন প্রভু নিত্যানন্দ গোপালের শক্তি দর্শনমানসে 'হেলান' গ্রামে আসিয়া উপনীত হইলেন। গোপাল সসম্ভ্রমে তাঁহার পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া যুক্তকরে দণ্ডায়মান রহিল।

তখন নিত্যানন্দ গোপালকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"হে সাধকশ্রেষ্ঠ! আমি তোমার উন্নত ধর্ম্মভাব ও বিনয়াদি দর্শনে অতীব সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমাকে দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া তিন চারি দিন হইল আমি নবদ্বীপ হইতে বহির্গত হইয়াছি। এক্ষণে পথশ্রমে ও অনাহারে আমি অতিশয় কাতর হইয়া পড়িয়াছি। তুমি আমাকে কিছু আহার্য্য দান করিয়া আমার ক্ষুন্নিবৃত্তি কর। আমি আর অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে পারিতেছি না।"

নিত্যানন্দদেবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া গোপালদাস অতি ব্যস্ত-ভাবে বলিলেন,—"প্রভো! আপনার পদরজঃ প্রাপ্ত হইয়া 'হেলান' গ্রাম পবিত্রতা প্রাপ্ত হইল এবং অধম আমিও, আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিয়া ধন্য হইলাম। আপনার কোনরূপ সেবা করিতে পারিলে জীবন সার্থক জ্ঞান করিব। দয়া করিয়া শীঘ্র বলুন—প্রভুর সেবার জন্য দাস কি প্রকার আহার্য্যের আয়োজন করিবে।"

গোপালের বাক্য শেষ হইলে ভগবান্ নিত্যানন্দ তাঁহার শক্তি পরীক্ষা করিবার আশায় বলিলেন—"হে ধার্ম্মিকবর! বহুকাল হইতে

জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিবার বাসনা আমার হৃদয়ে বলবতী হইয়াছে। তুমি অবিলম্বে আমার এই তীব্র বাসনা পূর্ণ করিয়া তোমার দৈবশক্তির পরিচয় দাও।"

মহাশক্তিসম্পন্ন অভিরাম-শিষ্য গোপালদাস নিত্যানন্দ প্রভুর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া বলিলেন,—"দেব! আপনি দাসের আশ্রমে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করুন। দাস যথাসম্ভব অল্পসময়ের মধ্যে পুরী হইতে জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ লইয়া প্রত্যাগমন করিবে।"

অনন্তর অষ্টসিদ্ধিসম্পন্ন গোপালদাস শ্রীগুরুচরণ স্মরণ করতঃ অণিমা-লঘিমাদি ঐশ্বর্য্যবলে আকাশপথে বিদ্যুদ্বেগে পুরী গমন করিলেন এবং মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিয়া অচিরকালমধ্যেই 'হেলান' গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

নিত্যানন্দদেব গোপালের এই অলৌকিক ঐশ্বর্য্য দর্শনে মহাপ্রীত হইয়া বলিতে লাগিলেন—"হে শক্তিধর! তুমি প্রকৃতই ষড়ৈশ্বর্য্যলাভে সমর্থ হইয়াছ। এক্ষণে বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে দ্বাপরলীলার প্রধান সহায় কৃষ্ণৈকপ্রাণ অভিরাম, গৌরলীলা সুসম্পন্ন করিবার জন্য যেরূপ চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতে অতি শীঘ্রই সমস্ত দেশ কৃষ্ণপ্রেমবন্যায় প্লাবিত হইবে। ধর্ম্মের গ্লানি, মতপার্থক্য ও জাত্যভিমান অনতিবিলম্বেই টুটিয়া যাইবে। আবার অচিরেই দেশমধ্যে মহামিলন সংঘটিত হইয়া প্রেমপূর্ণ শান্তিরাজ্য সংস্থাপিত হইবে। অধঃপতিত দেশকে পুনরুত্তোলিত করিতে তোমার ন্যায় ঐশীশক্তিশালী মহাপুরুষগণেরই

আবশ্যক। প্রিয়সখা অভিরাম, শিষ্যগণকে উপযুক্ত সাধনায় সিদ্ধ করিয়া মৃতকল্প ভারতকে পুনর্জীবিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। এক্ষণে অভিরামকে এই স্থানে আগমন করিতে সংবাদ প্রেরণ কর। তাঁহার সহিত একত্রে মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিয়া কৃতার্থ হইব।"

শ্রীনিত্যানন্দদেবের বাক্যানুসারে পরমভক্ত গোপাল যোগাবলম্বনে গুরুদেবকে আহ্বান করিলেন। অভিরাম প্রিয়শিষ্যের আহ্বান অবগত হইবামাত্র 'হেলানে' আগমন করিলেন এবং প্রাণসখা নিত্যানন্দদেবকে দর্শন করিয়া মহানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

অনন্তর প্রভু নিত্যানন্দ, অভিরাম গোস্বামীর সহিত জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিয়া মালিনীদেবীকে দর্শন করিবার জন্য কৃষ্ণনগরে গমন করিলেন।

গোপালদাস শূন্যপথে পুরীগমন করিয়া জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ আনিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া 'পাখিয়া গোপাল' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।





বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে অভিরাম নানা স্থানে তাঁহার শিষ্যগণকে প্রেরণ করিলেন।

অভিরাম গোস্বামী তাঁহার প্রিয়ভক্ত কৃষ্ণানন্দ অবধূতকে দ্বিপা দ্বারহাটা গ্রামে গমন করিতে বলিয়া তত্রত্য নরনারীগণকে রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা শিক্ষা দিতে অনুমতি করিলেন। কৃষ্ণানন্দ অভিরামের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া দ্বিপা গ্রামে উপনীত হইলেন।

তৎকালে দ্বিপা দ্বারহাটা অতি উন্নতশীল গ্রাম ছিল। এই স্থানে বহু সম্ভ্রান্ত তন্তুবায়ের বাস ছিল।

এই তন্তুবায়গণ অতি নিরীহ, শান্তিপ্রিয় ও ধর্ম্মপরায়ণ জাতি। পরম ভাগবত কৃষ্ণানন্দ এই স্থানে উপস্থিত হইলে, তন্তুবায়গণ, মহা সমাদরে তাঁহাকে দ্বিপাগ্রামে স্থাপিত করিল। কৃষ্ণানন্দ ইহাদের সাহায্যে গোপালমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতে

লাগিলেন। মধুর হরিনামসঙ্কীর্ত্তনধ্বনিতে গ্রাম আনন্দময় হইয়া উঠিল। সাধারণ জনগণ নবীন উৎসাহে কৃষ্ণানন্দপ্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মচর্চ্চা করিতে আরম্ভ করিল।

অনন্তর অভিরামের আদেশানুসারে রজনীপণ্ডিত নামক একজন পরমভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণব ভাঙ্গামোড়া গ্রামে মদনমোহন মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া গ্রামবাসিগণকে উন্নত ধর্ম্মশিক্ষা দান করিতে লাগিলেন। তাঁহার শিক্ষার গুণে গ্রামস্থ বিভিন্নজাতীয় নরনারী জাত্যভিমান তুচ্ছ করিয়া যেন এক পরিবারস্থ হইয়া পড়িল। সকলেই হিংসা, দ্বেষ বিস্মৃত হইল। তাহারা পরমসুখে নিত্য আনন্দোৎসবে নিরত থাকিয়া শান্তিময় জীবনযাপন করিতে লাগিল।

অভিরামভক্ত মুকুন্দপণ্ডিত গড়ভবানীপুরের নিকটবর্ত্তী 'সোণাতলা' গ্রামে রাধাকৃষ্ণপ্রেমলীলা প্রচার করিয়া তত্রত্য নরনারীর প্রেমশূন্যহৃদয়ে কৃষ্ণভক্তি সঞ্চারিত করিতে লাগিলেন।

এইরূপে অভিরাম গোস্বামী ও তাঁহার শিষ্যগণ পশ্চিমবঙ্গের নানা স্থানে আচণ্ডালব্রাহ্মণকে প্রেমপূর্ণ উদার ধর্ম্মশিক্ষা দান করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের শিক্ষার সঞ্জীবনী শক্তিতে ধর্ম্মশূন্য মৃতপ্রায় দেশে আবার সজীবতার লক্ষণ প্রকাশ পাইল। ভগবৎপ্রেমে সকলের হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। পরস্পরের প্রতি ঘৃণার ভাব বিদূরিত হইল। ক্ষুদ্রাশয়তা ও স্বার্থপরতার উপর উদারতা ও পরার্থপরতা প্রভাব বিস্তার করিল। যে সকল নীচজাতীয় ব্যক্তিগণ হিন্দুসমাজের আশ্রয় না

পাইয়া দলে দলে মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেছিল, তাহারা বৈষ্ণব-ধর্ম্মের উদারতা দর্শনে আর হিন্দুধর্ম্মত্যাগে অভিলাষী হইল না। সকলেই কৈবল্যধামরাধাকৃষ্ণনাম গ্রহণ করিয়া মহাপ্রেমে মত্ত হইয়া উঠিল। ভক্তিপ্রেমশূন্য বিভীষিকাময় বঙ্গদেশ আবার মধুর রাধাকৃষ্ণ-নামকীর্ত্তনে সুখশান্তিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

অভিরামের কার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিল। চৈতন্যদেব যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গোবর্দ্ধনগুহাশায়ী যোগমগ্ন অভিরামকে বঙ্গদেশে আনয়ন করিয়াছিলেন, কৃষ্ণাবতার শ্রীচৈতন্যের সেই মহান্ উদ্দেশ্য এতদিনে সাধিত হইল। অভিরাম এক প্রেমসূত্রে সকলকে আবদ্ধ করিয়া মৃতপ্রায় বঙ্গবাসী হিন্দুগণের হৃদয়ে সঞ্জীবনী সুধা সিঞ্চন করিলেন। বঙ্গদেশে আবার প্রাণের স্পন্দন অনুভূত হইল। দুঃখান্ধকারপূর্ণ বঙ্গভূমিতে আবার স্নিগ্ধোজ্জ্বলকিরণবর্ষী সুখসূর্য্যের উদয় হইতে আরম্ভ হইল।

অভিরামপ্রদর্শিতপন্থানুসরণকারী বহু উন্নতচেতা ব্যক্তি বঙ্গদেশে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা অস্পৃশ্য চণ্ডালকে পর্য্যন্ত বক্ষে টানিয়া লইয়া কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন। বঙ্গবাসী জনগণ এক মহান্ জাতিতে পরিণত হইল।





অভিরামের সহিত শ্রীচৈতন্যের কথোপকথন ও চৈতন্যদেবের তিরোভাব।

অভিরাম গোস্বামী যখন দেখিলেন—বঙ্গনরনারীর হৃদয়ে প্রেম-ভক্তির উদয় হইয়াছে, হিংসাদ্বেষপূর্ণ দেশমধ্যে প্রেমের প্রবল স্রোতঃ প্রবাহিত হইয়াছে, অতি নীচ, অধম, পতিত ও সমাজচ্যুত নরনারীবৃন্দ গৌরাঙ্গপ্রবর্ত্তিত উদার বৈষ্ণবধর্ম্মের আশ্রয় লাভ করিয়া উন্নতির পথে ধাবিত হইয়াছে, জাতিভ্রষ্টা, নষ্টচরিত্রা কুলটাগণও এই অতি প্রকাণ্ড নবধর্ম্মপাদপের সুশীতল ছায়ায় শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হইয়া পাপতাপের ভীষণ জ্বালা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার পন্থা দেখিতে পাইয়াছে, তখন তিনি পার্থিবলীলা সংবরণ করিতে অভিলাষী হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট গমন করিলেন।

তৎকালে গৌরাঙ্গদেব উড়িষ্যায় অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার

কার্য্যশক্তি একপ্রকার লোপপ্রাপ্ত হইয়াছিল। রাধাকৃষ্ণমূর্ত্তি দর্শন কিম্বা নামশ্রবণ মাত্রই তিনি সমাধিস্থ হইতেন। নিসর্গশোভা সন্দর্শন করিলেই তাঁহার হৃদয় ভগবদ্ভাবে তন্ময় হইয়া উঠিত। তিনি অধিকাংশ সময়েই কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া থাকিতেন। তিনি কখনও প্রিয়বিচ্ছেদকাতর হইয়া ক্রন্দন করিতেন, কখনও বা প্রিয়তমের মিলনানন্দে তাঁহার মুখ হাস্যে বিস্ফুরিত হইয়া উঠিত। কখনও বা নৃত্য করিতে করিতে মহাভাবে বিভোর হইয়া ভূপতিত হইতেন, কখনও বা "ঐ আমার কৃষ্ণ" বলিয়া সাগরের নীল জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িতেন।

এইরূপ অবস্থায় শ্রীচৈতন্য দিনযাপন করিতেছেন এমন সময়ে অভিরাম তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। অভিরামকে দর্শন করিয়া চৈতন্যদেব মহাপ্রেমভরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং অপার ভাবসাগরে মগ্ন হইয়া সমাধিস্থ হইলেন।

শ্রীচৈতন্যের সমাধিভঙ্গ হইলে, অভিরাম বলিতে লাগিলেন—"সখে! তোমার গৌরাঙ্গলীলাত সম্পূর্ণ হইয়াছে। আর আমাদের বৃথা এই পৃথিবীতে অবস্থান করিবার আবশ্যকতা কি? এই সংসার ত্যাগ করিয়া গোলোকে গমন করিতে আমার বাসনা বলবতী হইয়া উঠিয়াছে।"

শ্রীচৈতন্য অভিরামের বাসনা অবগত হইয়া বলিতে লাগিলেন—"অভিরাম! এখনও আমার কার্য্য সম্পূর্ণ হয় নাই। সামান্য অবশিষ্ট

আছে। সেই কার্য্যটুকু সম্পন্ন করিবার জন্য আমি আর এই গৌরাঙ্গ-দেহ ধারণ করিয়া মর্ত্তধামে থাকিব না। নিত্যানন্দের এক শক্তিমান্ পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া সেই কার্য্য সম্পন্ন করিবে। নিত্যানন্দপুত্রকে জনসমাজে প্রকটিত করিয়া তুমি ইহধাম ত্যাগ করতঃ বৈকুণ্ঠে গমন করিবে। এখনও তোমার অনেক কার্য্য অবশিষ্ট আছে। তুমি সেই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতে যত্নবান্ হও।"

এই সকল কথা বলিয়া চৈতন্যদেব অভিরামকে বিদায় দিলেন; অনন্তর তিনি প্রায় সর্ব্বদাই ভগবদ্ভাবসমাধিতে মগ্ন থাকিতেন। একদিন শ্রীচৈতন্য অনন্ত সমুদ্রের অশেষ ভাবোদ্দীপক বিচিত্র সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিতে করিতে অনন্তের ভাবে আবিষ্ট হইয়া "ঐ আমার শ্রীকৃষ্ণ" বলিয়া নীলাম্বুধিজলে লম্ফপ্রদান করিলেন। তাঁহার আত্মা পাঞ্চভৌতিক নশ্বরদেহ ত্যাগ করিয়া অনন্তের সহিত মিশ্রিত হইল। তিনি ইহলীলা সংবরণ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন।

বঙ্গগগণের প্রদীপ্তমিহির অস্তগত হইল। ঘোর দুঃখ-তিমিরে সমস্ত দেশ সমাচ্ছন্ন হইল। যে অত্যুদার ধর্ম্মনীতি মুসলমানকে পর্য্যন্ত সনাতন আর্য্যধর্ম্মের আশ্রয় দান করিতে কুণ্ঠিত হইত না, সেই যুগান্তকারী মহা-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক চৈতন্যদেব স্বীয় কার্য্য সম্পন্ন করিয়া, অধঃপতিত ভারতকে উন্নত করিয়া, প্রেমভক্তি-বিহীন নর-নারীর প্রাণে প্রেমের বন্যা প্রবাহিত করিয়া, হিংসাদ্বেষ-বিচ্ছিন্ন নরনারীগণকে প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া মহামিলনগীতি গাহিতে গাহিতে অনন্তের সহিত সম্মিলিত হইলেন।

হে চৈতন্য! তুমি স্বর্গদ্বার উন্মোচন করিয়া একবার তোমার প্রিয় ভারতের বিশেষতঃ বঙ্গদেশের আধুনিক অবস্থা অবলোকন কর! তুমি যে মহামিলনমন্ত্রে এতদ্দেশীয় নরনারীবৃন্দকে দীক্ষিত করিয়াছিলে, তাহার কি শোচনীয় পরিণাম হইয়াছে একবার চাহিয়া দেখ! সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া আর একবার এসো প্রভো! তোমার সুমধুর মিলনগীতি শ্রবণ করতঃ ভারতবাসিগণ পরস্পর প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইয়া এক মহাজাতিতে পরিণত হউক!





অভিরাম ও নিত্যানন্দপুত্র বীরভদ্রের শক্তিপ্রকাশ।

শ্রীচৈতন্যদেবের ইচ্ছানুসারে নিত্যানন্দ দারপরিগ্রহ করিয়া সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অনন্তর নিত্যানন্দের পুত্র জন্মিলেই অভিরাম তাঁহার গৃহে গমন করিতেন এবং সেই পুত্র চৈতন্য-নির্দ্দিষ্ট মহাপুরুষ কি না জানিবার জন্য বালকের শক্তি পরীক্ষাছলে তাহার নিকট প্রণত হইতেন। প্রণাম করিবামাত্রই নিত্যানন্দনন্দন নশ্বর পাঞ্চভৌতিক দেহ ত্যাগ করিয়া নিত্যধামে প্রস্থান করিত।

নিত্যানন্দের কয়েকটী পুত্র এই রূপে ইহধাম ত্যাগ করিবার পর নিত্যানন্দ ও তাঁহার পত্নীদ্বয় অতিশয় বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন। অবশেষে

তাঁহাদের এক পরম সুন্দর কুমার জন্ম গ্রহণ করিল। নিত্যানন্দ মহা-হর্ষভরে উৎসবের আয়োজন করিতে লাগিলেন। তিনি মহান্ত ও বৈষ্ণবগণকে নিমন্ত্রণ করিলেন, কিন্তু ভয়প্রযুক্ত প্রধান গোপাল অভিরামকে নিমন্ত্রণ করিলেন না।

অভিরাম বক্রেশ্বরের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া নিত্যানন্দের পুত্রদর্শনেচ্ছায় বিনাহ্বানেই তাঁহার গৃহে গমন করিলেন। উৎসবের দিন নিত্যানন্দ অভিরামকে গৃহাগত দর্শন করিয়া মনে মনে ভীত হইলেন বটে কিন্তু বাহ্যিক হর্ষ প্রকাশ করিয়া তাঁহার যথোপযুক্ত অভ্যর্থনা করিলেন। মহানন্দে উৎসব কার্য্য সম্পন্ন হইল।

অনন্তর অভিরাম নিত্যানন্দপুত্রকে দর্শন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, নিত্যানন্দের দুই পত্নী তাঁহার সম্মুখে আগমন করিয়া আত কাতরতারসহিত বলিতে লাগিলেন "আপনার দৃষ্টিপ্রকোপে আমাদের অনেকগুলি পুত্র মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। তজ্জন্য আমরা অত্যন্ত দুঃখে কালাতিপাত করিতেছি। এবার দয়া করিয়া আমাদের বংশ রক্ষা করুন। পুত্রদর্শনের বাসনা ত্যাগ করুন।"

অভিরাম নিত্যানন্দপত্নীদ্বয়ের কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া সহাস্য-বদনে বলিতে লাগিলেন,—"আপনারাও যে মায়ায় বশীভূত হইয়া এইরূপ বৃথা অনুরোধ করিতেছেন, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের কথা। আপনারা কি জানেন না যে চৈতন্যদেব আপনাদের গর্ভে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিয়া তাঁহার অবশিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করিয়া যাইবেন এবং কেবল

মাত্র সেই পুত্রই আপনাদের জীবিত থাকিবে। শ্রীচৈতন্য আপনাদের কোন্ পুত্র রূপে প্রাদুর্ভূত হন দেখিবার জন্যই, আপনাদের পুত্র জন্ম গ্রহণ করিলেই আমি অতিব্যগ্রভাবে দর্শন করিতে আগমন করি। অতএব আপনারা দুঃখত্যাগ করিয়া পুত্রকে আমার সম্মুখে আনয়ন করুন।"

অনন্তর অপূর্ব্বলাবণ্যপূর্ণ দিব্যজ্যোতির্ম্মণ্ডিতকলেবর সহাস্যবদন সুকুমার কুমার অভিরামের সম্মুখে আনীত হইবা মাত্র, অভিরামের হৃদয় মহাপ্রেমরসে দ্রবীভূত হইয়া গেল। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় হইতে প্রেম-ধারা বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি মহাভক্তিভরে ভগবান্‌বোধে শিশুকে প্রণাম করিলেন।

শিশু অভিরামকে দর্শন করিয়া অধিকতর প্রফুল্ল ভাব ধারণ করিল।

অভিরাম তখন সমবেত বৈষ্ণবগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"হে পরম ভাগবত ধার্ম্মিকগণ! তোমরা আবার গৌরাঙ্গ-দেবকে দর্শন করিয়া নয়ন সার্থক কর। আমাদের প্রেমময় গোরা, ব্রাহ্মণগণের উপেক্ষিত পাপাসক্ত নীচ নরনারীর উদ্ধারকল্পে আবার নিত্যানন্দ-গৃহে আবির্ভূত হইয়াছেন।

অভিরামের বাক্য শ্রবণ করিয়া নিত্যানন্দ ও তাঁহার পত্নীদ্বয় মহা-নন্দসাগরে নিমজ্জিত হইলেন। নিত্যানন্দগৃহ উৎসবময় হইয়া উঠিল। সমবেতজনগণ পরমভক্তিভরে চৈতন্যাবতার বীরভদ্রের পদরেণু মস্তকে

ধারণ পূর্ব্বক মনঃ-প্রাণবিমোহন হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিল। কীর্ত্তন করিতে করিতে ভক্তগণ ভাবাবিষ্ট হইয়া ভূলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। এই রূপে ভগবৎপ্রেমানন্দে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইলে প্রভু নিত্যানন্দ সকলকে পরম-পরিতোষের সহিত অন্নব্যঞ্জনাদি ভোজন করাইলেন। অনন্তর অভিরাম গোস্বামী নিত্যানন্দের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণনগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।





শ্রীনিবাস আচার্য্যের চৈতন্যগুণকীর্ত্তন।

শ্রীচৈতন্যের তিরোভাব হইলে শ্রীনিবাস নামক এক ব্রাহ্মণকুমার মহাদুঃখে কাতর হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—"হায়! আমি কি নরাধম! আমার প্রাণের চিরবাঞ্ছিত আশা এতদিনে লুপ্ত হইল! আমি মনে করিয়াছিলাম কৃষ্ণাবতার চৈতন্যদেবের নিকট মোক্ষধাম কৃষ্ণনামে দীক্ষিত হইয়া নরজন্ম সার্থক করিব। কিন্তু পাপিষ্ঠের দগ্ধ-ভাগ্যে তাহা ঘটিল না। মানবজন্ম ব্যর্থ হইল! শৃগাল-কুক্কুরের ন্যায় বৃথা জীবনধারণ করিয়া ফল কি? এ পাপ-প্রাণ আমি স্বীয় হস্তে বিনষ্ট করিয়া সকল জ্বালার হস্ত হইতে আজ পরিত্রাণ লাভ করিব।"

চৈতন্যময়জীবন ব্রাহ্মণকুমার এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে স্বীয় প্রাণ ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময় হঠাৎ আকাশবাণী হইল—"হে ব্রাহ্মণতনয়! হতাশ হইয়া হত্যারূপ মহাপাপে লিপ্ত হইও না। তুমি কৃষ্ণনগর গমন করিয়া সর্ব্বপ্রধান গোপাল চৈতন্যের

প্রিয়বন্ধু অভিরাম গোস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ কর। তাঁহার নিকট শিক্ষা-লাভ করিয়া জীবনের কর্ত্তব্য অবধারণে সমর্থ হইবে।

শ্রীনিবাস, দৈববাণী শ্রবণ করিয়া মহোৎসাহে অভিরামদর্শনলালসায় কৃষ্ণনগরে গমন করিলেন। অনন্তর তিনি সিদ্ধবকুলের তলদেশে পতিত হইয়া ধূলি-ধূসরিত-কলেবরে "হা অভিরাম! হা অভিরাম!" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন।

মালিনী এই ব্যাপার অবগত হইয়া শীঘ্র অভিরামের নিকট গমন পূর্ব্বক বলিলেন—"এক সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণকুমার বকুলবৃক্ষমূলে নিপতিত হইয়া তারস্বরে তোমার নামকীর্ত্তন করিতেছে। কষিতকাঞ্চনের ন্যায় তাহার সুন্দর কলেবর দেখিয়া বোধ হয় যেন গৌরাঙ্গদেব পুনর্ব্বার ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাহার পদ্মপলাশলোচনদ্বয় প্রেমে ছল্ ছল্ করিতেছে, সুকুমার-শরীর প্রেমাবেশে ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইতেছে।"

মালিনীর বাক্য শ্রবণ করিয়া অভিরাম বলিলেন,—অয়ি! প্রেমময়ি! তুমি সেই উপবাসী ব্রাহ্মণতনয়ের আহারার্থ—তাহাকে বিংশ কপর্দ্দক দান করিয়া আইস।"

অভিরামের কথার উত্তরে মালিনী বলিলেন—"নাথ! এই কয়-গণ্ডা কড়িতে এমন কি দ্রব্য পাওয়া যাইতে পারে যে যাহাতে ক্ষুধার্ত্ত বিপ্রপুত্র ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে সমর্থ হইবে! আপনি অনুমতি করুন—আমি ব্রাহ্মণকে উদর পূর্ণ করিয়া গোপীনাথের প্রসাদ ভক্ষণ করাই।"

মালিনীর বাক্যে ঈষৎ হাস্য করিয়া অভিরাম বলিলেন—"বুঝিয়াছি,

দ্বিজকুমারের কষ্ট দেখিয়া তোমার কোমল প্রাণে বিষম আঘাত লাগিয়াছে। কিন্তু কিছু ক্ষণ তোমাকে অপেক্ষা করিতেই হইবে। অগ্রে ইহাকে আমি পরীক্ষা করিব। তৎপরে ইহার দেহে দৈবশক্তি সঞ্চার করিব। অতএব তুমি শীঘ্র ব্রাহ্মণ কুমারের নিকট গমন করিয়া পাঁচ গণ্ডা কড়ি দিয়া আইস।”

অতঃপর মালিনী ব্রাহ্মণকে কড়িদান করিলে—ব্রাহ্মণ এই সামান্য অর্থে যৎকিঞ্চিৎ তণ্ডুলাদি ক্রয় করিয়া 'রামকুণ্ড' তটে রন্ধন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার রন্ধন শেষ হইতে না হইতেই অভিরাম তাহার মন পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে চারিজন অভুক্ত সন্ন্যাসীকে সেই স্থানে প্রেরণ করিলেন। মালিনীর করুণায় শক্তিলাভ করিয়া ব্রাহ্মণ-তনয় সন্ন্যাসীগণকে যথোচিত সমাদরের সহিত ভোজন করাইলেন। অনন্তর আপনি কিছু আহার করিয়া পুনরায় বৃক্ষমূলে আসিয়া শয়ন করিলেন এবং অবিরাম কৃষ্ণনাম করিতে করিতে অভিরামকে স্মরণ করিতে লাগিলেন।

ভক্তের ঐকান্তিকতা দর্শনে অভিরাম গোস্বামী আর স্থির থাকিতে না পারিয়া অবিলম্বে ভূলুণ্ঠিত ব্রাহ্মণকুমারের নিকট উপস্থিত হইলেন।

বিপ্রতনয়, উজ্জ্বলপাবকতুল্যজ্যোতির্ম্ময়বপু, করুণাকটাক্ষপূর্ণলোচন. কৃষ্ণনামাঙ্কিতললাট, এক সুদীর্ঘ পুরুষকে সম্মুখে দর্শন করিয়া অতি ক্ষিপ্রতার সহিত গাত্রোত্থান করিলেন এবং মহাভক্তিভরে মহা-পুরুষের পদতলে মস্তক অবনত করিয়া যুক্তকরে সাশ্রুনয়নে বলিতে

লাগিলেন,—"মহাত্মন্! আপনাকে দর্শন করিয়া আমার প্রাণে অনন্তু-ভূতপূর্ব্ব মহাপ্রেমের সঞ্চার হইয়াছে! কি এক স্বর্গীয় পবিত্র আনন্দ-স্রোত সমস্ত শরীরে প্রবাহিত হইয়া আমার সকল সন্তাপ বিনষ্ট করিয়াছে। দেব! আপনার শ্রীচরণদর্শনে জীবন সার্থক হইল! আমি দৈবাদেশে যাঁহার চরণতলে শরণ লইবার আশায় এই স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, আমার দৃঢ়বিশ্বাস— আপনিই সেই কৃষ্ণগত-প্রাণ, শ্রীচৈতন্যসখা অভিরাম গোস্বামী। এক্ষণে দয়া করিয়া দাসকে শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় দান করুন। সুখমোক্ষহেতু কৃষ্ণনামে দীক্ষিত করিয়া আমার হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করুন।

তখন অভিরাম গোস্বামী সহাস্যবদনে কৃতাঞ্জলি শ্রীনিবাসকে বলিতে লাগিলেন—"হে ব্রাহ্মণকুমার! তুমি শুদ্ধসত্ত্ব, মহাত্মা। বঙ্গদেশে শ্রীচৈতন্যদেবের গুণপ্রকাশ করিবার জন্যই তোমার আবির্ভাব। এই কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য আমি তোমার দেহে দিব্যশক্তির সঞ্চার করিলাম। কিন্তু আমি তোমাকে দীক্ষাদান করিব না। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরূপাদি যে সকল মহাত্মা আছেন, তাঁহাদের কাহারও নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবে।

এই বলিয়া অভিরাম শ্রীনিবাসকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিলেন। শ্রীনিবাসের দেহ মহাপ্রেমে পুলকিত হইল। তাঁহার মুখমণ্ডল হইতে এক দিব্যতেজঃ বহির্গত হইতে লাগিল।

ব্রাহ্মণকুমার অভিরামের পদধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া বৃন্দাবনে

গমন করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে শ্রীনিবাস বৃন্দাবনে উপনীত হইয়া শ্রবণ করিলেন, শ্রীরূপ গোস্বামী ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীনিবাস মহাদুঃখে যমুনাতটে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন পরমভাগবত গোপাল ভট্ট যমুনাতটে এক পরম সুন্দর যুবাপুরুষকে সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায় পতিত দেখিয়া অতি যত্নের সহিত তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। অনন্তর তিনি যুবককে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হে ব্রাহ্মণকুমার ! তুমি কোথা হইতে কি জন্য এই স্থানে আগমন করিয়াছ এবং কেনই বা নদীপুলিনে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিলে ?"

শ্রীনিবাস কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন—"মহাত্মন্ ! আমি শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট দীক্ষিত হইবার আশায় নীলাচলে গমন করিয়া শুনিলাম তিনি পৃথিবী ত্যাগ করিয়াছেন। তখন আমি অত্যন্ত দুঃখে মুহ্যমান হইলে, আকাশবাণী হইল—তুমি কৃষ্ণনগরে অভিরাম গোস্বামীর নিকট গমন কর।

আমি দৈববাণী অনুসারে কৃষ্ণনগরে উপনীত হইলাম। অভিরাম গোস্বামী আমাকে বৃন্দাবনে শ্রীরূপাদি মহাপুরুষগণের কাহারও নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিতে অনুমতি করেন। আমি তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া বহুপথপর্য্যটনপূর্ব্বক এই স্থানে উপস্থিত হইয়া শুনিলাম—শ্রীরূপ গোস্বামী ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। এই সংবাদ শ্রবণে মর্ম্মাহত হইয়া আমি যমুনাতটে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলাম।

গোপালভট্ট ব্রাহ্মণকুমারের প্রেমভক্তি দর্শন করিয়া অতীব প্রীত হইলেন এবং তাহাকে দীক্ষাদান করিয়া স্বগৃহে মাতাপিতার নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অনুমতি করিলেন।

শ্রীনিবাস গুরুদেবের আদেশানুসারে শ্রীরূপ-রচিত "চৈতন্যলীলা" লইয়া বিষ্ণুপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তদনন্তর বিষ্ণুপুরের রাজার সাহায্যে শ্রীনিবাস বঙ্গদেশে চৈতন্যদেবের লীলা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহারই ঐকান্তিক অনুরাগ ও যত্নদ্বারা বঙ্গের অসংখ্য নরনারী শ্রীগৌরাঙ্গভক্ত হইয়া জীবনে শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়।





শ্রীনিবাসদর্শনাশায় অভিরাম গোস্বামীর বিষ্ণুপুরে গমন।

শ্রীনিবাস বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগত হইলে অভিরাম তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত বিষ্ণুপুরে গমন করিলেন। শ্রীনিবাস অভিরামের পাদবন্দনা করিয়া তাঁহার নিকট বৃন্দাবন-বিবরণ বর্ণন করিলেন।

অভিরাম শ্রীনিবাসকে আশীর্ব্বাদ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে শ্রীনিবাস, নিঃসন্তান রাজার পুত্রকামনা করিয়া অভিরামকে বলিলেন— "প্রভো! এই পরমধার্ম্মিক রাজা পুত্রহীন। ইনি পরমবৈষ্ণব ও বৈষ্ণব-প্রতিপালক। এই পরমদাতা নরপতির বদান্যতায় দারিদ্র্য দেশ-ত্যাগ করিয়াছে। ইনি ধার্ম্মিক নিরীহ ব্যক্তিগণের আশ্রয়। ইঁহার বংশলোপ হইলে দেশের মহা অমঙ্গল হইবে। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন—যেন রাজার একটী পুত্র জন্মগ্রহণ করে। আর রাজমহিষীগণ আপনার শ্রীচরণদর্শন করিবার জন্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছেন, আপনি তাহাদিগকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করুন।"

অভিরাম গোস্বামী শ্রীনিবাসের বাক্যে সম্মত হইয়া রাজান্তঃপুরে গমনপূর্ব্বক রাজ্ঞীগণের হস্ত হইতে খাদ্য-দ্রব্য গ্রহণ করিয়া ভক্ষণ করিলেন এবং কনিষ্ঠা রাণীর ঐকান্তিকী ভক্তিদর্শনে তাঁহার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া "পুত্রবতী হও" বলিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

অনন্তর অভিরাম বিষ্ণুপুর হইতে কৃষ্ণনগরে আগমন করিলেন। অভিরাম গোস্বামীর আশীর্ব্বাদবলেই কনিষ্ঠা মহিষী পুত্রবতী হন—এই সকল কথা বহু বৈষ্ণবগ্রন্থে লিখিত আছে দৃষ্ট হয়।





মালিনী ও অভিরাম গোস্বামীর তিরোভাব।

ভাগীরথীর পশ্চিমদিগ্বর্ত্তী বঙ্গের সকল জনপদে শ্রীচৈতন্যপ্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিয়া অভিরাম গোস্বামী স্বীয় শক্তি মালিনী সহ লীলা সংবরণ করিতে অভিলাষী হইলেন। অনন্তর একদিন তিনি প্রিয়শিষ্য কানুকৃষ্ণকে ডাকিয়া বলিলেন—"বৎস! আমার ইহজীবনের কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে। আমি শীঘ্রই এই পাঞ্চভৌতিক নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া পরব্রহ্মে লীন হইব। তুমি আমার স্থলাভিষিক্ত হইয়া এই কৃষ্ণনগরে মৎপ্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীগোপীনাথদেবের সেবায় নিযুক্ত থাকিবে। তুমি আমার প্রিয় শিষ্য এবং পুত্রস্থানীয়।

অভিরামের তিরোভাবের কথা শ্রবণ করিয়া কানুকৃষ্ণ গোস্বামী অতিশয় বিলাপ করিতে লাগিলেন। অভিরাম ও মালিনী তাঁহাকে নানা উপদেশ দিয়া বৃথা শোক পরিত্যাগ করিতে বলিলেন। তাঁহাদের

উপদেশে ও আশীর্ব্বাদে কানুকৃষ্ণ দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া মায়ার হস্ত হইতে নিস্তার প্রাপ্ত হইলেন। কানুকৃষ্ণ গোস্বামী অভিরাম ও মালিনীর শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া কৃষ্ণনগরে গোপীনাথের সেবারাধনায় এবং লোকশিক্ষায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

অভিরাম গোস্বামীর দেহত্যাগের পূর্ব্বে কানুকৃষ্ণ এক নিপুণ ভাস্করকে আহ্বান করিয়া তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইলেন। অভিরামের এই প্রতিমূর্ত্তি এখনও কৃষ্ণনগরে অবস্থিত থাকিয়া ভক্তগণের দ্বারা পূজিত হইতেছে। প্রতিমূর্ত্তিনির্ম্মাণের পর, অভিরামের শক্তি মালিনীদেবী আপনার দেহত্যাগ করিয়া অভিরামের আত্মায় মিলিত হইলেন। তদনন্তর অভিরাম গোস্বামী, স্বীয় শক্তির সহিত সম্মিলিত হইয়া এই পার্থিব দেহ পরিত্যাগ করতঃ চৈত্র মাসে কৃষ্ণা সপ্তমীর দিন অনন্তে লীন হইলেন।





দ্বাদশ পাঠ।

বৃন্দাবনলীলায় শ্রীদাম যেমন প্রধান সহায় হইয়া শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব্ব-প্রেমলীলা পূর্ণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ শ্রীচৈতন্য-লীলায় অভিরামই চৈতন্যদেবের প্রথম ও প্রধান সহায় হইয়া রাঢ়দেশবাসিগণকে রাধাকৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত করিয়া দেন। দ্বিতীয় সখা সুন্দরানন্দ ঠাকুর নদীয়ার অন্তর্গত হলুদা মহেশপুরে, তৃতীয় সখা ধনঞ্জয় পণ্ডিত কাঁচ্ড়া পাঁচ্ড়া গ্রামে ধর্ম্ম প্রচার করেন।

উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর চৈতন্যদেবের একজন প্রিয় বন্ধু ছিলেন। সুবর্ণ-বণিক-কুলপাবন, পরম ভাগবত মহাত্মা উদ্ধারণ, সাধারণ জনগণের হৃদয়ে রাধাকৃষ্ণপ্রেম অর্পণ করিয়া সপ্তগ্রাম ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহের প্রেমভক্তি-শূন্য নরনারীকে কৃষ্ণপ্রেমে অনুপ্রাণিত করিয়া তোলেন। শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের প্রিয় সহচর, ধর্ম্মপ্রাণ উদ্ধারণের লীলাস্থল সপ্তগ্রাম হিন্দু নরনারীর পবিত্র তীর্থ।

মহেশ পণ্ডিত পালপাড়া গ্রামে, পুরুষোত্তম পণ্ডিত বোধখানা গ্রামে, গৌরীদাস পণ্ডিত অম্বিকা গ্রামে, কালিয়া কৃষ্ণদাস বড়গাছি গ্রামে, মুকুন্দ দত্ত আব গইহাটী গ্রামে, কমলাকর পিপলাই আকৃনা মহেশপুর গ্রামে, শিশুকৃষ্ণদাস ডাইহাট গ্রামে অবস্থান করিয়া শ্রীচৈতন্যপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের বিস্তারকল্পে বহু চেষ্টা করেন। উল্লিখিত একাদশ পাঠে অভিরাম প্রমুখ মহাপুরুষগণের প্রতিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তির এখনও নিয়মমত সেবাপূজাদি হইয়া থাকে। কিন্তু হায়! তড়া আঁটপুরের নিকটবর্ত্তী আনরবাটী গ্রামে পরমেশ্বর দাস ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত শ্যামসুন্দরের ভোগ সেবা এখন আর নিয়মিত রূপে হয় না। এই শ্যাম সুন্দরের পাঠ দ্বাদশ পাঠের এক পাঠ হইলেও সেবায়েতগণের অবস্থার অবনতির সহিত ভোগপূজাদিরও বিশৃঙ্খল ঘটিয়াছে।





উপসংহার।

ভারতের নানাধর্ম্মাবলম্বী অসংখ্য জাতিকে একধর্ম্মপাদপের শীতল ছায়ায় একত্রিত করিয়া প্রেমসূত্রে সকলকে আবদ্ধ করতঃ এক মহান্ জাতিতে পরিণত করিতে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বপ্রথম চেষ্টা করেন। তৎপরে বুদ্ধদেব ও তন্মতাবলম্বী মহাপুরুষগণের সুশিক্ষায় এই মেদিনী-মণ্ডলের প্রায় অর্দ্ধসংখ্যক নরনারী একধর্ম্মপথের পথিক হইয়া পড়ে। কিন্তু নীচের সংশ্রবে উন্নত ধর্ম্ম সাধনার ব্যাঘাত উপস্থিত হইলে শঙ্করা-চার্য্যপ্রমুখ অদ্ভুতশক্তিসম্পন্ন মনীষিগণ বৌদ্ধধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধন করিয়া আবার সনাতন আর্য্যধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রাচীনকালে বৈদিক সাধনায় কেবল মাত্র শূদ্রগণের অধিকার ছিল না। বৌদ্ধধর্ম্ম বিধ্বস্ত হইলে ব্রাহ্মণ ভিন্ন ভারতের প্রায় সকল জাতিই

শূদ্রভাবাপন্ন হইয়া পড়ে। সুতরাং তন্ত্রমতে তাহারা ধর্ম্মসাধনার অধিকার প্রাপ্ত হয়।

সাধারণ নরনারী তন্ত্রোক্ত পঞ্চমকার তত্ত্বের প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া ধর্ম্মের নামে মহা অধর্ম্মের অভিনয় করিতে, আরম্ভ করে।

ভারতের এই অধঃপতন দর্শন করিয়া শ্রীচৈতন্যদেব,—নিত্যানন্দ, অভিরাম প্রভৃতি কতকগুলি সিদ্ধ পুরুষের সাহায্যে তন্ত্রসাধনার অনধিকারী সাধারণ নরনারীকে রাধাকৃষ্ণপ্রেম শিক্ষা দিতে অবতীর্ণ হন।

এই রাধা-কৃষ্ণের মিলনই জীবাত্মা পরমাত্মার মিলন বা শিবশক্তি সংযোগ।

শক্তিসাধনাকে সরল করিয়া শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, অভিরাম প্রভৃতি মহাত্মগণ যে প্রেমসাধনা প্রবর্ত্তিত করেন, যে প্রেমের আকর্ষণে ভারতের ইতর, ভদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী. নির্ধন সকলকে একসূত্রে গ্রথিত করিতে যত্নবান্ হন, যে প্রেমের বন্যায় সমস্ত বঙ্গদেশ প্লাবিত করিয়া দেন—এক্ষণে আমরা সেই প্রেম হইতে অনেক সরিয়া পড়িয়াছি।

ভারতবাসী আমরা, এক্ষণে পরস্পর মিলিত হইয়া এক মহাজাতিতে পরিণত হইতে ইচ্ছুক হইয়াছি বটে, কিন্তু মিলনের মূলমন্ত্র প্রেমসাধনা আমরা বিস্মৃত হইয়াছি।

আমরা যখন আমাদের সমাজের পতিত, নীচ, দুঃখী, তাপী জনগণকে আপনার বলিয়া শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, অভিরামের ন্যায় কোলে টানিয়া

লইতে পারিব, যখন নিরন্নের মুখে অন্ন তুলিয়া না দিয়া, নিজে অন্ন গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইব, যখন বস্ত্রহীনের অঙ্গে বস্ত্র দান না করিয়া নিজে বস্ত্র পরিধান করিতে কাতর হইব, যখন দেশবাসী সকলকে আপনার মাতা পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী ও স্ত্রী পুত্রের ন্যায় ভালবাসার চক্ষে দেখিতে পারিব, তখনই আমাদের প্রকৃত মিলন হইবে তখনই আমরা এক মহাজাতিতে পরিণত হইয়া জগতের সমক্ষে মহা স্পর্দ্ধার সহিত দাঁড়াইতে পারিব। তখনই দেবতার আশীর্ব্বাদ আমাদের মস্তকে বর্ষিত হইবে। আমরা ধন্য হইব।



"অভিরাম গোস্বামী" লেখকের প্রণীত
"বঙ্গবীরাঙ্গনা রায় বাঘিনী"
সম্বন্ধীয় বিজ্ঞাপন।

১। এসিয়াটিক সোসাইটীর সম্পাদক মহামহোপাধ্যায় প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম-এ, সি-আই-ই মহোদয়ের মন্তব্য ঃ—শ্রীযুক্ত বাবু বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের "রায়-বাঘিনী" নামক পুস্তক পাঠ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। ইহাতে মোগল-পাঠানের যুদ্ধের কিছু দিন পূর্ব্ব হইতে ভুরস্থটের ব্রাহ্মণরাজবংশের ইতিহাস লেখা হইয়াছে।

আকবরের সময় এই বংশের একজন রাণী, রাণী ভবশঙ্করী উড়িষ্যার পাঠানদের সহিত যুদ্ধ করিয়া রাঢ়-দেশ রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া বাদসাহ আকবর তাঁহাকে "রায়বাঘিনী" উপাধি দিয়াছিলেন। এখনও বাঙ্গালাদেশে পরাক্রমশালিনী রমণী হইলেই তাহাকে "রায়বাঘিনী বলিয়া থাকে।

বইখানি ইতিহাস হইলেও একেবারেই নীরস নহে। পড়িলে নবেলের মত লাগে। আমি ত এক দমেই গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত পড়িয়া ফেলিয়াছিলাম। মাঝখানে ছাড়িয়া দিতে কষ্ট হইয়াছিল। ভাষা অতি সুন্দর এবং সঙ্গে সঙ্গে নানা গ্রামের, নানা দেবমন্দিরের, নানা যুদ্ধের কথা থাকায় পড়িতে অতিশয় মনোহর হইয়াছে। বিধুবাবু যে সকল প্রমাণ পাইয়াছেন, তাহাতে কালাপাহাড়কেও এই বংশের লোক বলিয়া মনে হয়। কালাপাহাড় বাঙ্গালায়, উড়িষ্যায় অনেক মন্দিরই ভাঙ্গিয়াছেন কিন্তু ভুরস্থটের একটীও ভাঙ্গেন নাই। ইহাতে তাঁহার কথা সত্য বলিয়াই মনে হয়। বইখানি খুব ভালই হইয়াছে। এখন বাঙ্গালার লোকে পড়িলে বিশেষ উপকার হইবে।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

২। "বঙ্গ-বীরাঙ্গনা রায়-বাঘিনী" সম্বন্ধে "বেঙ্গলী" পত্রিকার অভিমত ঃ—

It gives us very great pleasnre to welcome the appearance of a historical romance in the true sense of the expression. Which we have no doubt, will be regarded as an acquisition to Bengali Literature. The author has already made a name for himself by his researches into the history of the family and the times of the illustrions poet Bharat Chandra Ray. He has presented the Bengali-reading public with this fruit of his earnest and strenuous labours which depicts with considerable skill the warlike exploits of a Bengaii heroine Rani Bhabasankari of the historic Rai familv of Garh Bhowanipur. It does one's heart good to read how in those brave days, a Bengali lady could lead troops and plan eampaigns and demonstrate her courage and prowess. The Emperor Akbar honored her with the little of 'Rai Baghini' which she eminently deserved in recognition of her military achievements. The history of Kalapahar incorporated into the book, will be read with great interest. The account of his heroic deeds, his apostacy and his carcer as an iconoclast will rivet the attention of the reader. We get again a oharming glimpse of the Pergannah of Bhurshut and the victories of war and triumphs of peace standing to the credit of its Princes. The author has done valuable service by bringing to light a forgotten page in the history of Bengal teeming with deeds of valour and heroism.

৩। অমৃতবাজার পত্রিকার মন্তব্য ঃ—

"Banga-Birangana Rai Baghini" by Babu Bidhu Bhushan Bhattacherji is a romantic account of a heroic Bengali lady of the Brahmin Raj family of Bhurshut. This princess Rani Bhaba Sankari defeated the rebellious Pathan leader Osman and saved the southern part of Bengal from the Pathan depradations. For this heroism Akbar the Great, gave her the title of "Rai Baghini" which is even now used in Bengal with reference to daring women.

The book, though a history, is yet charming as a novel. There is nothing mythical in the account of the daring adventures of the chivalrous princess and the details are supported by apt evidences which the able author has taken great pains to gather.

On the whole the book is highly stimulating Reading both on account of the matter and the style. Bidhu Babu has done yeoman's service to the Bengali Literature and the cause of history in thus saving from oblivion a highly interesting chapter of the Lower Bengal. Though there are several glowing examples of the heroic ladies of Rajastan, yet our hearts are filled with pride and enthusiasm when we read of the Bengali princess hunting on horseback, issuing commands to her troops and actually fighting against and defeating a Pathan captain who was a great enemy of the Emperer Akbar. So we hope to see "Rai Baghini" to be one of the household books of Bengal.

৪। **হিতবাদীর মন্তব্য** ঃ—পুস্তকখানি পাঠ করিবার পূর্ব্বে উপন্যাস বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু পাঠ করিয়া সে ধারণা দুর হইল। ....

রাজা রুদ্রনারায়ণের মহিষী রাণী ভবশঙ্করী সম্মুখযুদ্ধে পাঠানসেনাপতিকে পরাস্ত করিয়া তদানীন্তন দিল্লীর সম্রাট্ আকবরের নিকট হইতে "রায়বাঘিনী" উপাধি পাইয়াছিলেন। গ্রন্থকার প্রাচীন কাহিনী, কিংবদন্তী এবং ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ পূর্ব্বক এই পুস্তক খানি প্রণয়ন করিয়াছেন। লেখার গুণে ইহা উপন্যাসের ন্যায় আনন্দদায়ক হইয়াছে। ....

"রায়-বাঘিনী" লেখক প্রণীত "বঙ্গবীর রণজিৎ রায়"

এই পুস্তক পাঠ করিলে, এক নিরাশ্রয় যুবকের অদ্ভুত জন্মবৃত্তান্ত, যুদ্ধশিক্ষা, শক্তিসাধনা, সিদ্ধিলাভ, নবাবীসৈন্যের সহিত যুদ্ধ ও রাজ্যস্থাপন এবং ভালকীগড়াধিপতির কন্যাহরণ প্রভৃতি বিষয়ের প্রকৃত বিবরণ অবগত হইয়া বঙ্গীয় নরনারীর হৃদয় যে এক অভূতপূর্ব্ব গৌরাবানন্দে স্ফীত হইয়া উঠিবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভাষা যেরূপ মধুর ও ওজস্বিনী, ঘটনাবলীও তদ্রূপ চমকপ্রদ। পুস্তক খানি পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া ছাড়িতে পারা যায় না। এই বঙ্গবীর রণজিতের দীঘি এখনও আরামবাগের নিকট বর্ত্তমান আছে। এখনও বারুণির দিন এই দীঘির তীরে মহামেলা বসিয়া থাকে। এই প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ, অত্যাশ্চর্য্য ঘটনাবলীসম্বলিত গ্রন্থ প্রত্যেক বঙ্গীয় নরনারীরপাঠ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

পুস্তক প্রাপ্তির স্থান।

(১) কর্ম্মযোগ প্রেস, ৪নং তেলকলঘাট রোড, হাওড়া। (২) গুরুদাস চ্যাটার্জ্জি এণ্ড সন্স, কলিকাতা। (৩) বরেন্দ্র লাইব্রেরী কলিকাতা। (৪) গ্রন্থকার, ৪নং হৃদয়কৃষ্ণ ব্যানার্জ্জীর ফার্ষ্ট বাইলেন, দক্ষিণ বাঁটরা, হাওড়া।